প্রকাশক :

শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈলশ্রী

১।১।১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :

শ্রীসুরেন দে

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রাকর :

বরাহনগর, এইচ, এস্, প্রেসের পক্ষে

শ্রীপুলিনবিহারী টাট্

বারনেবি রাজ

এক

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই কাহিনীর সুরু। তখন লণ্ডন থেকে বারো মাইল দূরে এপিং বনের ঠিক ধারেই মেপোল নামে একটি সরাইখানা ছিল। এই সরাইখানার বাড়ীটি অত্যন্ত পুরোনো। লোকে বলে অষ্টম হেনরীর সময়ে বাড়ীটি প্রথম তৈরী হয়েছিল ; রাণী এলিজাবেথও নাকি এক রাত্রি এখানে বাস করে গিয়েছিলেন।

বর্তমানে এই সরাইখানাটির মালিক যিনি, তাঁর নাম জন উইলেট। তাঁর বয়স হয়েছে, চেহারাটি বেশ গোলগাল, মাথাটি প্রকাণ্ড, নাকটি একটু খাঁদা। ভদ্রলোকের বুদ্ধি অত্যন্ত কম, কিন্তু নিজেকে তিনি মহা বিজ্ঞ লোক বলে মনে করেন। অবশ্য মনটি তাঁর অত্যন্ত সরল বলে সকলে তাঁকে ভালোই বাসে। তাঁর একটিমাত্র ছেলে, তার নাম জোসেফ, সে তাঁর কাছেই থাকে।

১৭৭৫ সালের মার্চ মাসে এক সন্ধ্যায় মেপোল সরাইয়ে কয়েকজন লোক বসেছিল। তাদের মধ্যে একজনকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি বড় ঘরের ছেলে। চেহারাটি তাঁর একহারা হলেও সুন্দর, পুরুষেরই মত। তাঁর নাম এডওয়ার্ড চেস্টার।

তাঁর বাড়ী এখানে নয়, কিন্তু এখানে তিনি প্রায়ই আসেন। কারণ মেপোল থেকে একমাইল দূরে "ওয়ারেণ" নামে একটি বড় বাড়ী আছে, তার মালিক মিঃ জিওফ্রে হেয়ারডেলের ভাইঝি ইমা হেয়ারডেলের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ। ইমাকে তিনি শীঘ্রই বিয়ে করবেন বলে আশা রাখেন।

সরাইয়ের মধ্যে আর যারা বসেছিল, তাদের ভেতর সবাই এখানকারই লোক। খালি একজন লোক একেবারে নতুন। সেই লোকটি একপাশে চুপ করে বসেছিল। ঘোড়সওয়ারের মত তার পোষাক। টুপীটি চোখের উপর নামানো। লোকটির চেহারা আর জামাকাপড় অত্যন্ত ময়লা, দাড়িও যথেষ্ট বড় হয়েছে, বেশ বোঝা যায় অনেকদিন সে দাড়ি কামায়নি। ময়লা পোষাক আর লম্বা দাড়ি তার চেহারাকে অত্যন্ত কদাকার করে তুলেছে। এদিকের কেউই তাকে কোনদিন দেখেনি। এই কারণে আজ সরাইশুদ্ধ সমস্ত লোকের দৃষ্টি তারই ওপর গিয়ে পড়েছে।

বাইরের প্রকৃতি তখন আবার অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, আশপাশের বাদাম গাছগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। সরাইয়ের জানালাগুলি সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বৃষ্টির ছাট সজোরে এসে লাগছে তাদের ওপরে। বৃষ্টি অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। সরাইখানার মালিক অবশ্য মাঝে মাঝে আশা দিচ্ছিলেন রাত্রি এগারটার মধ্যে বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু তাঁর কথায় কারো আস্থা আছে বলে মনে হল না।

এই দুর্যোগভরা সন্ধ্যার সঙ্গে এরকম একটা বিদ্‌ঘুটে চেহারার অচেনা লোকের যোগাযোগকে সরাইয়ের লোকগুলি খুব প্রসন্নমনে নিতে পারছিল না। সবাই আড়চোখে তাকাচ্ছিল সেই লোকটার দিকে। লোকটাও বুঝতে পারল সে সকলের কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছে। সে এতে বিরক্ত হয়ে লোকগুলির দিকে ফিরে তাকাল। তখন অন্য লোকগুলি তাদের চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু সরাইখানার মালিক আগেকার মতই একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

তাই দেখে লোকটি রাগতস্বরে বলল, "এর মানে?"

সরাইয়ের মালিক তার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন, "কি বললেন? কিছু চাইছেন বুঝি?"

তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে লোকটি মাথার টুপী খুলে ফেলল। তখন সকলেই দেখল লোকটি বেশ বুড়ো, অন্ততঃ ষাট বছর তার বয়স। কিন্তু একটা কালো রুমাল দিয়ে সে তার মাথা ঢেকে রেখেছিল বলে মুখের ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত: তার মাথায় বা কপালে কোন গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে, রুমাল দিয়ে সে তা ঢেকে রেখেছে। টুপী খোলার পরেও তার চেহারা আগেকার মতই ভীষণ দেখাতে লাগল।

এ লোকটা কে হতে পারে, তাই নিয়ে সরাইখানার লোকেরা ফিস্ ফিস্ করে জল্পনা সুরু করে দিল। কেউ কেউ বলল, "লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাত।" দু একজন তাদের কথার প্রতিবাদ করল। তারা বলল, "নোংরা চেহারা দেখেই

লোকটাকে ডাকাত বলে ভাবছ কেন? ডাকাতরা যে সবসময় নোংরা হয়েই থাকবে, তার কোন মানে নেই।"

এমন সময় লোকটা নড়ে চড়ে বসে কিছু পানীয় আনবার ফরমাস করল। মালিকের ছেলে জোসেফ উইলেট পানীয় নিয়ে এল। পানীয়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে মাইলটাক দূরে যে বাড়ীটা আছে, তার নাম কি বলতে পারো?"

জোসেফ বলল, "আপনি কি লালরঙের পুরোনো বাগান বাড়ীটার কথা বলছেন? ওর নাম ওয়ারেণ।"

লোকটা বলল, "বাড়ীর মালিকের নাম কি?"

জোসেফ বলল "তাঁর নাম মিঃ জিওফ্রে হেয়ারডেল। অত্যন্ত ভদ্রলোক।"

লোকটা বলল "আমি এখানে আসবার সময়ে দেখতে পেলুম, একটি তরুণী গাড়ীতে চড়ছে। সে কে? মিঃ হেয়ারডেলের মেয়ে, না আর কিছু?"

জোসেফ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আবহাওয়ার কথা পেড়ে বসল। উদ্দেশ্য লোকটার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া। কারণ সেই তরুণীটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ইমা হেয়ারডেল। এডওয়ার্ড চেস্টার সামনেই বসেছিলেন। তিনি যে একদিন অচেনা লোকের সঙ্গে মিস্ ইমা হেয়ারডেলের সম্বন্ধে আলোচনা করা পছন্দ করবেন না, জোসেফ তা জানত, তাই সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সে কিন্তু কিছুতেই ভোলবার পাত্র নয়, বারবার ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে জোসেফ উইলেটকে সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল।

এমন সময়ে এডওয়ার্ড চেস্টার উঠলেন। সরাইয়ের মালিককে তাঁর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আজ তাহলে চলি।" জোসেফ একটা বাতি হাতে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল সরাইখানার ফটক অবধি পৌঁছে দিতে।

জোসেফ ফিরে এলে লোকটা আবার তাকে প্রশ্ন করল। জোসেফ অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে একটা দায়সারা উত্তর দিল। তার হাবে ভাবে অসৌজন্য ফুটে উঠছে দেখে জন উইলেট ধমক দিলেন। তারপর সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, "মশায়, আপনি যদি আমাকে বা আর কোন বুড়ো লোককে জিজ্ঞেস করতেন, অনেক আগেই পরিষ্কার জবাব পেতেন। ঐ মেয়েটি মিঃ হেয়ারডেলের ভাইঝি।"

আগন্তুক বলল, "ও! তা তার বাবা কি বেঁচে আছেন?

জন উইলেট বললেন, "না।"

"কি করে তিনি মারা গেলেন?"

"স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি। কি করে তিনি মারা গেলেন, তার পুরো গল্প সলোমন ডেজি বলতে পারে। সে এখানেই আছে, তার মুখ থেকেই শুনুন।"

সলোমন ডেজি এখানকার গির্জার কেরাণী। সে সামনেই বসেছিল। জন উইলেটের কথা শুনে সে একবার ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর সজোরে একবার ধূমপান করে নিয়ে আরম্ভ করল গল্প বলতে। বাইরে বাতাসের বেগ তখনও

বেশ জোর, বৃষ্টিও পড়ছে মুষলধারে। ঘরের মধ্যেও বাতাস এসে ঢুকছে, তার ঝাপটায় ঘরের আলোগুলি উঠছে কেঁপে কেঁপে। সলোমন ডেজি তার কথা সুরু করল,

"আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে 'ওয়ারেণ' বাড়ীটার মালিক ছিলেন রুবেন হেয়ারডেল, জিওফ্রে হেয়ারডেলের বড় ভাই। তাঁর স্ত্রী এক বছরের একটি মেয়েকে রেখে মারা যান। স্ত্রীর শোকে ভদ্রলোক বড়ই মুষড়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি কিছুদিনের জন্য লণ্ডনে গিয়ে বাস করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর বেশীদিন মন টিকল না। আবার তিনি এখানেই ফিরে এলেন। অবশ্য পরিবারের সব লোককেই তিনি একসঙ্গে নিয়ে এলেন না। প্রথম দফায় তাঁর সঙ্গে এল তাঁর মেয়ে, চাকরাণী, গমস্তা আর মালী। আর সবাই তার পরদিন আসবে বলে কথা ছিল।

যেদিন রুবেন হেয়ারডেল এসে পৌঁছোলেন, সেইদিন রাত্রেই এখানকার একজন বুড়ো ভদ্রলোক মারা গেলেন। রাত সাড়ে বারোটার সময়ে আমি হুকুম পেলাম, সেই ভদ্রলোকের জন্যে গির্জার ঘণ্টা বাজাতে হবে।

হুকুম তামিল করবার জন্যে আমি গির্জায় গেলাম। সে রাতটাও আজকেরই মত অন্ধকার আর দুর্যোগের রাত ছিল। আমার আলো বারবার নিবে যাচ্ছিল, মনে একটা ভয় জেগে উঠছিল। তবুও আমি গির্জার মধ্যে ঢুকলাম। ঘণ্টার দড়ি যেখানে ঝুলছিল, তার পাশে আমি বাতিটা ঠিক করে নেব বলে বসলাম।

বাতিটা ঠিক করে নিয়ে কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার উৎসাহ আর আমার রইল না। মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগছিল তখন। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময়, তারপর বড় হয়ে যেখানে যত ভূতের গল্প শুনেছি, সব যেন একসঙ্গে মনে পড়তে লাগল। গ্রামে একটা গল্প শুনেছিলাম কোন্ এক গোরস্থানে নাকি একরাত্রে সব মড়া কবর থেকে উঠে এসে যে যার কবরের ওপর সারারাত বসেছিল—সেটাও মনে পড়ে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল কারা যেন আশপাশে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে; যে ভদ্রলোক সদ্য মারা গেছেন, তিনিও যেন এখানে এসেছেন, তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শীতে কাঁপছেন।

ভয়ে আমার নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার দড়ি হাতে নিলাম। ঠিক সেই সময় আর একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। আমার হাতের ঘণ্টা নয়, অন্য একটা ঘণ্টা। কিন্তু একবার বেজেই তার আওয়াজ থেমে গেল। আমি ভাবলাম, আর কেউ মারা গেছে, তাই এই ঘণ্টা বাজছে। আমি তখন আমার ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে বাড়ী চলে গেলাম।

সারারাত আমার ঘুম হল না। পরের দিন সকালে আমি অনেকের কাছেই এই গল্পটা করলাম, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু সেইদিন দেখা গেল মিঃ রুবেন হেয়ারডেল তাঁর বিছানায় খুন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর হাতে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টার দড়ির খানিকটা ছিল। দড়িটা

কেউ যেন কেটে ফেলেছে। সম্ভবতঃ খুনীই এই কাজ করেছে। যাহোক্, এই ঘণ্টার আওয়াজই আমি শুনেছিলাম।

রুবেন হেয়ারডেলের সিন্দুকটা খোলা পড়েছিল, তার মধ্যে থেকে তাঁর ক্যাশবাক্সটি উধাও হয়েছিল। তাতে অনেক টাকা ছিল। তাঁর গমস্তা আর মালীকেও সেইদিন থেকে দেখা গেল না। অবশ্য কয়েক মাস বাদে পুকুরের জলে গমস্তা মিঃ রাজের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এমনভাবে তাঁর শরীর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে চেনবার কোন উপায় ছিল না। পোষাক ও আংটি থেকেই তাঁকে সনাক্ত করা হয়। তাঁর বুকে গভীর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। এখনও পর্যন্ত মালীটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সে-ই যে রুবেন হেয়ারডেল আর তাঁর গমস্তাকে খুন করে এতগুলি টাকা সরিয়ে পালিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজও পর্যন্ত সে ধরা পড়েনি, তবে একদিন সে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।"

সলোমন ডেজি বলল, "দেখুন, এই খুনটা হয় আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে ১৯ শে মার্চ তারিখে। আর আজও ১৯শে মার্চ। প্রত্যেক বছর ১৯শে মার্চ তারিখেই আমরা এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। সত্যিই আশ্চর্য।"

সলোমন ডেজির গল্প শুনে লোকটা কিন্তু একটুও আশ্চর্য হল না। তা দেখে আর সবাই অবাক হল। গল্প শেষ হলে সে শুধু বলল, "ব্যাস্! এই ?"

সলোমন বলল, "হ্যাঁ মশায়, এখানেই এ গল্পের শেষ।"

আর কিছু না বলে লোকটা উঠে পড়ল, জোসেফকে বলল তার ঘোড়াটা এনে দিতে। সরাইয়ের মালিককে দাম চুকিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

ঘোড়া তার কাছে হাজির করে জোসেফ বলল, "আমার মনে হয়, আজকের রাতটা আপনি মেপোলে কাটিয়ে গেলেই ভাল করতেন।

"কোন দরকার নেই" বলে লোকটা ঘোড়ায় উঠে বসল। জোসেফ জিজ্ঞেস করল, "আপনি পথ চেনেন?"

"পথ আমি জেনে নেব" বলে লোকটা ঘোড়াকে একটা চাবুক কষাল। তারপর জোসেফের দিকে ফিরে বলল, "আচ্ছা আমি চললাম। কি ভাবছ তুমি?"

জোসেফ বলল, "ভাবছি আপনার কি এমন দরকার যে এই অন্ধকার রাতে আপনি রাস্তাঘাট না জেনে বাইরে বেরোচ্ছেন?"

"সময় হলেই বুঝতে পারবে" এই বলে লোকটা জোসেফের মাথায় চাবুকের একটা ছোট ঘা মেরে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়ে দিল নিজের ঘোড়া।

জোসেফ তো অবাক! কিন্তু কি করবে সে তখন? কিছু করবার আর কোন উপায় ছিল না তার। বদমায়েসটা ততক্ষণে বেমালুম দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

দুই

সেই রাতে লণ্ডনের তালাচাবীর নামকরা কারিগর গেব্রিয়েল ভার্ডেন সেই পথ ধরে বাড়ী ফিরছিলেন। তিনি নিজের গাড়ী নিজেই চালিয়ে আসছিলেন। বাড়ী তাঁর ক্লার্কেনওয়েলে। একে অন্ধকার, তার ওপর রাস্তাঘাট খারাপ, তাই মিঃ ভার্ডেন আস্তে আস্তে সাবধানে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তাঁর গাড়ীর লাগল ধাক্কা। এই ধাক্কাধাক্কির জন্যে ঘোড়সওয়ারই দায়ী, কারণ সে বেপরোয়াভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। ধাক্কার ফলে ভার্ডেনের বা তাঁর গাড়ীর কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ঘোড়-সওয়ারটি আর একটু হলেই ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তার ঘোড়াটিও সম্ভবতঃ আহত হয়েছিল। তাকে দেখবার জন্যে সে মিঃ ভার্ডেনের লণ্ঠনটা চেয়ে নিল।

বেপরোয়া ঘোড়া চালানোর জন্যে ভার্ডেন লোকটিকে একটু ধমকাতে ছাড়লেন না। সে কিন্তু তাঁর কথায় কাণ না দিয়ে ঘোড়াকে দেখতে লাগল। ভাল করে দেখে সে বলল, "না, ঘোড়াটার কিছু হয়নি।"

ভার্ডেন বললেন, "বড় সকাল সকাল বুঝলেন। দিন, এখন আলোটা দিন।"

লোকটি কোন কথা না বলে একবার শুধু লণ্ঠনের আলোতে তাঁর মুখ দেখে নিল। তারপর লণ্ঠনটা মাটিতে ফেলে চুরমার করে ফেলল ভেঙে।

ভার্ডেনের মনে তখন তাড়াতাড়ি একটা সন্দেহ খেলে গেল। তাঁর কাছে একটা মুগুর ছিল, সেটা তুলে ধরে তিনি বললেন, "ও! তাহলে লুঠের ফন্দীতে তুমি আমার ওপর চড়াও হয়েছ। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আমার কাছে মাত্র দু' শিলিং আছে। তাও তুমি পাবে না। বরং দেখ আমি কেমন খাসা মুগুর চালাতে পারি।"

মিঃ ভার্ডেনের গাড়ীতে তাঁর নাম লেখা ছিল, লোকটি তা দেখে নিয়েছিল। সে বলল, "মিঃ ভার্ডেন, আপনি আমাকে যা ভাবছেন, আমি তা নই।"

ভার্ডেন ভ্যাংচানোর মত ভঙ্গী করে বললেন, "তাই নাকি? তবে আপনি কে মশাই? আপনার মুখ দেখি?"

লোকটি কর্কশ গলায় বলল, "চালাকী করবেন না। আমার পথ ছেড়ে দিন।"

ভার্ডেন তাই শুনে মহাখাপ্পা হয়ে বললেন, "কি? তোমার খিঁচুনীতে আমি ভয় পাব? সে হবে না! মুখ দেখাও বলছি, নইলে ভাল হবে না।"

লোকটি অগত্যা বাধ্য হয়ে তার মুখ দেখাল। ভার্ডেন ভাল করে দেখে বুঝলেন একে তিনি এর আগে কোনদিন দেখেননি। যদিও আমরা দেখেছি। এ মেপোল সরাইয়ের সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটা।

চলে যেতে যেতে লোকটি বলল, "বিদায়, মিঃ ভার্ডেন। ভাগ্য ভাল তাই আজ আপনি বেঁচে গেলেন।"

তার পথের দিকে চেয়ে ভার্ডেন ভেংচি কেটে বললেন, "ভাগ্য ভাল তাই বেঁচে গেলেন। ভার্ডেনকে খুন করার হিম্মত কারো হাড়ে নেই।"

এদিকে তাঁর কাছে তখন কোন আলো নেই। কাছাকাছির মধ্যে মেপোল সরাইখানা ভিন্ন আর কোন লোকালয় নেই। আলো পেতে হলে মেপোলেই যেতে হবে।

ভার্ডেন সেইদিকেই গাড়ী চালালেন।

ভার্ডেনকে এদিকের সবাই চিনত। তাঁকে এই অসময়ে মেপোলে আসতে দেখে মেপোলের লোকজনেরা অবাক্ হয়ে বলে উঠল, "আরে, মিঃ ভার্ডেন? আপনি এখন এখানে?"

ভার্ডেন কোটটা খুলে রাখতে রাখতে বললেন, "আর বল কেন? রাস্তায় এমন একটা উট্‌কো বিপদ হয়ে গেল"

একসঙ্গে সবাই জিজ্ঞেস করে উঠল, "কি? কি হয়েছিল?"

যা হয়েছিল ভার্ডেন সমস্তই খুলে বললেন। শুনে জোসেফ বলল, "এ নিশ্চয়ই সেই লোকটার কাজ। সন্ধেবেলায় যে বেটা এখানে এসেছিল। ব্যাটা দারুণ পাজী লোক। আমার মাথায় শুধু শুধু ছড়ির ঘা মেরেছে। মেরেই পালিয়ে গেছে। এখন সে একবার ফিরে আসুক না। ছড়ি মারার মজা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।"

ছেলের মুখে খদ্দেরের নিন্দে শুনে জন উইলেট বেজায়

চটে গেলেন। ছেলেকে ধমক দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এই চুপ কর্। বাপের সামনে ফড় ফড়্ করতে তোর লজ্জা হচ্ছে না?"

জোসেফ বলল, "আমি অন্যায় কিছু বলছি না বাবা। আপনি কেবল চোখ রাঙিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে রাখতে চান। কিন্তু আমি বড় হয়েছি। কে ভাল আর কে মন্দ তা বোঝবার মত বয়েস আমার হয়েছে। আমি একশোবার বলব, লোকটা ভাল নয়।

জন ছেলের কথা শুনে আবার গরম হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভার্ডেন মাঝে পড়ে বাপবেটার ঝগড়া থামিয়ে দিলেন। তারপর সরায়ের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ সন্ধ্যে এখানে যে লোকটা এসেছিল, তার চেহারা কি রকম?"

সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটার চেহারা বর্ণনা করল। তা শুনে ভার্ডেন বুঝতে পারলেন এই লোকটাই তাঁর ওপর রাস্তায় হামলা করেছিল।

আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ভার্ডেন উঠে পড়লেন। ফেরবার পথে তাঁর ঘুম আসছিল, তাই তিনি আস্তে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর গাড়ী লণ্ডনের সহরতলীতে এসে পৌঁছালো, শহরের কোলাহল তিনি শুনতে পেলেন।

ঠিক এইসময় তাঁর কাণে এল একটা তীব্র চীৎকারের আওয়াজ। সে আওয়াজ শুনে ভার্ডেন ভাবলেন নিশ্চয়ই কেউ বিপদে পড়েছে। তিনি তাড়া তাড়ি আওয়াজ লক্ষ্যকরে

গাড়ী চালালেন, কেউ বিপদে পড়লে সেখানে ছুটে যেতে তিনি কোনদিন দ্বিধা করেন না।

জায়গাটায় পৌঁছে তিনি দেখলেন, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। একজন ভদ্রলোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন আর একটি ছেলে অস্থিরভাবে মশাল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তারস্বরে চীৎকার করছে। তার পোষাকটি বড় অদ্ভুত, পরণে একটা সবুজ জামা। অনেকদিন ব্যবহারের ফলে জামাটার রং একটু উঠে গেছে। টুপীতে তার একটা ময়ুরের পালক লাগানো।

একে ভার্ডেন চেনেন। তার নাম বারনেবি রাজ। তার বাবা মিঃ রাজ ছিলেন মিঃ রুবেন হেয়ারডেলের গমস্তা। রুবেন হেয়ারডেলের হত্যাকারী একই সঙ্গে তাঁকেও খুন করে, তা আমরা আগেই সলোমন ডেজির মুখে শুনেছি। বারনেবি তাঁর একমাত্র ছেলে। বারনেবিকে নিয়ে তার বিধবা মা বাস করেন লণ্ডনের সাউদার্ক পাড়ার এক সরু গলীর মধ্যে ছোট একটি বাড়ীতে। মিঃ জিওফ্রে হেয়াবডেল তাঁকে সামান্য কিছু মাসোহারা দেন, তাইতেই কোন রকম করে তাদের দিন চলে যায়। বারনেবি এখন বড় হয়েছে, কিন্তু তার বুদ্ধি একটুও পাকেনি। সে শুধু টোটো করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় আর নানারকম আজগুবী স্বপ্ন দেখে। তার কথাধার্তা শিশুরই মত এলোমেলো।

মিঃ ভার্ডেন বারনেবিকে এখানে এই অবস্থায় দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যে ভদ্র লোকটি আহত হয়ে মাটিতে

পড়েছিলেন, তাঁকে ভার্ডেন চিনতেন না। ইনি হচ্ছেন এডওয়ার্ড চেস্টার। ভার্ডেন তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে বুঝলেন, তিনি তখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু আঘাত তাঁর খুবই সাংঘাতিক। তক্ষুনি তক্ষুনি ভালমত চিকিৎসা না করলে তাঁকে বাঁচানো যাবে না।

বারনেবিকে ভার্ডেন জিজ্ঞেস করলেন, "বারনেবি! তুমি এ ভদ্রলোককে চেন?"

বারনেবি বলল, "চিনি"। বলে সে ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে বলল, "উনি বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন। আর যেন কখনও উনি বিয়ে করতে না যান। যান যদি তাহলে কারো চোখ স্থির হয়ে যাবে। চোখের কথা বললেই আমার তারার কথা মনে হয়। ও কার চোখ? যদি দেবদূতের চোখ হয়, অমন মিটমিট করে কেন? উনি কি ভাল লোক? ভাল লোক হলে জখম হয়েছেন কেন?"

ভার্ডেন তার কথা শুনে ভাবলেন, "ছেলেটা বলে কি? তবে কি ও সত্যিই এ ভদ্রলোককে চেনে? কিন্তু এঁকে এখন এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার কি উপায় করা যায়?"

একটু ভেবে তিনি বললেন, "বারনেবি। এস এঁকে আমরা ধরাধরি করে আমার গাড়ীতে তুলি। তারপর একে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

বারনেবি অমনি পিছু হটে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমি ওকে ছুঁতে পারব না। ওর শরীর রক্তে মাখামাখি।"

ভার্ডেন মনে মনে বললেন, "ওকে কোন কিছু করতে বলাই বোকামী।" কিন্তু তার সাহায্য না হলেও তো চলে না। তিনি বারনেবিকে অনেক করে বোঝালেন। তখন বারনেবি রাজী হল। সে বলল, "তাহলে ওর শরীরটা কাপড়ে ঢেকে দিন, যেন আমি রক্তের গন্ধ না পাই। কোন শব্দও যেন না শুনতে পাই। আপনি কোন কথা বলবেন না।"

ভার্ডেন তার কথামতই কাজ করলেন। বারনেবি তখন এসে এডওয়ার্ডকে ধরল। দুজনে মিলে পাঁজাকোলা করে এডওয়ার্ডকে গাড়ীতে তুললেন। তোলবার সময় বারনেবি কাঁপছিল। দেখে মনে হল সে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে।

এডওয়ার্ড চেস্টারকে গাড়ীতে তুলে ভার্ডেন তাঁকে বারনেবিদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বারনেবির মার হাতে তাঁর সেবাযত্নের ভার দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন।

তিন

গেব্রিয়েল ভার্ডেনের পরিবার বলতে কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রী আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। তাঁর স্ত্রী যেমন খামখেয়ালী তেমনি অভিমানী! পান থেকে চূণ খসলেই তিনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কথা বন্ধ করতেন, এমন কি একসঙ্গে খেতে অবধি বসতেন না, আর অপেক্ষায় থাকতেন কতক্ষণে

স্বামী তাঁর তোষামোদ করে মান ভাঙাবেন। এ কাজে তাঁর একজন সাহায্য করার লোক জুটেছিল—তাঁর ঝি মিগ্‌স। সে সব সময় খোসামোদ করে তাঁর গুমোর বাড়িয়ে দিত, আর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে উস্কাত।

মিঃ ভার্ডেনের সন্তান বলতে একটিমাত্র মেয়ে। তার নাম ডলি। ডলির চেহারাটি যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মধুর। ইমা হেয়ারডেলের সঙ্গে সঙ্গে ডলির আশৈশব বন্ধুত্ব ছিল। মেপোলের জোসেফ উইলেট ছিল ডলির পাণিপ্রার্থী। ডলি মনে মনে জোসেফকে পছন্দ করত, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলত না।

সাইমন ট্যাপারটিট নামে মিঃ ভার্ডেনের একজন সহকারী ছিল। লোকটি যেমন বেঁটে, তেম্‌নি রোগা। কিন্তু দেখতে ছোট হলেও লোকটি মোটেই নিরীহ ছিল না। তার মনে মনে মতলব ছিল ডলিকে কি করে বিয়ে করবে। শুধু তাই নয়, সে ছিল একটি গুপ্ত সমিতির পাণ্ডা। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শুধু অশান্তি আর অনর্থ বাধানো এবং মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অযথা ক্ষেপিয়ে তোলা। লণ্ডনের অত্যন্ত নোংরা একটা পাড়াতে, স্ট্যাগ নামে একজন অন্ধ বদ্‌মায়েসের বাড়ীতে গভীর রাত্রে এই সমিতির অধিবেশন বসত।

ট্যাপারটিট রাত্রিতে সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে ভোর হবার আগেই মিঃ ভার্ডেনের কারাখানায় ফিরে আসত। একদিন কিন্তু ফিরে আসার সময় সে মিগ্‌সের চোখে ধরা

পড়ে যায়। মিগ্‌স ট্যাপারটিটকে ধরিয়ে দেয়নি, কারণ তার আশা ছিল ট্যাপারটিটকে সাহায্য করলে সে তাকে একদিন বিয়ে করবে।

ভার্ডেনের পরিবারের লোকেদের মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এখন আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক।

এডওয়ার্ডকে বারনেবিদের বাড়ীতে রেখে এসে ভার্ডেন নানা জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে তাঁর পরিচয় বের করে খবর দিলেন তাঁর বাবা সার জন চেস্টারকে। সার জন তখন বারনেবিদের বাড়ীতে এসে ছেলেকে দেখে গেলেন।

ভার্ডেন তার পরের দিন সন্ধ্যের সময় এডওয়ার্ডকে দেখবার জন্যে বারনেবিদের বাড়ীতে এলেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে বারনেবির মা এসে দরজা খুলে দিলেন। ভার্ডেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সে ভদ্রলোক কেমন আছেন।"

মিসেস রাজ বললেন, "ভালই। তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডাক্তার বলেছে অল্পদিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন। তবে কাল অবধি তাঁকে নড়াচড়া করতে বারণ করেছেন।

ভার্ডেন বললেন, "বারনেবি কোথায়?"

মিসেস রাজ বললেন, "সারাদিন ছুটোছুটি করে সে এখন শুয়ে পড়েছে। তাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা।"

ভার্ডেন বললেন, "আপনি অত ভাববেন না। আমার মনে হয় ওর বুদ্ধি দিন দিন খুলছে।

মিসেস রাজ বুঝলেন ভার্ডেন একথা মায়ের মন রাখার

জন্যে বললেন। তবুও ছেলের প্রশংসা শুনে তিনি খুশী হলেন।

তাঁরা তুজনে কথা বলছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে কে সদর দরজার কড়া নাড়ল। ভার্ডেন দরজা খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিসেস রাজ তাঁকে বারণ করে নিজেই গেলেন দরজা খুলে দিতে। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তিনি যেন একটু বিচলিত হয়েছেন। ভার্ডেন তাঁকে আগে কোনদিন এরকম দেখেননি, তাই তিনি একটু আশ্চর্য হলেন।

ভার্ডেন ঘরে বসেই শুনতে পেলেন মিসেস রাজ যেন খুব নীচু গলায় কার সঙ্গে কথা বলছেন। সেই লোকটি যেন তাঁর কাছে কোন সাহায্য চাইল। তারপরেই যেন সে বলে উঠল, "হা ভগবান।"

অত্যন্ত চমকে উঠে ভার্ডেন সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনি দেখলেন মিসেস রাজ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তুচোখে তাঁর ভয়ের ছায়া। আর তাঁর সামনে সেই বদমায়েস ধরণের লোকটা, যে কাল রাতে তাঁর ওপর হামলা করেছিল। একবার মাত্র তার সঙ্গে ভার্ডেনের চোখাচোখী হল, তারপরেই সে বিত্যুৎবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।

ভার্ডেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন তাকে ধরে ফেলবার জন্যে। কিন্তু মিসেস রাজ তাঁকে বাধা দিলেন। তিনি অনুনয় করে বললেন, "না না, আপনি ওদিকে

যাবেন না। ও চলে গেছে। দোহাই আপনার, আপনি ফিরুন।"

ভার্ডেন বললেন, "তার মানে? কে ও লোকটা?"

মিসেস রাজ বললেন, "যেই হোক, ওকে আপনি ধরতে যাবেন না, ফিরুন।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভার্ডেন অগত্যা ফিরে এলেন। ঘরের মধ্যে এসে তিনি মিসেস রাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আমিতো ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না? ও লোকটা কে? ওকে দেখে আপনি এরকম হয়ে গেলেন কেন?"

মিসেস রাজ বললেন, "দোহাই আপনার, ও কথা জিজ্ঞেস করবেন না। এ ব্যাপার চিরদিনই অন্ধকারে ঢাকা থাক্। এর বেশী আজ আমার কিছুই বলবার নেই।"

ভার্ডেন এই ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। মিসেস রাজের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয়। তিনি যে অত্যন্ত সাধু এবং ধার্মিক মহিলা, এ সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কালকের সেই অসভ্য আততায়ীটার সঙ্গে মিসেস রাজের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এরকম ব্যাপার ভার্ডেনের ধারনার অতীত। তিনি নানারকম ভাবতে লাগলেন, কিন্তু কোনই কূলকিনারা পেলেন না।

এমন সময় বারনেবি নেমে এল। ভার্ডেন তাকে নিয়ে ওপরে গেলেন। ওপরেরই একটি ঘরে এডওয়ার্ড চেস্টার ছিলেন। তিনি তখনও জেগে ছিলেন। ভার্ডেনকে দেখে

অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

• ভার্ডেন বললেন, "বেশী কথা বলবেন না। আমার কর্তব্যই আমি করেছি।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভার্ডেন জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা যে গুণ্ডাটা আপনাকে জখম করে পালিয়েছে, তার চেহারা কিরকম আপনি কি কিছু দেখতে পেয়েছেন।"

এডওয়ার্ড চেষ্টার বললেন, "যতদূর মনে পড়ে, তার মুখ একটা কালো রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। আমার মনে হয় ঠিক এই লোকটাই কাল মেপোল সরাইয়ে দেখেছি।"

তখন ভার্ডেন বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে কালকের সেই বদমাইস লোকটা। মিসেস রাজের চালচলন সম্বন্ধে তাঁর যে হেঁয়ালী লাগছিল, এডওয়ার্ড চেস্টারের কথা শোনবার পর তা যেন আরো ঘোরালো হয়ে উঠল।

এমন সময় ওপর থেকে তাঁর কাণে এল ভারী গলার কর্কশ একটা আওয়াজ। কে যেন বলে উঠল, "এই! এই! কি হয়েছে?"

অত্যন্ত অবাক হয়ে মিঃ ভার্ডেন চাইলেন উপরের দিকে। চেয়ে দেখলেন, একটি পাখী। এই পাখীটি ঠিক মানুষের মত কথা বলতে পারত। বারনেবি এর নাম রেখেছিল গ্রিপ।

ভার্ডেন বললে, "বাঃ! বেশ পাখীটি তো!"

গ্রিপের কথা শুনে বারনেবি বলে বলে উঠল, "ও আমার

বন্ধু। সবসময় ও আমার কাছে থাকে। আমি ওর পিছু পিছু যাই। যেন ও মনিব আর আমি চাকর। গ্রিপ, বলতো কথাটা সত্যি কিনা ?"

গ্রিপ্ একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে গেল, "ঘাবড়াও মাৎ! মরার কথা বলো না। আমি শয়তান। আমি শয়তান!" কথা বলে পাখীটা শিস্ দিয়ে নাচতে লাগল। তাই দেখে বারনেবি হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। এডওয়ার্ড চেস্টার আর মিঃ ভার্ডেনেরও খুব মজা লাগছিল।

এমন সময় মিসেস রাজ সেই ঘরে এলেন। তিনি তিনি এসে বললেন, "রুগীর পক্ষে বেশী রাত অবধি জেগে জেগে থাকা উচিত নয়।"

ভার্ডেন বুঝলেন, তাঁর এইবার ওঠা উচিত। তিনি এডওয়ার্ড চেস্টারের সঙ্গে করমর্দন করে উঠলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় এডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, একটু আগে মনে হল নীচে যেন কোন গোলমাল হচ্ছে। আপনাদের দুজনের গলার আওয়াজও শুনতে পেলাম। ব্যাপারটা কি ?"

মিসেস রাজ কথা না বলে মাথা নীচু করে মাটীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভার্ডেন একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, "না ও কিছু নয়। একটা মাতাল ভুল করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ছিল।"

এ কথা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে এলেন নেমে। মিসেস রাজও তার সঙ্গে নেমে এলেন। সদর

দরজা দিয়ে বেরোবার আগে ভার্ডেন খুব নীচু গলায় মিসেস রাজকে বললেন, "আপনার আচরণে আমার মনে ধোঁকা লাগছে, এতে আমার কোন দোষ নেই। মিঃ এডওয়ার্ডকে এখানে রেখে যাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু কি করব, কোন উপায় নেই। তাঁর জীবন এখানে নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যাক্, তিনি খুব তাড়াতাড়ি এখানে থেকে চলে যাচ্ছেন, এইটুকুই যা আশার কথা।"

মিসেস রাজ একথার কোন উত্তর না দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। ভার্ডেন ততক্ষণে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। কান্নার শব্দ শুনে তিনি মুহূর্তের জন্য একবার ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর পথ চলতে লাগলেন।

চার

এডওয়ার্ড চেস্টার অল্পদিনের মধ্যেই সেরে উঠলেন, কিন্তু সুখ তাঁর বরাতে ছিল না। তাঁর বাবা সার জন চেস্টারই তাঁর সুখের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ালেন।

সার জন চেস্টার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মানুষ। সেযুগের অভিজাত শ্রেণীর চালচলন ধরণধারণ পুরোপুরি বজায় রেখে চলতেন তিনি। অন্তর বিষে ভর্তি, কিন্তু কথায় যেন মধু ঝরছে। তাঁর কাছে মানুষের সততার কোন দাম

ছিল না, বাইরের চালটাকেই তিনি মনে করতেন আসল জিনিস। আদবকায়দার পালিশ আর বাইরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটুকু ষোল আনা বজায় রেখে ভেতরে ভেতরে নেহাৎ নীচ কাজ করতেও তাঁর বাধত না। সার জন অনেক সময় হীন বদমায়েস লোকদের সাহায্য নিয়ে অনেক কাজ উদ্ধার করতেন, শলাপরামর্শের জন্যে তাদের নিজের ঘরে নিয়ে এসে আদর করে বসাতেন। তারপর তারা চলে গেলে ঘরে এসেন্স ছড়িয়ে দিতেন, যেন তাইতেই সব দোষ ঘুচে গেল। ছেলেকে সার চেস্টার তাঁর আদর্শেই গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এডওয়ার্ড বাপের সব চেষ্টা পণ্ড করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

সার জনের চালচলন ছিল বড়লোকের মত, কিন্তু পয়সা বা সম্পত্তি তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। একজন বড়লোক ব্যবসাদারের মেয়েকে বিয়ে করে তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্বশুর আর স্ত্রী দুজনেই অনেকদিন মারা গেছেন, তাঁদের সম্পত্তিকেও সার জন বহুদিন আগেই খুইয়ে বসেছেন। এ সব কথা কিন্তু সার জন তাঁর ছেলেকে কোনদিন জানাননি। তাঁর খরচও তিনি এক তিল কমাননি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, দেনায় তাঁর মাথা পর্যন্ত ডুবে গেছে। এখন তাঁর একমাত্র আশা, তাঁর ছেলেটি কোন এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের অগাধ বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে তাঁর অভাব ঘোচাবে।

নিজে গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট ছিলেন বলে রোমান ক্যাথলিক-দের ওপরে সার জনের ছিল দারুণ রাগ। বিশেষ করে একজন রোমান ক্যাথলিককে তিনি বিষ নজরে দেখতেন; কোন মানুষের যে আর একজন মানুষের ওপর অত আক্রোশ থাকতে পারে, তা না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। এই লোকটি হচ্ছেন মিঃ জিওফ্রে হেয়ারডেল। সার চেস্টার ছোটবেলায় স্কুলে হেয়ারডেলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর হেয়ারডেলের ওপর রাগ। সারাজীবন তিনি হেয়ারডেলের শত্রুতা করে এসেছেন। হেয়ারডেলের ভাই যখন খুন হয়ে মারা যান, তখন সার চেস্টার দেশময় রটিয়ে দিয়েছিলেন, জিওফ্রে হেয়ারডেলই ষড়যন্ত্র করে তাঁর ভাইকে খুন করেছেন। এককথায় জন চেস্টারের সঙ্গে জিওফ্রে হেয়ারডেলের সম্পর্ক ছিল ঠিক যেন সাপ আর নেউলের মত।

সার জন যখন শুনলেন, তাঁর ছেলে ইমা হেয়ারডেলকে বিয়ে করতে চায়, তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যেমন করে হোক্ এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। পারে না, কারণ হেয়ারডেলের ভাইঝিকে ছেলের বৌ করে ঘরে আনতে তিনি প্রাণ থাকতে পারবেন না। তাছাড়া, হেয়ারডেল তো তেমন বড়লোক নন, তাঁর ভাইঝির সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর ছেলে পাবে কি? সার জনের চিরদিনের সাধ বড়লোক বেয়াই করবেন। সেইজন্যে তিনি ঠিক করলেন এ বিয়ে তিনি বন্ধ করবেনই।

বন্ধ তো করবেন? কিন্তু কি উপায়ে? উপায়ও একটা

তাঁর মাথায় খেলে গেল। একমাত্র পাকা ঝুনো মাথা ছাড়া আর কারো মাথায় এরকম বুদ্ধি আসতে পারে না। তিনি ঠিক করলেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন।

একদিন সকালে সার জন এসে হাজির হলেন মেপোল সরাইয়ে। সরাইয়ের মালিক জন উইলেটকে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, "ওয়ারেনের মালিক মিঃ হেয়ারডেলের কাছে একখানা চিঠি পাঠাতে চাই। আপনি একজন লোক দিতে পারবেন কি ?"

জন উইলেট একটু ভেবে বললেন, "পারব।" সরাইয়ে তখন কোন লোক ছিল না, কেবল ছিল বারনেবি রাজ। সে এখানে প্রায়ই আসে—এখানকার চাকর হিউপ্রর সঙ্গে ওর খুব ভাব। জন উইলেট বারনেবিকে ডেকে বললেন, "বারনেবি শোন। এই ভদ্রলোক তোমাকে একখানা চিঠি দেবেন, তুমি সেখানা মিঃ হেয়ারডেলকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে ?"

বারনেবি বলল, "খুব পারব।"

সার চেস্টার তখন চিঠি লিখতে বসলেন। বারনেবি হাঁ করে তাঁর চিঠি লেখা দেখতে লাগল। চিঠি লেখা শেষ করে সার চেস্টার বারনেবির হাতে চিঠিখানি দিয়ে বললেন, "এই নাও। এ চিঠি মিঃ হেয়ারডেলকে দেবে, আর কাউকে নয়। তাঁকে বলবে সন্ধ্যার দিকে তাঁর দেখা পেলে আমি খুশী হব। কেমন, বলতে পারবে তো ?"

সার জন বারনেবিকে ভাল করেই চিনতেন বলে তাকে এত করে বুঝিয়ে বললেন। বারনেবি চিঠিখানি পকেটে পুরে বলল,

"তাড়াতাড়ি! একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে চান তো তাড়াতাড়ি আসুন।"

সার জনকে বারান্দার ধারে নিয়ে গিয়ে বারনেবি বলল, "আচ্ছা, নীচে ওরা কারা খেলা করছে বলুন তো? ওরা নিজেদের কানে কানে কি বলছে? একবার থামছে, আবার তক্ষুনি নাচছে, লাফাচ্ছে। যখন কেউ ওদের দেখছে না, তখন থেমে যাচ্ছে। আচ্ছা ওরা বোধহয় কারু ক্ষতি করতে চায়, তাই ঘোঁট পাকাচ্ছে, না?"

সার জন বললেন, "আরে, ওগুলো তো কাপড়চোপড়। বাতাসে শুকোচ্ছে।"

বারনেবি বলল, "ধেৎ! আপনারা কিছু বোঝেন না! ওগুলো কাপড়চোপড়? আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পাই। আমি অনেক মজা দেখি। হো হো হো!" বলে হাসতে হাসতে বারনেবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সার চেস্টারও একবার জন উইলেটের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন।

জন উইলেট তখন ভাবছিলেন অন্য কথা। চেস্টারের সঙ্গে যে হেয়ারডেলের দারুণ শত্রুতা, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। এখন আবার চেস্টার হেয়ারডেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন, অনেক ভেবেও তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না!

বারনেবি ফিরল অনেক দেরী করে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বারনেবি এসে সার জনকে বলল, "এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি আসছেন। এইমাত্র

তিনি বাড়ীতে ফিরেছেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করেই তিনি তাঁর স্নেহের বন্ধুকে দেখতে আসবেন।"

সার জন বললেন, "এসব কথা কি তিনিই বলেছেন?"

বারনেবি বলল, "সব কথাই তিনি বলেছেন, খালি শেষের কথাটা ছাড়া। ওই কথাটা আমি তাঁর মুখ থেকে আন্দাজ করে নিয়েছি।"

বলে বারনেবি চলে গেল আগুনের কাছে। চিম্‌নী দিয়ে ধোঁয়া উঠছিল, সেইদিকে চেয়ে বারনেবি বলল, "ওরা অত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছে? একটার পিছু পিছু আর একটা ছুটছে, অত তাড়া কেন ওদের? একদল গেলে আর একদল আসবে। বাঃ কি সুন্দর নাচতে পারে ওরা? আমি আর গ্রিপ্ যদি অমনি নাচতে পারতুম!"

সার চেস্টার ডাকলেন, "বারনেবি! শুনে যাও!" বারনেবি কাছে এলে চেস্টার তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "এই নাও। এই টাকা দিয়ে জল খেও।"

বারনেবি টাকাগুলো গুনতে গুনতে বলল, "আমরা তিনজনে এটা ভাগাভাগি করে নেব। আমি, গ্রিপ্ আর হিউ। গ্রিপ পাবে এক, আমি পাব দুই, হিউ পাবে তিন। কুকুর বেড়াল আর ছাগল—সবাই মিলে এগুলো খতম করে দেব।"

বারনেবির পিঠে একটা বড় ঝোলা ছিল। সেটা দেখে সার চেস্টার মিঃ উইলেটকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর ঝোলায় কি আছে?"

একথা শুনে বারনেবি বলল, "কি আছে? দেখুন তবে!" এই বলে সে ঝোলায় একটা নাড়া দিল। অমনি ঝোলার ভেতর থেকে একটা ভারী গলার আওয়াজ এল, "শয়তান! শয়তান!"

বারনেবি বলল, "গ্রিপ! টাকা পেয়েছি, আজ তোমায় খাওয়াব।"

ঝোলার ভেতর থেকে গ্রিপ বলতে লাগল, "হুর্‌রে! হুর্‌রে! মন চাঙ্গা রাখ! মরার কথা বলো না! ও কে?"

ব্যাপার দেখে সার চেস্টার একেবারে অবাক। জন উইলেট দেখলেন বারনেবি বড় বাড়াবাড়ি করছে। তিনি তার হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন।

পাঁচ

একটু বাদেই মিঃ হেয়ারডেল মেপোলে এলেন। বয়স তাঁর সার চেস্টারেরই মত; কিন্তু চেহারা সাজপোষাক হাবভাব একেবারে অন্য ধরণের। চেস্টারের মত পাটভাঙা জামাকাপড় পরে ফিট্‌ফাট্ বাবু হয়ে তিনি যেমন থাকেন না, তাঁর মত গুছিয়ে গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেও তিনি পারেন না। তিনি খোলাখুলি স্বভাবের মানুষ, যা বলবার তা মুখের ওপরেই বলে দেন, যা করবার তা সকলের সামনেই করেন। ঢাকঢাক, গুড়গুড় তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

সরাইয়ে এসে হেয়ারডেল জন উইলেটের কাছে শুনলেন সার চেস্টার ওপরের ঘরে রয়েছেন। আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে তিনি সোজা ওপরে উঠে গেলেন।

সার চেস্টার তখন ওপরের ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন; হেয়ারডেলকে দেখে তিনি বললেন, "আপনাকে দেখে অত্যন্ত খুশী হলুম।"

হেয়ারডেল গম্ভীরভাবে বললেন, ও সব ছেঁদো কথা রেখে আসল কথা বলুন। আমাকে কি জন্যে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

সার চেস্টার বললেন, "বলছি বলছি! অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আগে একটু পানীয় গ্রহণ করে আমাকে অনুগৃহীত করুন।"

—"কোন প্রয়োজন নেই।"

—"আপনি অন্ততঃ বসুন।"

হেয়ারডেল আগেকার মত গম্ভীরভাবেই বললেন, "আমি দাঁড়িয়েই থাকব। মিঃ চেস্টার, আপনার সঙ্গে সৌজন্যের ভাণ করবার মত রুচি আমার নেই। কি বলতে চান তাড়াতাড়ি বলুন।"

হেয়ারডেলের স্পষ্ট কথা শুনে চেস্টার একটু যেন নিরাশ হলেন মনে হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "মিঃ হেয়ারডেল, নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি। এমন কি, আপনার সঙ্গে দেখা করতে অবধি বাধ্য হয়েছি। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আপনার

ভাইঝি ইমা এবং আমার ছেলে এডওয়ার্ড দু'জনে দু'জনকে চেনে। তারা বোধ হয় চায় বিবাহের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে এক করে দিতে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি ?"

হেয়ারডেল সার চেস্টারের কথা শুনে কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "এ কথা আমি এতদিন জানতাম না। এই প্রথম শুনলাম। কিন্তু এ আমি হতে দিতে পারি না।"

—"কি হতে দিতে পারেন না ?"

—"যার শরীরে আপনার রক্ত আছে, তার সঙ্গে আমার ভাইঝির বিয়ে দিতে পারি না।"

চেস্টার বললেন, "প্রিয় হেয়ারডেল, আমার মতও আপনারই মতো। আমি কিছুতেই আপনার ভাইঝিকে আমার পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে পারব না। আমার বোকা ছেলে যে ভুল করে বসেছে, তাকে শোধ্‌রাবার জন্যে আমার যতদূর সাধ্য আমি চেষ্টা করব।"

হেয়ারডেল বললেন, "আমিও করব। ইমার সঙ্গে আপনার ছেলের যাতে আর কোনদিন দেখা না হয়, আমি সেই ব্যবস্থাই করব। এই একটা ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের উদ্দেশ্য এক। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমরা নিজের নিজের ক্ষেত্র থেকে কাজ করব। এজন্যে আমাদের আর ভবিষ্যতে দেখা হবার কোন দরকার নেই।"

এই কথা বলে হেয়ারডেল ঘর থেকে বেরোলেন। সার চেস্টার আর একবার মৌখিক সৌজন্য দেখালেন, তিনি তা

গ্রাহ্য না করেই নীচে নেমে গেলেন। সার চেস্টার নিজের মনে বললেন, "জানোয়ার!"

এদিকে নীচে সরাইয়ের মালিক জন উইলেট এবং আরও কয়েকটি লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কখন ওপর থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা যাবে। সকলেই জানত সার চেস্টারের সঙ্গে হেয়ারডেলের আদায় কাঁচকলায়। এতদিন পরে দু'জনে মুখোমুখি হয়েছেন, অতএব একটা রক্তারক্তি খুনোখুনি না ঘটে আর পারে না। নীচের লোকগুলি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল, কতক্ষণে তলোয়ার বা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু কিছুরই আওয়াজ হল না, মিঃ হেয়ারডেল অক্ষত দেহে উপর থেকে নেমে এসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন তারা ভাবল, হেয়ারডেল নিশ্চয়ই চেস্টারকে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছেন। চেস্টারকে তারা দেখতে যাবে কিনা পরামর্শ করছিল, কিন্তু এমন সময় চেস্টার নিজেই ওপর থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলেন। জন উইলেট ব্যস্তসমস্তভাবে উপরে উঠে দেখলেন, চেস্টার তাঁর ঘরে নিশ্চিন্তভাবে বসে আছেন, তাঁর দেহে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই।

চেস্টার বললেন, "উইলেট, শোবার কিরকম ব্যবস্থা করেছ দেখাও।"

উইলেটের তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল, যে মিঃ চেস্টার একটুও আঘাত পাননি। তিনি ভাবলেন, চেস্টার নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক চোট পেয়েছেন, ওঠবার চেষ্টা করলেই

অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। দরকার পড়লে সাহায্য করবার জন্যে তিনি ইশারা করে দুজন লোক ডাকলেন। কিন্তু সার চেস্টার তাঁকে অত্যন্ত নিরাশ করে দিব্যি গট্ গট্ করে হেঁটে শোবার ঘরে গিয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

ছয়

সার জন চেস্টার এবং জিওফ্রে হেয়ারডেল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এডওয়ার্ডের সঙ্গে ইমার দেখা সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবেন। তাঁদের কথা রাখবার জন্য তাঁরা সেইদিন থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন।

সেই রাত্রেই এডওয়ার্ড হেয়ারডেলের বাড়ীতে গিয়েছিলেন ইমার সঙ্গে দেখা করতে। হেয়ারডেলের বাগানে ঢুকে সবেমাত্র তিনি ইমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন স্বয়ং হেয়ারডেল। তিনি এসেই এডওয়ার্ডকে বললেন বেরিয়ে যেতে। এডওয়ার্ডের কোন কথা শুনতেই তিনি রাজী হলেন না।

নিরাশ হয়ে, মনে অসীম গ্লানি নিয়ে এডওয়ার্ড হেয়ারডেলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। রাতটা মেপোল সরাইয়ে কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু সেখানে এসে তিনি শুনলেন তাঁর বাবা তাঁর আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। তখনও তিনি সেখানেই আছেন। একথা শুনেই তাঁর মেপোলে থাকবার ইচ্ছে চলে গেল।

"লণ্ডনে আমার একটা কাজ আছে" বলে তখনি তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরেই সার চেস্টার বাড়ী ফিরে এলেন। প্রাতরাশ শেষ করে তিনি ছেলেকে কাছে ডাকলেন। তিনি যে কাল রাত্রে মেপোলে গিয়েছিলেন, তা বলে কেন গিয়েছিলেন তাও ব্যাখ্যা করলেন। সার চেস্টার ছেলেকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে ইমা হেয়ারডেলকে ছেলের বৌ করে ঘরে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বাবার কথা শুনে এডওয়ার্ড মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই দেখে সার জন চেস্টার বললেন, "বাবা নেড, আমার অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে বড়লোকের ছেলের মত করেই মানুষ করেছি। বড়লোক না হয়েও বড়লোকের মত খরচ করার দরুণ আমি দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছি। আমার বড় আশা তুমি একজন ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে তার যৌতুকে আমাদের সমস্ত অভাব দূর করবে। অন্য কাউকে, বিশেষতঃ একটা নীচ ছোটলোক রোমান ক্যাথলিকের মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দেবে না।"

এডওয়ার্ড চেস্টার বাবার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, "বাবা, আমরা যে ধনী নই, একথা আপনি আগে আমাকে জানাননি কেন? আগে জানালে আমি গরীবের মত করেই নিজেকে গড়ে তুলতুম। আপনি আমাকে ইমা হেয়ারডেলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলছেন, কিন্তু তা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ

অসম্ভব। আমি আপনাকে কেবল এইটুকু মাত্র কথা দিতে পারি যে এখন থেকে আমি নিজেই রোজগার করার চেষ্টা করব। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই আমি বিয়ে করব। এজন্যে আমি আপনার কাছে পাঁচবছর সময় চাইছি।"

ছেলের কথা শুনে স্যার জন অত্যন্ত চটে গিয়ে বললেন, "তুমি কি বলছ নেড্? ভাল করে মাথা ঠাণ্ডা করে এসে তারপর আমার সঙ্গে কথা বোলো। আমি এখন বেরুচ্ছি, পরে আবার দেখা হবে।"

সাত

ভার্ডেন পরিবারের সঙ্গে এডওয়ার্ডের আলাপ ইতিমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ডলি ভার্ডেন ইমা হেয়ারডেলের ছোটবেলার বন্ধু, এডওয়ার্ড তা জানতে পেরেছিলেন। ডলির হাত দিয়ে এডওয়ার্ড ইমার কাছে একখানি চিঠি পাঠালেন।

চিঠিখানি পড়ে ইমা চোখের জল সামলাতে পারলেন না। তিনি দরদভরা ভাষায় তার একটি উত্তর লিখে ডলির হাতে দিলেন, এডওয়ার্ডের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে ডলিকে তাঁর স্নেহের চিহ্নস্বরূপ একটি ছোট কঙ্কন উপহার দিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ চিঠি এডওয়ার্ডের কাছে

পৌঁছোলো না। মেপোল সরাইয়ের একজন চাকর ছিল, তার নাম হিউ। তার মত তাগড়া জোয়ান খুব অল্পই দেখা যায়। অপূর্ব বলিষ্ঠ চেহারা তার। কিন্তু ছোটবেলা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়ার জন্যে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ প্রায় হয়নি বললেই চলে। তার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় তার মার মৃত্যু হয়—স্বাভাবিকভাবে নয়, ফাঁসীতে। নানা প্রভাবের ফলে হিউএর প্রকৃতি কতকটা পশুর মত হয়ে উঠেছিল। সার জন চেস্টার একদিনের জন্যে মেপোলে এসেই হিউকে চিনে নিয়েছিলেন, তাকে একদিন তাঁর বাড়ীতে ডাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার পছন্দমত যদি কাজ কর তো বকৃশিস পাবে। সার জনকে খুশী করার জন্যে হিউ পথের মাঝে ডলির উপর চড়াও হয়ে চিঠি ও কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে গেল, যাবার আগে ডলিকে শাসিয়ে গেল, সে যদি কারুকে তার নাম বলে দেয় তাহলে ফল ভাল হবে না। হিউএর খুনের মত চেহারা দেখে ডলি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল, সে বুঝল তার শাসানী নেহাৎ মুখের কথা নয়। তাই ভয়ে সে কারো কাছেই হিউএর নাম বলল না।

এডওয়ার্ডকে লেখা ইমার চিঠিখানি হিউ সোজা সার জন চেস্টারের হাতে তুলে দিল। এই চিঠি পড়ে সার চেস্টার এডওয়ার্ড ইমাকে কি লিখেছিল তা অনায়াসেই বুঝতে পারলেন। সেই সঙ্গে নিজের মতলব হাঁসিলের একটা উপায়ও তাঁর মনে খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, এইবার এমন প্যাঁচ কসব যাতে চিরদিনের জন্যে ওদের মধ্যে আড়ি হয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে কেউ যাতে কারও চিঠি না পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। চিঠি নিয়ে যায় নিয়ে আসে ডলি ভার্ডেন। সে যাতে এই কাজ না করতে পারে, প্রথমে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। চতুর সার জন তারও উপায় বের করলেন। তিনি মিসেস ভার্ডেনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। মিসেস ভার্ডেন অত্যন্ত অল্পবুদ্ধির মেয়েমানুষ, খোসামোদে সহজেই গলে যান। সার জনের মিষ্টি কথাতে ভুলে গিয়ে তিনি ভাবলেন সার জন অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, তাঁর ছেলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে, তাকে সাহায্য করা কোনমতেই উচিত নয়। তিনি তাঁর মেয়েকে বারণ করলেন সে যেন আর এডওয়ার্ড ও ইমার চিঠি নিয়ে যাওয়া আসা না করে। মেয়ে যাতে তাঁর হুকুম শোনে, সেদিকে তিনি রাখলেন কড়া নজর।

এইভাবে প্রথম কিস্তিটি দিয়ে সার জন একেবারে মাৎ করার চাল ধরলেন। একদিন সকালে তিনি গিয়ে হাজির হলেন হেয়ারডেলের বাড়ীতে। হেয়ারডেল তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ইমার সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন, "আপনিই কি মিস্ হেয়ারডেল? আমি এডওয়ার্ড চেস্টারের বাবা, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।"

ইমা বলল, "বলুন। কোন খারাপ খবর নেই ত?"

"না না। আমি বলতে চাই আমার হতভাগা ছেলে আপনার মত সুশীলা সরলা বালিকার সঙ্গে দাগাবাজী করেছে—"

বলতে বলতে সার জনের চোখে জল দেখা দিল। ইমা হতচকিত হয়ে বলল, "দাগাবাজী! কি বলছেন আপনি?"

রুমালে চোখ মুছে সার জন বললেন, "হ্যাঁ, দাগাবাজী। এডওয়ার্ড আপনাকে চিঠিতে লিখেছে যে সে গরীব, তাই স্বাবলম্বী হবার আগে আপনাকে বিয়ে করবে না। সে চিঠি লিখে যখন সে ডেস্কে রেখে দিয়েছিল তখন আমি তা পড়েছি। আসল কথা সে আপনাকে আর চায় না। তাই আপনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ওইসব মিথ্যে কথা বানিয়ে লিখেছে। তার টাকা নেই, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। আমার একমাত্র ছেলে, কিসের অভাব তার?"

ইমা শুনতে শুনতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ভগ্ন স্বরে সে বলল, "সত্যি কথা বলুন। অন্ততঃ আপনার ছেলের মুখ চেয়ে সত্যি কথা বলুন।"

সার জন স্নেহের অভিনয় দেখিয়ে বললেন, "মা আমার! আপনি আমার মেয়ের মত। আপনার সঙ্গে কি আমি প্রতারণা করতে পারি? আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে সে। আমি সত্যি কথা বলছি কিনা, তা চিঠি পড়েই বুঝবেন।"

এমন সময় মিঃ হেয়ারডেল সেখানে এসে পড়লেন। ইমা তাঁকে দেখে বিষাদভরা মন নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। সার জনকে দেখে হেয়ারডেল বললেন, "একি আপনি এখানে?"

মজলিসী হাসি হেসে সার জন বললেন, "হ্যাঁ বন্ধু, দরকারে পড়েই আমাকে এখানে আসতে হল। আমাদের

কাজটি সারবার জন্যে একটু কূটনীতির আশ্রয় নিয়াম আর কি।
কাজ প্রায় হাঁসিল হয়ে গেছে।”

হেয়ারডেল মনমরার মত সুরে বললেন, “আপনার সঙ্গে আমি এই বিষয়ে চুক্তি করেছিলাম বলে নিজেকে বারবার অভিশাপ দিয়েছি। ছলনা করে কোন কাজ হাঁসিল করাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। আজ একটা বিরাট ছলনার সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়েছি। আচ্ছা যাক্‌, আপনি এখন আসুন, আমাদের চুক্তি আজই শেষ হয়ে গেল।”

সার জন হেয়ারডেলকে মনে মনে গালাগালি দিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। রাত্রিবেলা তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'নেড্‌! তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। যে মেয়েটিকে তুমি এতদিন মনে মনে এত উঁচু স্থান দিয়ে এসেছ, তার আসল রূপ এবারে বেরিয়ে পড়েছে। হেয়ারডেলের কাছে আমি শুনলাম, তোমার চিঠি পেয়ে সে বলেছে যে তোমাকে সে আর চায় না। তুমি বড়লোক জেনেই সে তোমায় এতদিন বিয়ে করতে চাইছিল, যেই তুমি তোমার আসল অবস্থার কথা তাকে জানিয়েছ অমনি তোমায় আর তার দরকার নেই। আশা করি এখন তোমার আক্কেল হবে, এবারে তুমি ঠিক পথে চলবে।”

এডওয়ার্ড একথা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, “এ আপনি কি বলছেন বাবা? না, না, এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই আপনার কোন কৌশলে তার মত বদল হয়েছে।”

“আমার কোন কৌশলে? কি বোকা তুমি নেড!”

"বোকা আমি নই বাবা। আমি মানুষ চিনি। ছলনা আর ভণ্ডামী দিয়ে যারা কাজ হাঁসিল করে, তাদের হাত থেকে ভগবান আমায় রক্ষা করুন। আপনি আমায় যে পথে চলতে বলছেন, সে পথে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আজ থেকে আমি আমার নিজের পথেই চলব।"

সার জন গম্ভীরভাবে বললেন, "তুমি তোমার খেয়াল-খুশীমত যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি আমার অভিশাপও পাবে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমি একথা বলছি।

"তাতে আমার কোনই ক্ষতি নেই, বাবা। কোন লোকের অভিশাপে যে আর কারো কোন বিপদ ঘটতে পারে, আমি তা বিশ্বাস করি না।"

ছেলের এতবড় উপেক্ষার কথা শুনে সার জন খুব গম্ভীর ভাবেই বললেন, "তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই। তোমার মন কলুষিত। তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলতে চাই না। এই দণ্ডে তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। আর কোনদিন এখানে এসো না। গোল্লায় যাও তুমি।"

এডওয়ার্ড আর কোন কথা না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছনের দিকে একবার তাকালেন পর্য্যন্ত না।

সার জন চেস্টার চাকরকে ডেকে বললেন, "দেখ, ঐ যে ভদ্রলোক চলে গেলেন,"—

"আজ্ঞে, মিঃ এডওয়ার্ডের কথা বলছেন ?"

"উজবুকের মত আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ? ঐ ভদ্রলোক যদি তাঁর কাপড় চোপড় চেয়ে পাঠান তাঁকে সব দিয়ে দিবি। আর উনি যদি কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, বলে দিস্ দেখা হবে না।"

আট

যেদিন এডওয়ার্ড চেস্টার বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ঠিক সেইদিনই আরও একটি ছেলেও তার বাপকে ছেড়ে চলে গেল। এই ছেলেটিকেও আমরা চিনি। সে জন উইলেটের ছেলে জোসেফ উইলেট।

জন উইলেট ছেলেকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখতেন, বেচারা জোসেফ যদি তাঁর পছন্দের বাইরে কোন কথা বলত, তাহলে সকলের সামনেই তিনি তাকে এমন ধমক দিতেন যে সে বেচারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করত। সে নেহাৎ ছোটটি ছিল না, কুড়ি বছর বয়স হয়েছিল তার। এখনও তার বাবা দিবারাত্র তাকে চোখ রাঙিয়ে শায়েস্তা করে রাখবেন, নিজের খুশীমত কথা বলতে দেবেন না, ইচ্ছামত কাজ করতে দেবেন না, জোসেফের কাছে এ একদম অসহ্য মনে হত। কিন্তু জন উইলেট তাঁর কঠোর শাসন একচুলও কমাবার পাত্র নন। ছেলে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনবে, তাঁর পছন্দমত কাজ করবে—এই তাঁর দাবী। জোসেফ অবাধ্য হলে তিনি তাকে

ধমক দিতেন, তর্জন গর্জন করতেন। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা বড় বেশীদূর গড়াল।

জোসেফ এডওয়ার্ড চেস্টারের কাছে ইমা হেয়ারডেলের খবর পৌঁছে দিত। এডওয়ার্ড তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলে সে যেচে তাঁকে সাহায্য করত। কিন্তু জন উইলেটের এটা মোটেই ভাল লাগত না। তিনি চাইতেন জোসেফ এই ব্যাপারের সঙ্গে যেন একদম জড়িত না থাকে। জোসেফকে এ সম্বন্ধে তিনি অনেকবার বারণ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু জোসেফ তাঁর কথা শোনেননি। ছেলে তাঁর আদেশের অবাধ্য হচ্ছে দেখে জন উইলেট রাগে অধীর হয়ে যে কাজটি করলেন, কোন বাপই অতবড় ছেলের সম্বন্ধে সেরকম করে না। জোসেফকে জন একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন।

জোসেফের কাছে এই জুলুম মৃত্যুর চেয়েও অসহ্য লাগছিল। এর ওপর গ্রামের অন্য সব লোকেরা যখন উপদেশ দিত, তখন তার কাছে তা লাগত ঠিক কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত। তারা বলত, "বাবাজী, বেশী মাথা গরম কোরো না, বাপকে মানো, বাপের কথা শোনো। বাপ শাসন করছে বলে মেজাজ খারাপ কোরো না। তোমার বাবা আর কি করেছে? আমাদের বাবা তোমার মত বয়সে আমাদের অনবরত কিল, চড়, লাথি মারতেন।"

জন উইলেট আবার তাঁর অভিভাবকত্ব বেশী করে জাহির করতেন যখন মেপোল সরাইয়ে কোন মাননীয় অতিথির

পদধূলি পড়ত। তাঁদের সামনেই তিনি জনকে কড়া শাসন করতেন। যেদিন সার জন চেস্টার ইমা হেয়ারডেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন তিনি মেপোলেই উঠেছিলেন। তাঁর সামনেই জন উইলেট নিজের :অভিভাবকপনা কষে ফলালেন, সারাদিন নানাভাবে তিনি ছেলের লাঞ্ছনার একশেষ করলেন।

জোসেফ কিন্তু সেদিন মোটেই ধৈর্য হারায়নি, সারাক্ষণ মুখ বুজে সে সব কিছু সহ্য করল। কিন্তু তার বাপ তাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না।

সন্ধ্যার সময় সার চেস্টার চলে গেলেন। সে সময় জন উইলেট ছেলের দরজাটা খোলাই রেখে দিয়েছিলেন। যাবার সময় সার চেস্টারকে একটু সাহায্য করা উচিত ভেবে জোসেফ নীচে নেমে এল। তাই দেখে তার বাপ ছুটে এসে তার জামার কলার ধরে বললেন, "এই, তুই নীচে নেমেছিস্ কেন? আবার সর্দারী ফলানো হচ্ছে? ও সব শয়তানী মতলব ছেড়ে দাও।"

সার জন ব্যাপার দেখে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। অপমানে মরমে মরে গিয়ে জোসেফ বাপকে মিনতি করে বলল, "বাবা, আপনি ওরকম করছেন কেন? আমায় ছেড়ে দিন।

জন উইলেট ছেলের কথা শুনে আরও চটে গিয়ে বললেন, "না না ওসব চলবে না। আমি ভাল করে বলে দিচ্ছি।"

জোসেফ জোর করে বাপের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে

নিয়ে ভিতরে চলে গেল। সে যে এতক্ষণ বাপের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছিল, তার একটা গভীর কারণ ছিল। আমরা আগেই বলেছি জোসেফের স্বপ্ন ছিল সে ডলি ভাডেন'কে বিয়ে করবে। কিন্তু বাপের আশ্রয় ছেড়ে চলে গেলে করলে সে হয়ে পড়বে গরীব, সহায়সম্বলহীন, তখন ডলি ভার্ডেন নিশ্চয়ই আর তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। এই ভেবেই জোসেফ এত অত্যাচার সত্ত্বেও বাপের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায়নি।

বাপের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোসেফ সরাইখানার হলঘরে এসে বসল। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সলোমন ডেজি, কব্, প্রভৃতি গ্রামের বুড়ো লোকেরা সব হলঘরে এসে জড়ো হয়েছে। জন উইলেট তাদের কাছে গিয়ে বসলেন।

ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে জন বললেন, "আমার কাছে ওসব চালাকী চলবে না। আমি দেখিয়ে দেব ছোঁড়া বুড়োকে সায়েস্তা করে, না বুড়ো ছোঁড়াকে শায়েস্তা করে।"

সলোমন ডেজি বলল, "জন ঠিক বলেছ। সাবাস জন!"

জন উইলেট একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ তুমি চুপ কর না। তোমার কথা যখন শুনতে চাইব, তখন তুমি বলবে। এখন আমাকে ঘাঁটিও না।"

সলোমন অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। কব্ কিন্তু চুপ করবার পাত্র নয়। সে মুরুব্বীয়ানার চালে জোসেফকে বলল, "জোসেফ, তুমি তোমার বাবার অবাধ্য

হয়ো না। তা যদি হও তোমার হাড়ির হাল হবে। আশা করি ভবিষ্যতে তুমি সাবধান হয়ে চলবে।"

জোসেফ গর্জন করে বলল, "খবরদার তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না।"

বুড়ো জন হুম্‌কী দিয়ে বললেন, "এই, চুপ কর্।"

জোসেফ টেবিলের উপর ঘুষি মেরে বলল, "না, আমি চুপ করব না। বাবা, এ সত্যিই অসহ্য। আপনি আমায় যা খুশী বলতে পারেন। কিন্তু এদের কথা কেন সইব? এরা আমায় উপদেশ দেবার কে? কব্, তুমি খবরদার আমার সঙ্গে কথা বলো না।

কব্ টিট্‌কিরি মেরে বলল, "ওঃ! কথা বলবো না। ভারী আমার নবাব এলেন যে তার সঙ্গে কথা বলবো না।"

আর কথা বাড়ালেই অশান্তি বাড়বে ভেবে জোসেফ চুপ করে রইল। কিন্তু কব্ চুপ করে থাকার পাত্র নয়, সে জোসেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে ক্রমাগত টিট্‌কিরি দিতে লাগল। অবশেষে জোসেফের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে কবের কাছে গেল, কব্‌কে ধরে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে তবে সে শান্ত হল। তারপর নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সারারাত জোসেফের ঘুম এল না। রাত জেগে চিন্তা করে সে তার পথ ঠিক করে ফেলেছিল। সে স্থির করে ফেলল, লণ্ডনে গিয়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাবে।

ভোর হয় হয় এমন সময় জোসেফ জানালা দিয়ে নীচে

নেমে পড়ল। পিঠে একটি পুঁটলী আর হাতে একটি লাঠি ছাড়া তার কাছে আর কিছুই ছিল না। পায়ে হেঁটেই সে লণ্ডনে এলো। প্রথমে একটা দোকানে প্রাতরাশ করে নিয়ে সে দেখা করল একজন সেনা-সংগ্রাহকের সঙ্গে। জোসেফ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে ফৌজে ঢোকার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলল। সেই লোকটি তাকে জানাল যে পরদিন সকালেই তাকে ফৌজের সঙ্গে লণ্ডন ছেড়ে চলে যেতে হবে।

জোসেফ ঠিক করল, যাবার আগে সে একবার ডলি ভার্ডেনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। সন্ধ্যার সময় সে গিয়ে হাজির হল ডলিদের বাড়ীতে। তখন বাড়ীতে ডলি একাই ছিল, আর কেউ ছিল না। জোসেফ ডলিকে বলল, "আমি অনেকদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। তাই বিদায় নিতে এসেছি।"

ডলি হাসিমুখেই তাকে বিদায় দিল। একটুও উচ্ছ্বাস দেখাল না।

ডলির এই উদাসীনতায় জোসেফ যে মনে অত্যন্ত আঘাত পেল তা বলাই বাহুল্য। ক্ষুণ্ণ মনে সে ডলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু ডলি মুখে কোন কিছু না বললেও মনে মনে কিন্তু কম দুঃখ পায় নি। জোসেফ চলে গেলে সে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ডলির চরিত্র ছিল অত্যন্ত বিচিত্র, মনের আবেগকে মনেই চেপে রেখে বাইরে সে করত উদাসীনতার অভিনয়।

ভার্ডেনের সহকারী ট্যাপারটিটের মনে ডলিকে বিয়ে করার খুব লোভ ছিল, কিন্তু জোসেফ থাকতে তার সে আশা পূর্ণ হবার নয় বলে জোসেফকে সে দেখত বিষ নজরে। এখন জোসেফ চলে যাওয়াতে পথ নির্বিঘ্ন হয়েছে ভেবে ট্যাপারটিট আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠল।

নয়

এখন একবার সেই সাংঘাতিক লোকটার খোঁজ নেওয়া যাক। এই কদিন রোজ রাত্তিরে সে লণ্ডন সহরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। দিনে তার দেখা পাওয়া যেত না, রাত হলে তবেই সে বেরোত। এই সময় লণ্ডন সহরের রাস্তাগুলিতে গুণ্ডা-বদমায়েসরা রাত্রিতে প্রায়ই হানা দিত—রাত্রিতে পথ চলা একেবারে নিরাপদ ছিল না—প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা না একটা খুন জখমের খবর পাওয়া যেত। কিন্তু এই লোকটা গুণ্ডাদের মাঝখান দিয়ে নির্ভয়ে চলে যেত—কাউকে গ্রাহ্য করত না। সহরের সব জায়গাতেই ছিল তার যাতায়াত—থানার পাশে, নদীর পোলের ওপর, গোরস্থানে—সব জায়গায় তাকে দেখতে পাওয়া যেত। প্রথমে অনেকে ভেবেছিল লোকটা বুঝি পুলিশের গুপ্তচর। কিন্তু তাদের এ ভুল শীঘ্রই ভাঙল—কারণ সে কখনও কারও দিকে তাকায় না বা কারো সঙ্গে কথা বলে না, আপন মনে চলে যায়।

দু একজন বদমায়েস লোক গিয়েছিল তার সঙ্গে ভাব

করতে—কিন্তু তাদের সে মোটেই আমল দেয় নি। তাদের মুখের উপর সে বলে দিয়েছিল "আমাকে ঘাঁটাবার চেষ্টা করো না। আমার কাছে সাংঘাতিক অস্ত্র আছে জেনে সাবধান হয়ো। আমি একা থাকতে চাই, আমার একা থাকতে দাও।"

একদিন সন্ধ্যা হবার ঠিক পরেই লোকটি বেরিয়ে পড়ল। লণ্ডন সেতু অতিক্রম করে গেল সাউদার্কের দিকে। একটি গলির মধ্য দিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে, এমন সময় ঠিক তার সামনে এসে পড়লেন মিসেস রাজ। তিনি তখন কিছু জিনিস-পত্র কিনে বাড়ী ফিরছিলেন। লোকটি নিঃশব্দে তাঁর পেছু নিল।

নিজের বাড়ীর সামনে পৌঁছে মিসেস রাজ দরজার তালা খুলছিলেন, এমন সময় সে এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। তাকে দেখে মিসেস রাজ ভয়ে চমকে গেলেন। লোকটা বলল, "অনেকদিন ধরে তোমার খোঁজ করছি। চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যাক।"

মিসেস রাজের হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে সে নিজেই তালা খুলল, তারপর ঢুকল বাড়ীর ভেতর—মিসেস রাজকেও টেনে নিয়ে গেল।

সে রাত্রিতে শীত পড়েছিল খুব বেশী। মিসেস রাজের বৈঠকখানা ঘরের অগ্নিকুণ্ডে তখন আগুন জ্বলছিল। লোকটা তার ধারে গিয়ে বসল। তার জামা কাপড় কাদায় মাখামাখি, মুখে একমুখ দাড়ি, গাল দুটি একেবারে চুপসে গেছে, বহুদিন

সে স্নান করেনি, দেখলেই বোঝা যায়। এইসব মিলে তার চেহারাটা এত ভীষণ আর কদাকার দেখাচ্ছিল তা বলবার কথা নয়।

মিসেস রাজ আর একটা চেয়ারে বসেছিলেন অচেতনের মত। তাঁর তখন কিছু বলবার বা করবার মত অবস্থা ছিল না। তিনি লোকটার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছিলেন, তাই দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে লোকটা বলল, "আমাকে মাংস আর দুধ খেতে দাও। ক্ষিদের জ্বালায় আমার পেটের নাড়ী জ্বলছে।"

মিসেস রাজ অতিকষ্টে বললেন, "তুমি কি সেদিন চিগ্‌ওয়েলের পথে ডাকাতি করেছিলে?"

"হ্যাঁ! সে লোকটাকে তো প্রায় শেষ করেই এনেছিলাম, আর একজন এসে চেঁচামেচি করায় তা আর হয়ে উঠল না। তাকেও লক্ষ্য করে ছোরা চালিয়েছিলাম। অল্পের জন্য সে বেঁচে গেল।"

মিসেস রাজ উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাকেও তুমি মারতে গেছলে? ভগবান্‌! ভগবান!"

মিসেস রাজকে প্রার্থনা করতে দেখে লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি আমাকে শীগ্‌গির খাবার দাও বলছি। নইলে আমি অনর্থ বাধাব।"

"তুমি যা চাইছ তা পেলে এখান থেকে চলে যাবে তো? আর আসবে না?"

টেবিলের ধারে বসে লোকটা বলল, "আমি কোন কথা দিচ্ছি না। তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে বেইমানী কর, তাহলে তোমায় মজা টের পাওয়াব।"

মিসেস রাজ আর কোন কথা না বলে তাকে কিছু ঠাণ্ডা মাংস ও রুটি এনে দিলেন। লোকটা অল্পক্ষণের মধ্যেই গোগ্রাসে সব কিছু গিলে ফেলল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার সে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়ে আয়েস করে বসল। মিসেস রাজের দিকে চেয়ে সে বলল, "এ বাড়ীতে কি তুমি একাই থাক?"

"না। আর একজন থাকে।"

"কে সে?"

"তা তোমার জেনে দরকার নেই। তুমি এখুনি চলে যাও। নইলে সে এসে তোমায় দেখতে পাবে।"

লোকটা আগুনের উপর দুহাত মেলে দিয়ে বলল, "এখন কি আর ওঠা যায়? আগুন পোয়াচ্ছি যে! আচ্ছা, তুমি তো খুব বড়লোক, না?"

মিসেস রাজ অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি খুবই বড়লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"অন্ততঃ তুমি নিঃসম্বল নও। তোমার টাকার থলিটা কোথায় গেল? রাস্তায় তো সেটা তোমার হাতেই দেখেছিলাম। সেটা আমার হাতে এনে দাও দেখি!"

মিসেস রাজ বুঝলেন, প্রতিবাদ করে কোন ফল হবে না। তিনি টাকার থলিটা এনে লোকটার হাতে দিলেন। লোকটা থলিটা খুলে টাকাগুলো গুণতে লাগল।

মিসেস রাজ কান খাড়া করে কিসের যেন অপেক্ষা করছিলেন। তিনি হঠাৎ ছুটে এসে বললেন, "তুমি চলে যাও। থলেতে যা আছে সব নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও। সে এসে পড়েছে। বাইরে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

"কি বলছ তুমি?"

"বলবার সময় নেই। দোহাই তোমার, তুমি এই দণ্ডে এখান থেকে চলে যাও। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়।"

লোকটা ভয়ে কালি হয়ে বলল, "আমি এখান থেকে নড়ব না। বাইরে গোয়েন্দা পুলিশ আছে, বেরোলে তারা আমায় ধরবে।"

"কিন্তু সে যে এসে পড়েছে!"

"আসুক্। সে আমার কি ক্ষতি করবে?"

এমন সময় বাইরে বারনেবির গলার আওয়াজ শোনা গেল, "মা, মা, দরজা খুলে দাও।"

লোকটা বলল, "আরে! ও গলা যে আমি চিনি। ওই তো সেদিন আমাকে আটকেছিল!"

এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার ছোরাটা খাপের মধ্যে পুরে নিয়ে একটা আলমারীর মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

এদিকে বারনেবি ক্রমাগতই জানালায় ধাক্কা মারছিল। আর ডাকছিল, "মা, মা দরজা খুলে দাও। আমরা দুজনে বাইরে অপেক্ষা করছি। আমি আর গ্রিপ। আর কতক্ষণ আমাদের দুজনকে আলো আর আগুন থেকে দূরে ফেলে রাখবে মা?" মিসেস রাজ দরজা খুলে দিলেন। বারনেবি লাফিয়ে

ঘরে ঢুকল, কাঁধে তার পোষা হরবোলা পাখী গ্রিপ। মাকে আদর করে বারনেবি বলল, "আজ বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম মা। কত খানাখন্দর ডিঙিয়ে, বেড়া পার হয়ে, নদীর ধার ধরে ধরে আমরা ছুটে আসছিলুম। গ্রিপ্ কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। হা হা হা!"

গ্রিপ্ তার নাম শুনে বারকয়েক ডেকে উঠল। তারপর তার মুখস্ত করা কথাগুলি আউড়ে গেল একের পর এক।

বারনেবি দেয়াল-আলমারীর দিকে মুখ করে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মা নিজে সেই চেয়ারটিতে বসে তাকে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

বারনেবি বলল, "আজ তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন মা? আমি দেরী করে ফিরেছি বলে? জান মা, আজ আমরা কোথায় গিয়েছিলাম?"

মা বললেন, "কোথায় বাবা?"

"বলছি মা। কিন্তু একথা কাউকে বোলো না। একথা শুধু তিনজন জানে। আমি, গ্রিপ আর মেপোলের হিউ। আর কেউ জানে না। আমাদের সঙ্গে একটা কুকুর ছিল, কিন্তু সে গ্রিপের মতন চালাক নয়, সে কিছুই বুঝতে পারেনি। জানো মা, আজ আমরা সেই ডাকাতটাকে ধরতে গিয়েছিলাম। দেখো, একদিন তাকে ঠিক ধরবই। সেই ডাকাতটা দেখতে কি রকম জানো মা?"

এই বলে বারনেবি উঠে দাঁড়িয়ে রুমালটা মাথায় বাঁধল। তারপর কোটটা ভাল করে এঁটে মাথায় টুপী চাপিয়ে এসে

দাঁড়াল মার সামনে। তখন তাকে দেখাতে লাগল ঠিক সেই ডাকাতটার মত। সেই লোকটা আলমারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখছিল। তার বারনেবিকে এই বেশে দেখে মনে হল যেন সে নিজেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বারনেবি খুব একচোট হেসে নিয়ে আবার টেবিলে এসে বসল। খেতে খেতে একসময় সে আলমারী থেকে রুটি আনতে যাচ্ছিল, তার মা তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করে অন্য জায়গা থেকে তাকে রুটি এনে দিলেন।

মিসেস রাজ চোখের জলকে জোর করে ধরে রাখলেও তাঁর চোখে মুখে কান্নার ছাপ এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বারনেবি পর্যন্ত তা বুঝতে পারল। মার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "মা, আজ কি আমার জন্মদিন ?"

মা বললেন, "না তো বাবা! তার তো এখনও অনেক দেরী আছে।"

বারনেবি বলল, "সে আমি জানি মা। তবু আমার মনে হচ্ছে আজই আমার জন্মদিন।"

মা বললেন, "কেন এরকম মনে হচ্ছে ?"

বারনেবি বলল, "বলছি শোন। আমি দেখেছি আমার জন্মদিনে তুমি যেন কেমন হয়ে যাও। সেদিন তুমি কেবলই কাঁদ আর তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আজও দেখছি তাই। একবার দেখেছিলাম রাত দুপুরে তুমি হাঁটু গেড়ে বসে কি সব বলে প্রার্থনা করছিলে। প্রার্থনার পর উঠে দাঁড়াবার সময় তোমার মুখে যে রকম ভাব দেখেছিলাম,

আজও দেখছি ঠিক সেইরকম। তাই মা আমার এখন মনে হচ্ছে, আজই আমার জন্মদিন।”

বারনেবির মা তার কথা হেসে উড়িয়ে দেবার ভাণ করে অন্য সব কথা বলে তাকে ভুলিয়ে দিলেন। বারনেবির ঘুম পাচ্ছিল, সে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়ে কোচের উপর সটান শুয়ে পড়ল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বারনেবি ঘুমিয়েছে দেখে সেই লোকটা আলমারির ভিতর থেকে এল বেরিয়ে। পাখীটা জেগে ছিল, নতুন লোক দেখে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে সে যতগুলি কথা শিখেছিল এক নিঃশ্বাসে আউড়ে গেল।

“কেট্‌লি চড়াও! হুর্‌রে! আমি শয়তান! মন চাঙ্গা রাখ! মরার কথা বলো না!”

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রিতে তার কথাগুলি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

মিসেস রাজের সামনে এসে লোকটা গম্ভীরভাবে বলল, “তোমার ছেলে যে বেঁচে আছে, তা এতদিন জানতাম না। আজ ওকে আমি দেখলাম। আশা করি ভবিষ্যতে তুমি সাবধান হয়ে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তা যদি না কর তো প্রতিফল পাবে। এতদিনে তোমাকে জব্দ করার অস্ত্র পেয়েছি। এখন তুমি আমার হাতের মুঠোর ভেতরে।”

এই ভয়ানক কথা বলে লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। মিসেস রাজ অনেকক্ষণ অচেতনের মত চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর চোখের জল এখন আর বাঁধ মানছিল

না। খানিকক্ষণ বাদে তিনি উঠে হাঁটু গেড়ে বসে ধরা গলায় বললেন,

"ভগবান! ওই আমার একমাত্র সম্বল, অন্ধের নড়ি। ওকে তুমি রক্ষা কর প্রভু!"

দশ

এই ব্যাপারের পর থেকে মিসেস রাজ ভাবনায় চিন্তায় যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। কি করে ছেলেকে নিরাপদে রাখবেন, এই চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলল। এই বাড়ীতে থাকলে সেই সাংঘাতিক লোকটা বারবার এখানে আসবে। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন।

বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে আর দিক থেকেও চাপ আসতে সুরু করেছিল। তখনও পর্যন্ত সার জন চেস্টারের সঙ্গে তাঁর ছেলে এডওয়ার্ডের ছাড়াছাড়ি হয়নি। সার জন জানতে পেরেছিলেন, বারনেবি এডওয়ার্ডের সঙ্গে ইমার যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে অনেক সময় সাহায্য করে। অতএব বারনেবিকে অবিলম্বে সরানো দরকার। তাই তিনি বারনেবির মার কাছে এসে বললেন, তোমরা এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও, কোথায় যাচ্ছ এডওয়ার্ডকে তা জানিও না, আমার এ অনুরোধ যদি রাখ আমি তোমায়

কিছু টাকা দেব। বারনেবির মা বাড়ী ছেড়ে যাওয়াই ঠিক করেছিলেন, সার জনের কথা শুনে তিনি একেবারে মনস্থির করে ফেললেন।

যাবার আগের দিন তিনি দেখা করলেন মিঃ হেয়ারডেলের সঙ্গে। হেয়ারডেল তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর বসবার ঘরে। এই ঘরেই বাইশ বছর আগে রুবেন হেয়ারডেল খুন হয়েছিলেন।

মিসেস রাজ হেয়ারডেলকে বললেন, "আমরা কাল আমাদের পুরোনো বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তা কাউকে জানাতে পারব না। আপনাকে শুধু এই কথা বলতে এসেছি যে আপনি আমাকে এতদিন যে মাসোহারা দিয়ে এসেছেন পরের মাস থেকে তার আর দরকার নেই।"

তাঁর কথা শুনে হেয়ারডেল সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি? আপনি কালই অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন? কেন? আর আমার মাসোহারাই বা এরপর আর নেবেন না কেন?"

মিসেস রাজ হেয়ারডেলের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মাসোহারা আর নেব না, কারণ তার টাকা আর আমার কাছে থাকছে না, আর একজনের হাতে গিয়ে পড়ছে, আমি আটকাতে পারছি না। এখনও সে টাকা নেওয়া মানে আপনার দাদার স্মৃতিকে অপমান করা।"

মিঃ হেয়ারডেল মিসেস রাজকে অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু মিসেস রাজ কিছুতেই তাঁর মত বদল করলেন না।

পরের দিনই এই অনাথা বিধবা তাঁর একমাত্র সম্বল

সবাইকার ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র হাবা ছেলেটিকে নিয়ে লণ্ডন ছেড়ে চলে গেলেন,—কোথায়, তা কেউই জানতে পারল না।

এদিকে যে লোকটির জন্যে তাঁর এত দুঃখ ও অশান্তি সে ইতিমধ্যে বেশ একটি ভাল আশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, মিঃ ভার্ডেনের সহকারী সাইমন ট্যাপারটিট ছিল একটা গুপ্ত সমিতির নেতা, আর এই সমিতির অধিবেশন বসত স্ট্যাগ নামে একজন অন্ধ লোকের বাড়ীতে। সেই সাংঘাতিক লোকটা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এই চমৎকার জায়গাটির সন্ধান পেয়ে যায়। তারপর স্ট্যাগের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে সেখানে আস্তানা গাড়তে তার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এতদিনে শান্তিতে মাথা গোঁজবার একটি নীড় পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

এগারো

এর পর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের এক শীতের রাত্রিতে মেপোল সরাইয়ের মালিক জন উইলেট সরাইয়ের হলঘরে তাঁর নিজের আসনটিতে বসেছিলেন। পাঁচ বছরে তাঁর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁর ছেলে জোসেফ পাঁচ বছর আগে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, আর সে ফিরে আসেনি। জন উইলেট পাঁচ বছর আগে পাঁচশো পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে ছেলের নামে একটি হুলিয়া

বার করেছিলেন। এর ফলে লোকেরা রাস্তাঘাট থেকে অনেক ছেলেকে ধরে এনে হাজির করেছিল—কিন্তু তাদের কেউই জোসেফ উইলেট নয়। ছেলের কোন সন্ধানই তিনি আজ পর্যন্ত পাননি, ছেলের সম্বন্ধে তিনি কারও সঙ্গে কোন রকম আলোচনাও করতেন না।

আজ জন উইলেটের পাশে বসেছিল তাঁর আর দু'জন পুরোনো বন্ধু—কব্ এবং ফিল্ পার্কস। সলোমন ডেজি তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। তাঁরা সকলে মিলে সলোমন ডেজির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু ডেজি বুঝি আর আসে না। তিনজন বৃদ্ধ অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। জন উইলেট বসে বসে ঢুলছিলেন। তিনি বললেন, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে যদি না আসে তবে আমি নিজেই খেয়ে নেব।"

এমন সময়ে বাতাসে যেন কিসের একটা শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন চেঁচিয়ে বলছে—মেপোল! ক্রমশঃ সেই চীৎকার কাছে আসতে লাগল। তিন বুড়ো ভয় পেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

খানিকক্ষণ বাদে বোঝা গেল চীৎকার করছে সলোমন ডেজি। সে একটু বাদেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, হাতে তার জ্বলন্ত লণ্ঠন, কাপড়চোপড় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছে। শরীরটা তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছিল, হাঁটুতে হাঁটুতে যাচ্ছিল ঠেকে ; বেচারীর কথা অবধি বলবার শক্তি ছিল না।

জন উইলেট বললেন, "আরে! কি হয়েছে তোমার?"

সলোমনের উত্তর দিতে একটু দেরী হল। একটু সুস্থ হয়ে সে বলল, "ইস্, আজ আমি সেখানে কেন গিয়েছিলাম—আজ এই ১৯শে মার্চ তারিখে?"

—"কেন? কোথায় গিয়েছিলে? অদ্ভুত কিছু দেখেছ নাকি? ব্যাপারটা ভাল করে খুলে বল।"

হাঁপাতে হাঁপাতে সলোমন বলল, "গির্জার ঘড়িতে চাবী দিতে ভুলে গিছলাম। বেছে বেছে আজ ১৯শে মার্চ তারিখেই গির্জার ঘড়িতে দম দিতে ভুললাম, এর পিছনে কি দৈবের হাত নেই মনে করো? পথে যেমন অন্ধকার, তেমনি ঝড় আর তেমনি বৃষ্টি। অনেক কষ্টে গির্জার চাবী খুলে ভিতরে গেলাম—"

—"গিয়ে কি দেখলে?"

উত্তরে সলোমন একটি লোকের নাম করল। সে নাম শুনে জন উইলেট চমকে উঠলেন। সাতাশ বছর আগে 'ওয়ারেণ' যে এ দু'জন লোক নিহত হয়েছিল, সলোমন তাদেরই একজনকে দেখেছে বলে দাবী করছে!

সলোমন বলল, "সে নিশ্চয়ই ভূত!"

জন উইলেট সবাইকে বললেন, "চুপ্, এই নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করো না। ওয়ারেণ-এর কেউ একথা শুনলে তাঁর সেটা পছন্দ হবে না। এর ফলে সলোমনের চাকরী যেতে পারে। সে সত্যি বলেছে, কি মিথ্যা বলেছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আমিও অবশ্য ওর গল্প সত্যি বলে মনে করি না। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই।"

এমন সময় চাকর এসে জানাল, খাবার দেওয়া হয়েছে। জন উইলেট এবং তার বন্ধু তিনজন খেতে বসলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে জনের বন্ধুরা চলে গেল। জন একা একা ঘরের মধ্যে বসে ভাবতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ভাববার পর জন উইলেট স্থির করলেন, একটুও দেরী না করে হেয়ারডেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তিনি সলোমন ডেজির গল্পটা শোনাবেন। ছুটো কারণে তাঁর হেয়ারডেলকে অবিলম্বে এ কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ সলোমন ডেজি, কব,, পার্কস এরা নিশ্চয়ই গল্পটা সবাইকে বলে বেড়াবে, ফলে আজ হোক্ কাল হোক্ হেয়ারডেলের কানে কথাটা উঠবেই। তিনি আগে হেয়ারডেলকে বললে তাঁকে অবাক করে দেবার বাহাত্বরীটা তিনিই পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, হেয়ারডেল তাঁর জমিদার এবং বন্ধু। তিনি হেয়ারডেলের নেমক খেয়েছেন। সে জন্যেও তাঁর কাছে এই কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার—কারণ এর সঙ্গে হেয়ারডেল পরিবারের সম্মান জড়িত।

এই কথা ভেবে জন উইলেট সেই রাত্রেই তাঁর চাকর হিউকে সঙ্গে নিয়ে হেয়ারডেলের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। বাইরে ভীষণ অন্ধকার, রাস্তাঘাটও অত্যন্ত খারাপ। হিউএর সাহায্যে তিনি অতিকষ্টে হেয়ারডেলের বাড়ীতে এসে পৌঁছোলেন। হেয়ারডেল তখনও জেগে ছিলেন, জনের ডাক শুনে তিনি নিজে এসে সদর দরজা খুলে দিলেন।

জন উইলেট সলোমন ডেজির কাছে যা শুনেছিলেন,

সমস্তই তাঁকে খুলে বললেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, হেয়ারডেল তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেয়ারডেল বললেন, "তুমি ঠিক করেছ। ও লোকটার কোন বুদ্ধি নেই, তাই যা তা বলেছে। এ কথা ছড়াতে বারণ করে ভালই করেছ। কথাটা মিস্ হেয়ারডেলের কানে গেলে তিনি মন খারাপ করতেন।"

মুখে এই কথা বললেও হেয়ারডেল যে ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাঁর হাবভাবেই তা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি অত্যন্ত অধৈর্যের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। তাঁর এই উতলা ভাব দেখে জন উইলেটের একটু আশ্চর্য লাগল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে হেয়ারডেলের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন।

এগারো

এই সময়ে ইংলণ্ডের আকাশে ধীরে ধীরে একটি অশান্তির মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল।

লর্ড জর্জ গর্ডন নামে বৃটিশ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ১৭৮০ সাল থেকে একটা নতুন আন্দোলন প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন যে রোমের পোপ ইংলণ্ডকে পদানত করবার জন্যে চেষ্টা করছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার

জন্যে ইংলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। তার কথা সত্যি কি মিথ্যা, তা যাচাই করে দেখল খুব কম লোকই, তাঁর কথায় ভুলে অশিক্ষিত লোকেরা ক্রমশঃ ভিড়তে লাগল তাঁর দলে। এইভাবে লর্ড জর্জ গর্ডনের সমর্থকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। তিনি একটা এসোসিয়েশন তৈরী করলেন, অতি অল্পদিনেই এই এসোসিয়েশনের সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল চল্লিশ হাজার।

লর্ড জর্জের একজন প্রধান সহকারী ছিলেন। এঁর নাম গ্যাসফোর্ড ; তাঁর কথাবার্তায় মনে হয় তিনি বিনয়ের অবতার, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একের নম্বরের ধূর্ত এবং ঘোরতর সুবিধাবাদী লোক। আগে তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক, সম্প্রতি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন, ক্যাথলিক ধর্মের চরম বিরোধী লর্ড জর্জ গর্ডনের দলে যোগ দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর মত স্বার্থপর লোক আর কেউ নেই, কিন্তু বাইরে তিনি এমন ভাব দেখাতেন, যেন তিনি কত বড় নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, দেশের মঙ্গলচিন্তায় তাঁর ঘুম হচ্ছে না। লর্ড জর্জ গর্ডনকে তিনি সব সময় খোসামোদ করে সন্তুষ্ট রাখতেন, তাঁর তোষামোদ শুনে লর্ড জর্জ গর্ডনেরও মনে ধারণা জন্মেছিল, তিনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, জাতির দুর্দিনে তাকে ত্রাণ করবার জন্যে জন্মেছেন। গ্যাসফোর্ডকে লর্ড জর্জ করেছিলেন তাঁর এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী।

লর্ড জর্জের সমর্থকদের মধ্যে পাণ্ডা ছিল দু'জন। একজনের

নাম ডেনিস, তার পেশা ছিল ফাঁসীর জল্লাদগিরি—আর একজন হচ্ছে আমাদের চেনা লোক, মিঃ ভার্ডেনের সহকারী সাইমন ট্যাপারটিট। যে গুপ্ত সঙ্ঘটির সে নায়ক ছিল, তার সব সভ্যকে সে লর্ড জর্জ গর্ডনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল; এই সঙ্ঘটির আগে নাম ছিল নকল-নবীশ সঙ্ঘ, কিন্তু এখন সে নাম বদলে ডালকুত্তা সঙ্ঘ এই নতুন নাম রাখা হয়েছে।

লর্ড গর্ডনের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ লোকেদের মনে ক্রমশঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি একটা আক্রোশের ভাব জেগে উঠছিল। এর ফলে পোপের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়াল রোমান ক্যাথলিক-বিরোধী আন্দোলন। এই উত্তেজিত লোকগুলি কখন ক্ষেপে যাবে সেই ভয়ে দেশের রোমান ক্যাথলিকেরা তটস্থ হয়ে উঠলেন, কারণ তাহলে তাঁদেরই ঘটবে বিপদ, ধন প্রাণ কিছুই তাঁরা বাঁচাতে পারবেন না। উত্তেজনা যতই বাড়তে লাগল, তাঁদের ভয়ও ততই লাগল বাড়তে।

আমাদের সার জন চেস্টার এই ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন না। তিনিও ভেতরে ভেতরে এই আন্দোলনের সাহায্য করছিলেন। আদর্শের অনুরোধে তিনি গর্ডনকে সমর্থন করেন নি, সমর্থন করেছিলেন শুধুমাত্র নিজের গায়ের ঝাল মেটাবার মতলব নিয়ে। গর্ডনের আন্দোলনের ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধলে রোমান ক্যাথলিকদের ক্ষতি হবে আর

হেয়ারডেল ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথলিকদের নেতা বলে আক্রমণের প্রথম চোটটা পড়বে তাঁরই ওপর। চিরশত্রু হেয়ারডেলের সর্বনাশ করার এই একটা মোক্ষম সুযোগ সার জন চেস্টার পেয়ে গেছেন। এ সুযোগ কি তিনি ছাড়তে পারেন? তাই লর্ড গর্ডনের দলকে তিনি সমানে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা ছিল গর্ডন একটা বদ্ধ পাগল।

১৮৮০ সালের মার্চ মাসে নিজেদের দলের সভ্যসংখ্যা বাড়াবার জন্যে লর্ড গর্ডন গ্যাসফোর্ডকে নিয়ে ইংলণ্ডের নানা জায়গায় সফর করে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক রাত্রিতে তাঁরা এসে হাজির হলেন মেপোল সরাইয়ে। সে রাত্রিটা তাঁরা কাটালেন মেপোলেই। গ্যাসফোর্ড রাত্রির মধ্যেই কতকগুলি প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিলেন। সেই প্রচারপত্র পড়ে পরের দিন তাঁদের দলে এসে যোগ দিল মেপোলের বেয়ারা হিউ।

লর্ড গর্ডনের মতবাদে মুগ্ধ হয়ে যে হিউ তাঁর দলে যোগদান করল তা নয়; তার আক্রোশ ছিল হেয়ারডেলের ওপরে। আমরা আগেই বলেছি হিউএর প্রকৃতি ছিল ঠিক পশুর মত। হেয়ারডেল তা ভাল করেই বুঝেছিলেন বলে হিউএর সামনেই জন উইলেটকে বলেছিলেন, "তোমার চাকর লোক ভাল বলে আমার মনে হচ্ছে না।" হেয়ারডেলের কথা শুনে হিউ মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁর প্রতি তার জাত-ক্রোধ জন্মে গিয়েছিল। সে পণ করেছিল, যেন তেন

প্রকারেণ হেয়ারডেলের সর্বনাশ সে করবেই। হেয়ারডেল রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক বলে সমস্ত রোমান ক্যাথলিকদেরই বিরুদ্ধে তার জন্মে গেল প্রচণ্ড বিদ্বেষ। লর্ড জর্জ গর্ডনের দলে ভিড়লে হেয়ারডেল ও রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে আক্রোশ চরিতার্থ করার সুবিধে হবে ভেবেই সে যোগ দিল এই দলে।

হিউ এক সময় হেয়ারডেলের শত্রু জন চেস্টারের সঙ্গে দেখা করে হেয়ারডেলের প্রতি তার রাগের কথা জানাল, সেই সঙ্গে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সে কি পথ বেছে নিয়েছে, তাও খুলে বলল। জন চেস্টার হিউ-এর কথা শুনে মহা খুশী হয়ে তাকে খুব উৎসাহ দিলেন। হিউ চলে গেলে তিনি মনে মনে বললেন, "আমার আশা পূর্ণ করতে এই বুনো বন্ধুটি অনেকটা সাহায্য করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইবার হেয়ারডেল, তুমি যাবে কোথায়?" অবশ্য হিউ চলে গেলে যে জায়গাটিতে সে বসেছিল, তাতে ভাল করে এসেন্স ছিটিয়ে দিতে সার জন ভুললেন না।

তেরো

চারদিক থেকে যখন শত্রুরা এইভাবে ষড়যন্ত্র করছিল, তখন মিঃ হেয়ারডেল নিজের বাড়ীতে না থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাইরে বাইরে। কেউই জানত না তাঁর গতিবিধির খবর। হঠাৎ একদিন রাত ন'টার সময়ে ভার্ডেনের বাড়ীতে গিয়ে

হাজির হলেন। সে সময় ভার্ডেন একাই বাড়ীতে ছিলেন, আর কেউ ছিল না। হেয়ারডেল ভার্ডেনকে ডেকে বললেন, "ভার্ডেন, তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরী কথা আছে। বাইরে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তোমার যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, আমার সঙ্গে গাড়ীতে চল না। গাড়ীতে যেতে যেতে সব কথা আলোচনা করা যাবে।"

ভার্ডেন সানন্দে তাঁর অনুরোধে রাজী হলেন। গাড়ীতে দু'জনে উঠে বসবার পর গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। মিঃ হেয়ারডেল কয়েক মিনিট চুপ করে থাকবার পর বললেন, "ভার্ডেন, আমি এখন বারনেবিদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। কোথায় গেল তারা? পৃথিবীতে আছে তো?"

ভার্ডেন মাথা নেড়ে বললেন, "ভগবান জানেন। পাঁচ বছর আগে যারা বেঁচে ছিল, তাদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। আমার মনে হয়, তাদের আশা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। খুঁজে তাদের বের করা যাবে না।"

হেয়ারডেল বললেন, "ভার্ডেন, আমি শুধু খেয়ালের বশে তাদের খুঁজছি না। আজ আমার কাছে তাদের দরকার সবচেয়ে বেশী। আমি তাদের চাই।"

ভার্ডেন একটু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, হেয়ারডেলের কথাবার্তায় উত্তেজিত ভাব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মন কবে থেকে এরকম উতলা হয়েছে?"

একটু ইতস্ততঃ করে হেয়ারডেল জবাব দিলেন, "সেই ঝড়ের রাত থেকে, অর্থাৎ গত ১৯শে মার্চ থেকে।"

ভার্ডেনকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে হেয়ারডেল বললেন, "তুমি হয়তো ভাববে আমার এরকম করার কোন মানেই হয় না; কিন্তু বন্ধু, আমার মাথা একটুও খারাপ হয়নি। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি জানো? বারনেবিদের সেই পুরোনো বাড়ীতে। সেটা এখন আমারই দখলে আছে। আজকের রাতটা আমি সেইখানেই কাটাবো। শুধু আজ নয়, আরও কয়েক রাত্রি ওখানেই থাকব। তুমি একথা কাউকে বলো না। সবাই জানে আমি বাইরে আছি, তাই যেন জানে। এ সম্বন্ধে তুমি আর আমাকে কোন প্রশ্ন করো না।"

হেয়ারডেল এর পর অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন। যে লোকটি মেপোলের রাস্তায় ভার্ডেনের উপর চড়াও হয়েছিল এবং এডওয়ার্ড চেস্টারকে জখম করেছিল, তারই কথা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনেকবার। এতদিন পরে এই বিষয়ে হেয়ারডেলের এত কৌতূহলের কারণ বুঝতে না পেরে ভার্ডেনের অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল, কিন্তু হেয়ারডেলের প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই তিনি উত্তর দিলেন।

হেয়ারডেলকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়ে ভার্ডেন বাড়ী ফিরে এলেন। হেয়ারডেল তাঁকে বলে দিলেন বিশেষ দরকার না পড়লে তিনি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা না করেন।

হেয়ারডেল সেই বাড়ীতেই প্রত্যেকদিন রাত কাটাতে লাগলেন। দিনের বেলায় তিনি থাকতেন নদীর ওপারে ডক্‌স্‌হল-এ—সেখানে তিনি একটি বাসা নিয়েছিলেন। কিন্তু

সন্ধ্যের সময় এইখানে ফিরে আসতেন। নৌকোয় করে তিনি ওপার থেকে আসতেন, কোন চেনা লোকের সঙ্গে যাতে দেখা না হয়। বাড়ীতে ঢুকে তিনি এক অদ্ভুত কাজ করতেন। আলো জ্বেলে প্রত্যেকটি ঘর তিনি খুঁজে দেখতেন। তারপর নীচের তলায় এসে টেবিলের উপর তলোয়ার ও পিস্তল রেখে চেয়ারে বসে জেগে কাটাতেন সারা রাত। বসে বসে তিনি চেষ্টা করতেন বই পড়বার; কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী তিনি বইএর পাতায় মন দিতে পারতেন না। বাইরে সামান্য কোন শব্দ হলেই তিনি কান খাড়া করে বসে থাকতেন, তিনি কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই বুক ধক্‌ধক্‌ করে উঠত তাঁর। হেয়ারডেল রোজই সঙ্গে করে খাবার নিয়ে আসতেন, কিন্তু তা ছোঁবারও প্রবৃত্তি তাঁর হত না কোনদিন।

ক' হপ্তা এই ভাবেই কেটে গেল।

একদিন বিকেলে মিঃ হেয়ারডেল রোজকার মত তাঁর রাত্রের বাসায় ফিরছিলেন। পার্লামেণ্ট ভবনের কাছাকাছি এসে তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বেজায় গোলমাল আর চীৎকার করছে। হেয়ারডেল অতিকষ্টে তাদের মধ্য দিয়েই পথ করে চলতে লাগলেন। লোকগুলো ধ্বনি দিচ্ছিল, "আমরা পোপকে চাই না।" এ ধ্বনি লণ্ডনের লোকদের কাছে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাকে গ্রাহ্য না করে হেয়ারডেল পথ চলতে লাগলেন।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে হেয়ারডেল ওয়েষ্ট-মিনিস্টার হল পার হয়ে গেলেন। কিন্তু এর পরেই তাঁর দেখা হয়ে গেল

দু'জন লোকের সঙ্গে। একজন সার জন চেস্টার, অপরজন মিঃ গ্যাসফোর্ড।

গ্যাসফোর্ড হেয়ারডেলকে দেখেই চেষ্টা করলেন সরে পড়বার জন্যে। হেয়ারডেল তাকে আগে থেকেই চিনতেন; তার নীচ নির্লজ্জ স্বভাবের জন্য তিনি তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। একসঙ্গে চেস্টার ও গ্যাসফোর্ডকে দেখে তাঁর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সার জন চেস্টার তাঁকে বাধা দিয়ে ডাকলেন, "মিঃ হেয়ারডেল, শুনুন, শুনুন।"

হেয়ারডেল বললেন, "আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। চললুম।"

চেস্টার বললেন, "এক মিনিট, হেয়ারডেল, আমাদের পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন। দোহাই আপনার।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেয়ারডেল দাঁড়ালেন। চেস্টার বললেন, "আসুন মিঃ হেয়ারডেল, আমার বন্ধুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।"

গ্যাসফোর্ড তখন সেখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচে। কিন্তু তার কোন সুযোগ করে উঠতে না পেরে সে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। চেস্টার যখন হেয়ারডেলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন সে জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করল। যন্ত্রের মত নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল হেয়ারডেলের দিকে।

হেয়ারডেল তার সঙ্গে করমর্দন না করে উপেক্ষার সুরে বললেন, "মিঃ গ্যাসফোর্ড! আপনি তা হলে আবার ভোল পাল্টেছেন। আগে ছিলেন ক্যাথলিক, এখন হয়েছেন প্রোটেস্টান্ট। যাদের আপনি আগে ঘৃণা করতেন, এখন তাদেরই দলে যোগ দিয়েছেন?"

চেস্টার হেয়ারডেলের কথা শুনে এক টিপ নস্যি নিলেন। গ্যাসফোর্ড হাত কচলাতে কচলাতে মাথা নীচু করে বলল, "মিঃ হেয়ারডেল একজন অত্যন্ত সদাশয় এবং মহৎ প্রকৃতির লোক। এভাবে আমাকে অপমান করা তাঁর পক্ষে সঙ্গত নয়।"

হেয়ারডেল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "তাই নাকি?"

সার জন বললেন, "মিঃ হেয়ারডেল, ভগবানের দয়ায় আজ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখুন, স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তুম—"

হেয়ারডেল বললেন, "সেইজন্যে এখন ইংলণ্ডের সব প্রোটেস্টান্টদের একজোট পাকিয়ে আপনি তাদের মনে আমাদের সম্বন্ধে আক্রোশ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনারা চেষ্টা করছেন, ছেলেমেয়েরা যাতে এদেশে লেখাপড়া শিখতে অবধি না পারে! অথচ তারাই দলে দলে যুদ্ধে গিয়ে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছে। হাজার হাজার লোককে আপনারা শেখাচ্ছেন—আমরা মানুষ নই, পশু। আর এই গ্যাসফোর্ড লোকটা তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমাদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এ লোকটা এখনও সমাজের সঙ্গে মিশছে! রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে।"

সার জন বললেন, "আপনি আমার বন্ধুর ওপরে বড় নির্দয় দেখছি।"

গ্যাসফোর্ড বল্‌ল, "সার জন, ওঁকে বলতে দিন না। উনি বলাতে আমার কি আসে যায়? আপনি আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা বজায় রেখেছেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। মিঃ হেয়ারডেল একসময় ফৌজদারী আইনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, ওঁর সহানুভূতি আমার ওপর থাকুক বা না থাকুক, তাতে আমার ক্ষতি বা লাভ কিছুই নেই।"

সার জন বললেন, "আ-হা-হা! আপনারা ঝগড়া করছেন কেন? মিঃ হেয়ারডেল, আমি এঁদের দলের কেউ নই। তবে এঁদের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, এইমাত্র। যাক্ আপনি এখন মাথা ঠাণ্ডা করুন। এই নিন্ একটা চুরুট খান।"

হেয়ারডেল চুরুট নিলেন না। তিনি বললেন, "সত্যি সার জন, আপনি এই দলের মধ্যে আছেন ভাবাটাই আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল। আপনার মত লোকেরা সামনাসামনি কিছু করে না, নিজেদের নিরাপদে রেখে আড়ালে বসে ষড়যন্ত্র করে। বোকা লোকগুলোই শুধু সামনে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকি ঘাড়ে নেয়।"

গ্যাসফোর্ড তখন পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হেয়ারডেল তাই দেখে বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু যাওয়া তাঁর হল না। কারণ তিনি দেখতে পেলেন

লর্ড জর্জ গর্ডন একদল সাঙ্গোপাঙ্গে ঘেরাও হয়ে সেই দিকেই আসছেন। হেয়ারডেল এ রকম অবস্থায় সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত মনে করলেন না। কারণ তিনি যদি এখন চলে যান, তাহলে তাঁর শত্রুরা বলবে প্রোটেস্টাণ্ট নেতাকে দেখে তিনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন। সুতরাং হেয়ারডেল লর্ড গর্ডনের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে সেখানেই রইলেন।

লর্ড গর্ডন তখন সবেমাত্র পার্লামেণ্ট থেকে বেরিয়েছেন। পার্লামেণ্টে তখন তাঁরই আনা একটা বিলের আলোচনা হচ্ছিল—বিলটিকে লোকেদের কাছে বোঝাতে বোঝাতে তিনি এদিকে আসছিলেন। যেখানে চেস্টার, গ্যাসফোর্ড ও হেয়ারডেল দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানে এসে লর্ড গর্ডন ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর চারপাশে বহু লোক জমে গিয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করে লর্ড গর্ডন কয়েকটি কথা বললেন। কথাগুলিতে বাঁধুনী বিশেষ নেই, কিন্তু উত্তেজনার বিষ আছে যথেষ্ট। লর্ড গর্ডন তাঁর কথা শেষ করে জনতাকে জয়ধ্বনি দিতে বললেন। জনতা চীৎকার করে ধ্বনি দিয়ে উঠল। লর্ড গর্ডন তখন তাদের ধন্যবাদ দিয়ে এসে দাঁড়ালেন গ্যাসফোর্ডের পাশে।

হেয়ারডেলের দিকে লর্ড জর্জ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন দেখে সার চেস্টার বললেন, "লর্ড জর্জ, ইনি হচ্ছেন মিঃ হেয়ারডেল, দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্যাথলিক হলেও উনি আমাদের চেনা লোক। মিঃ হেয়ারডেল, ইনি লর্ড জর্জ গর্ডন।"

হেয়ারডেল বললেন, "ওঁর কথা থেকেই আমি ওঁর পরিচয় আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলাম। কারণ যে রকম ভাষায় উনি

লোকেদের তাতিয়ে তুলছিলেন আর কারো সে রকম করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। লর্ড গর্ডন, এরকম করবেন না, দোহাই।"

লর্ড গর্ডন উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা।"

হেয়ারডেল বললেন, "তবুও আমার যা বলা কর্তব্য তা আমি বলছি। শিষ্টতা, সৌজন্য ও মানবতার অনুরোধেই আমি বলছি, আপনি যা বলেছেন, তা বলা অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে।"

লর্ড গর্ডন বললেন, "আপনার কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। যারা পুতুল পূজো করে তাদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। গ্যাসফোর্ড, তুমি ওঁকে ঠাট্টা কোরো না।"

হেয়ারডেল বললেন, "উনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন। ওঁকে চেনেন আপনি?"

লর্ড গর্ডন তাঁর সেক্রেটারীর কাঁধে হাত রেখে একটু মৃদু হাসলেন। তাই দেখে হেয়ারডেল বললেন, "এ লোকটা ছেলেবেলায় চোর ছিল। চিরদিন ওর পেশা ভণ্ডামি। যে ওর উপকার করে, তারই পায়ে ও ছোবল মারে। ক্ষিদের জ্বালায় ও একদিন আমাদের গির্জেয় ভিক্ষে করে বেড়িয়েছে। তারপর এখন আপনাদের সঙ্গে ভিড়ে প্রোটেস্টান্ট সমাজের পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। একে আপনি এখনও চিনতে পারেননি।"

সার চেস্টার বললেন, "আমাদের বন্ধুর উপর আপনি বড়ই নির্দয়।"

গ্যাসফোর্ড বলল, "আঃ! সার চেস্টার! ওঁর কথার

প্রতিবাদ করবেন না। যা ওঁর মন চায় বলতে দিন। উনি এইমাত্র আমাদের লর্ডের নামে যা তা বললেন। আমার নামে তো বলবেনই।"

হেয়ারডেল লর্ড গর্ডনকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমাদের আপনারা সব রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার পথও আপনারা বন্ধ করতে চান। কিন্তু এই রকম লোক আপনাদের দলের পাণ্ডাগিরি করে? ধিক্!"

এই কথা বলে হেয়ারডেল সোজা নদীর তীরে চলে গিয়ে নৌকোর মাঝিকে ডাকলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন সে রাত্রে বারনেবিদের পুরোনো বাড়ীতে না গিয়ে তাঁর ভক্স্‌-হলের বাসায় ফিরে যাবেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে জনতার মধ্যে রটে গিয়েছিল যে, হেয়ারডেল পোপের দলের লোক। তাঁকে নৌকোর কাছে যেতে দেখে তারা চীৎকার করে উঠল। দু' এক জন বলে উঠল, "পোপের লোককে মেরে ফেল!" একজন বলল, "ওকে পাথর ছুঁড়ে মার।" হেয়ারডেল ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাদের দিকে একবার অবজ্ঞার সঙ্গে চেয়ে দেখলেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। কিন্তু নৌকোর উপর তিনি উঠতে যাবেন, এমন সময় তাঁর কপালে একটা পাথর এসে লাগল। ভীড়ের মধ্যে থেকে পাথর ছুঁড়েছিল মেপোলের হিউ।

কে যে পাথর ছুঁড়েছিল, হেয়ারডেল তা দেখতে পান নি। তাঁর আঘাতের জায়গা থেকে রক্ত ঝরছিল দরদর করে। কিন্তু

তিনি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে ওপরে উঠে এসে বললেন, "কে মেরেছে দেখিয়ে দাও।"

কেউ কোন কথা বলল না।

"দেখাও, কে এই কাজ করেছে।" বলে হেয়ারডেল গ্যাসফোর্ডের দিকে ফিরে বললেন, "কুকুর, এ কাজ তোমারই। নিজের হাতে না করলেও তুমিই হুকুম দিয়েছ।" এই বলে তিনি গ্যাসফোর্ডকে এক ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। তাই দেখে দু'চারজন লোক তাঁকে তেড়ে গেল। কিন্তু হেয়ারডেল তলোয়ার খুলতেই তারা পিছু হটে গেল।

হেয়ারডেল চেঁচিয়ে বললেন, "লর্ড জর্জ, সার জন, আপনারাই এ জন্যে দায়ী। যদি ভদ্রলোক হন, খুলুন তলোয়ার।" বলে তিনি রাগে অন্ধ হয়ে তলোয়ারের উল্টো পিঠ দিয়ে সার জনের বুকে আঘাত করলেন।

সার জনের মুখের ভাব বদলে গেল। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হেয়ারডেল, ধৈর্য হারাবেন না, কে বন্ধু আর কে শত্রু আপনি বুঝতে পারছেন না।"

"আমি সবাইকে চিনি। সার জন, লর্ড জর্জ, আমার কথা শুনছেন? আপনারা কি কাপুরুষ?"

এমন সময় জন গ্রুবি নামে একটি লোক এগিয়ে এল সেদিকে। এই জন গ্রুবি লর্ড গর্ডনেরই চাকর। কিন্তু সে যেমনই সৎ, তেম্‌নি স্পষ্টভাষী। যে কাজকে সে অন্যায় বলে মনে করত, তা তার প্রভুর প্রিয় হলেও প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হত না।

গ্রুবি হেয়ারডেলকে বলল, "কাজ কি মশায় ওদের কথায়? এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে আপনি একা দাঁড়িয়ে কি করবেন? রক্তপাত হয়ে আপনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। যান, এখুনি চলে যান। নইলে আরো লোক আসছে, তারা আপনাকে পিষে ফেলবে।" এই বলে জন গ্রুবি হেয়ারডেলকে একরকম ঠেলে নিয়ে গিয়েই তুলে দিল নৌকোয়।

লোকগুলো হেয়ারডেলের নৌকো লক্ষ্য করেও কয়েকটি ঢিল মারল, কিন্তু নৌকো স্রোতে ভেসে যাওয়ায় সে ঢিল তাঁর গায়ে লাগল না। জনতা কিন্তু শান্ত হল না। তারা দু'-একজন গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় ঘা মারল, দু'-একটি আলোকস্তম্ভ ভেঙে ফেলল, দু'-একজন কনেস্টেবলকে ধরে মারল। এমন সময় খবর এল, একদল সৈন্য আসছে। অমনি সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, যে যেদিকে পারল পালাল।

গ্যাসফোর্ড গায়ের ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে ডেনিসের বাড়ীর দিকে গেল। সেখানে তখন ডেনিস আর হিউ বসে বসে গল্প করছিল। গ্যাসফোর্ড হেয়ারডেলের উপর রাগে ফেটে পড়ছিল, প্রতিহিংসার নেশা তাকে তুলেছিল পাগল করে। ডেনিসকে সে বলল, "ডেনিস, আমাদের লর্ডের ইচ্ছে, এই হেয়ারডেলকে আগে শাস্তি দেওয়া হোক্। তোমরা দু'জনে তাঁর কামনা সার্থক করে তোলো। এক ফোঁটা দয়াও যেন তাকে দেখানো না হয়।"

হিউ তখন বলল, "আপনি ভাববেন না কর্তা। সে ঠিক হয়ে যাবে।" একথা শুনে গ্যাসফোর্ড খুশী হয়ে তাদের সঙ্গে

বসে গল্প করতে লাগল। হিউই হেয়ারডেলকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল শুনে গ্যাসফোর্ড হিউ-এর উপর খুব সন্তুষ্ট হল। এই তিনজন লোক চাইছিল, অবিলম্বে বাধুক একটা দাঙ্গা। আজ তার একটা ছোটখাট মহড়া হয়ে যাওয়াতে তারা সকলেই হয়েছিল খুব খুশী। গল্প গুজব করে বিদায় নেবার সময় গ্যাসফোর্ড বলল, "আমার নিজের হেয়ারডেলের ওপর কোন রাগ নেই। কিন্তু আমাদের লর্ড যখন তাকে শাস্তি দিতে বলেছেন, তখন তাঁর হুকুম তামিল করতেই হবে।"

চৌদ্দ

অনেকদিন আমরা বারনেবি আর তার মার কোন খোঁজ পাইনি। তারা এই পাঁচ বছর লণ্ডন থেকে অনেক দূরে ছোট একটি গ্রামে ছদ্মনামে বাস করছিল। বারনেবির মা খেটে খুটে সামান্য যা দু'পয়সা রোজগার করতেন, তাতেই কষ্টে-সৃষ্টে তাঁদের দিন চলে যেত। বারনেবি গ্রিপ আর দু' একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াত। এখানে তাদের আরামের অভাব ছিল বটে, কিন্তু দিন কেটে যাচ্ছিল শান্তিতেই। কিন্তু এই শান্তি তাদের বরাতে বেশী দিন সইল না।

একদিন সূর্যাস্তের সময় বারনেবি আর তার মা দাওয়ায়

বসে বসে গল্প করছিলেন। বারনেবি তার মাকে বলছিল, "আচ্ছা মা, আকাশে ওই যে অত সোনা, ওর কিছু কি আমরা পেতে পারি না? তাহলে বেশ হত, আমরা কেমন বড়লোক হতুম।"

মা বললেন, "ছি বাবা। সোনার লোভ কোরোনা। সোনা যত দুঃখের মূল। সোনা থেকে সব সময় দূরে থেকো।"

এমন সময় একটি লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল। বারনেবি আর তার মা দেখলেন লোকটি অন্ধ।

অন্ধ বলল, "তোমাদের কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আমি অনেক দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। বড় তেষ্টা পেয়েছে। আমায় একটু জল খাওয়াবে কি?"

অন্ধকে দেখে বারনেবির খুব কৌতূহল হল। সে তাকে অনেক রকম প্রশ্ন করে, তার চোখের উপর হাত টাত বুলিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মিসেস রাজ তাকে জল এনে দিলেন। সে খুব অল্প জল খেল, তা দেখে তার বিশেষ তেষ্টা পেয়েছিল বলে মনে হল না। জল খেয়ে অন্ধ বারনেবিকে বলল, "বাবা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। আমি তো কিছু দেখতে পাই না। আমি পয়সা দিচ্ছি, এই পয়সা দিয়ে আমার জন্যে রুটি কিনে আনতে পার? তাহলে আমায় না খেয়ে থাকতে হবে না।"

বারনেবি রুটি আনতে গেলে অন্ধ মিসেস রাজকে বলল, "মা, আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে, আপনার ছেলে থাকলে কথাবার্তার অসুবিধা হবে, তাই তাকে সরিয়ে

দিলাম। আমার নাম স্ট্যাগ। আমি একজনের কাছ থেকে আসছি, তাকে আপনি চেনেন। তার নাম—"

অন্ধ যে নাম বলল তা শুনে মিসেস রাজ শিউরে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমার কাছে আপনারা কি চান?"

অন্ধ বলল, "চাই কিছু টাকা। আমরা বড় গরীব। না খেয়ে মরতে বসেছি। সুতরাং কিছু টাকা আমাদের দিতেই হবে। এ আমাদের চাই-ই!"

মিসেস রাজ বললেন, "কিন্তু আমার তো কিছু-ই নেই।"

অন্ধ বলল, "আপনাকে যিনি টাকা দিতেন তাঁকে একটা চিঠি লিখুন না, লিখলেই তো পেয়ে যাবেন। এখন অন্ততঃ কুড়ি পাউণ্ড আমাদের দিতেই হবে।"

মিসেস রাজ কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

অন্ধ বললে, "আমার তাড়াতাড়ি নেই। আপনাকে আমি কুড়ি মিনিট ভাববার সময় দিলুম।"

এমন সময় বারনেবি রুটি নিয়ে ফিরে এল। অন্ধ রুটি খাবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালে না, বারনেবিকে কাছে ডেকে বললে, "এসো, আমার কাছে বসো।"

বারনেবি অন্ধের কাছে বসে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনি বলতে পারেন কি করে সোনা পাওয়া যায়?"

অন্ধ খুব খুশী হয়ে বললে, "নিশ্চয়ই বলতে পারি। আমি বলতে না পারলে আর বলবে কে? বাবা, ফাঁকা জায়গায় সোনা নেই। লোকের ভিড়ের মধ্যেই রয়েছে

যত সোনা'। এইজন্যে সেখানেই তোমার মত ভালো জোয়ান ছেলেরা কাজ করে। যাবে তুমি সেখানে?"

বারনেবি হাততালি দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই যাব। মা, তুমি আর আমাকে বারণ কোরো না। কেন তুমি বল, পায়ের তলায় সোনা পড়ে থাকলেও তার দিকে তাকাতে নেই? মা, এবার আমি যাব, সোনা কুড়িয়ে নিয়ে আসব।

মিসেস রাজ ভেতর থেকে এসে অন্ধকে বললেন, "আপনি একবার এদিকে আস্থন।"

অন্ধকে একপাশে ডেকে এনে তার হাতে ছটা গিনি দিয়ে তিনি বললেন, "এখন এই ছটা গিনি আপনাকে দিচ্ছি। এ'ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। ছেলের অসুখবিস্থখের জন্যে না খেয়ে তিল তিল করে আমি এই টাকা জমিয়ে-ছিলুম। বাকী টাকা আনাতে দেরী লাগবে। এক হপ্তা বাদে এই গলির মোড়ে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন বাকী টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে দেব।"

যাবার সময় অন্ধ বলে গেল, "সে আর একটা কথা বলে পাঠিয়েছে। আপনার ছেলের ভার সে নিতে রাজী আছে। তাকে সে মানুষ করে দেবে। ছেলেটা ভাল, তাকে দিয়ে অনেক টাকা রোজগার হতে পারে। এ কথাটা একবার ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

অন্ধ চলে গেলে বারনেবির মা ভেবে দেখলেন এখন নিজেদের বিশেষ করে বেচারী বারনেবিকে শনির দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় এখান থেকে যতশীঘ্র সম্ভব পালানো।

লণ্ডন সহরে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলে তাঁদের খুঁজে বের করা শক্ত হবে। এইজন্য তিনি মনে মনে স্থির করে ফেললেন, পরদিন সকালেই রওনা হবেন লণ্ডনের দিকে।

ভোর হতে না হতেই মা-ছেলেতে বেরিয়ে পড়লেন পথে। বারনেবির চিরদিনের সাথী গ্রিপও সঙ্গে সঙ্গেই চলল। বারনেবির মা একখানি মাত্র গিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন, তাই থেকে সামান্য কিছু খরচ করে পথ চলছিলেন। রাস্তা চলতে চলতে বারনেবি খালি জিজ্ঞেস করছিল, কোথায় পাওয়া যাবে সোনা। মা তার কথা শুনে তাকে বললেন, "ছি বাবা, তোমার এতো সোনার জন্যে লোভ হচ্ছে কেন? আগে তো তুমি বড়লোক হতে চাইতে না।" গ্রিপের সুন্দর কথা শুনে পথের দু চারজন লোক চাইল তাকে কিনতে। কিন্তু বারনেবির মা গ্রিপকে বিক্রী করতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

১৭৮০ সালের ২রা জুন তাঁরা পৌঁছোলেন লণ্ডন সহরে। পৌঁছে দেখলেন, রাস্তা দিয়ে চলছে বিশাল এক জনতা। প্রত্যেক লোকেরই টুপীতে নীল রং-এর একটি করে ফিতে বাঁধা। এরা সবাই লর্ড জর্জ গর্ডনের দলের লোক। আজ লর্ড জর্জ গর্ডন পার্লামেণ্টে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করবেন, তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ধ্বনি দেবার জন্য এরা যাচ্ছে পার্লামেণ্টের দরজার সামনে জমায়েত হতে। লর্ড গর্ডন বলেছিলেন, অন্ততঃ চল্লিশ হাজার খাঁটি প্রটেস্টাণ্ট পার্লামেণ্টের দরজায় হাজির না হলে তিনি তাঁর দরখাস্ত

পেশ করবেন না। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে এই বিপুল জনতা।

মিসেস রাজ রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে এই সমস্ত কথা জেনে নিলেন। তিনি বুঝলেন, এই বিরাট জনতার থেকে দূরে থাকাই ভাল। ছেলেকে নিয়ে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াল একখানা ভাড়াটে গাড়ী। গাড়ীর থেকে একজন লোক মুখ বার করে বারনেবিকে ডাকল। "এই ছোকরা! শোন।"

বারনেবি তার কাছে যেতে লোকটা তার হাতে একটা নীল ফিতে দিয়ে বলল, "এটা পরবে?"

বারনেবির মা আপত্তি করলেন; কিন্তু বারনেবি বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পরব।" বলে ফিতেটা একরকম লোকটার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই সে টুপীতে পরল।

সেই লোকটা বারনেবির মাকে ধমক দিয়ে বারনেবিকে বলল, "আর দেরী করোনা। সোজা সেণ্ট জর্জের মাঠে চলে যাও।"

বারনেবির মা ছেলেকে সেণ্ট জর্জের মাঠে যেতে দিতেন না; কিন্তু এই সময় দু'জন ভদ্রলোক সেখানে এসে পড়ে তাঁর বারনেবিকে তাঁর কাছ থেকে একরকম জোর করে কেড়ে নিয়ে গেলেন। এঁরা আর কেউ নন, স্বয়ং লর্ড জর্জ গর্ডন এবং তাঁর সেক্রেটারী গ্যাসফোর্ড।

লর্ড জর্জ বারনেবিকে বললেন, "এই, তুমি দেরী করছ কেন? তাড়াতাড়ি চল।"

বারনেবির মা কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "মশায়, ওকে ছেড়ে দিন। আমরা এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। আমরা পল্লীগ্রাম থেকে এসে এইমাত্র এখানে পৌঁছেছি।"

লর্ড জর্জ সেক্রেটারীকে বললেন, "গ্যাসফোর্ড, ব্যাপারটা তাহলে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। বড় আনন্দের বিষয়। ভগবানকে ধন্যবাদ।"

মিসেস রাজ বললেন, "আমার কথার মানে আপনারা বুঝতে পারলেন না। যাহোক্, আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন। ও আমার নয়নের মণি, প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ওকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবেন না, আপনাদের দোহাই।"

গ্যাসফোর্ড বলল, "এ তুমি কি বলছ বাছা? লর্ড গর্ডনের সঙ্গে গেলে তোমার ছেলে বিপদে পড়বে? কেন তিনি কি সিংহ, মানুষ খাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

বারনেবির মা কাতর স্বরে বললেন, "না না আমি তা বলছি না। কিন্তু আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন। ও পাগল, ওর কোন বুদ্ধি নেই। ওকে নিয়ে যাবেন না।"

লর্ড জর্জ বললেন, "তুমি কি বলতে চাও, যারা আদর্শের জন্যে লড়াই করছে, তারা পাগল? নিজের ছেলের সম্বন্ধে এ তুমি কি যা তা বলছ?"

গ্যাসফোর্ড বলল, "ছি! ছি!"

লর্ড জর্জ বললেন, "ওকে দেখে তো মনে হয় না ওর মাথা খারাপ। আর হলেই বা কি করা যাবে? আজ সবাইকেই যেতে হবে।"

মিসেস রাজের কথা অগ্রাহ্য করে তাঁরা বারনেবিকে নিয়ে চলে গেলেন। মিসেস রাজও অগত্যা ভাবনায় দিশেহারা হয়ে ছেলের পিছু পিছু ছুটলেন। বারনেবি কিন্তু মহাখুশী, সে ভীড়ের মধ্যেই যেতে চায়। তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল অন্ধের সেই কথাটা, "লোকের ভীড়ের মধ্যেই রয়েছে যত সোনা।"

সেণ্ট জর্জ ময়দানে এক বিশাল জনতা জমায়েত হয়েছিল। তার মধ্যে একদল লোক করছিল ফৌজী কুচকাওয়াজ, আর একদল লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্তোত্র আবৃত্তি করছিল। সত্যিই দেখবার মত দৃশ্য।

বারনেবি এই দৃশ্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। এমন সময় তাকে দেখতে পেয়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল একটি লোক। তার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "এই যে বারনেবি। এতদিন কোথায় ছিলে?"

বারনেবি মুখ ফিরিয়ে দেখে, হিউ। লণ্ডনে থাকবার সময় সে মেপোলে প্রায়ই যাতায়াত করত, হিউ-এর সঙ্গে তার ছিল গলায় গলায় ভাব। হিউ-এর একটি কুকুর ছিল, তাকে সে খুব ভালবাসত। হিউকে দেখেই বারনেবি চিনতে পারল, তার মুখ খুশীতে ভরে গেল।

হিউ বারনেবিকে বলল, "আরে, তুমিও নীল ফিতে পরেছ! হা হা হা!"

লর্ড জর্জ গর্ডন হিউকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই ছোকরাকে চেন নাকি?"

হিউ বলল, "খুব চিনি। ওর মত কাজের ছেলে আর নেই। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই ও থাকবে। সবচেয়ে বড় পতাকা ও বয়ে নিয়ে যাবে। এস বারনেবি।"

বারনেবির মা এগিয়ে এসে বললেন, "না না ও যাবে না। ভগবানের দোহাই।"

হিউ রেগে বলল, "একি! যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েছেলে কেন? একজন মেয়েছেলে এসে আমাদের সৈনিককে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। না না। এসব চলবে না।"

এই বলে মিসেস রাজকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে হিউ বারনেবিকে নিয়ে চলে গেল। বেচারী মা আর একবার বাধা দিতে গিয়ে ভীড়ের ঠেলা খেয়ে একদিকে ছিটকে পড়লেন। বারনেবি ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিশে গেল, তিনি আর তাকে দেখতে পেলেন না।

পনেরো

বারনেবি হাবা হলেও তার উৎসাহ ছিল দেখবার মত জিনিস। কোনও কাজে তার কল্পনাকে যদি কেউ একবার মাতিয়ে তুলতে পারত, তাহলে সে তার সমস্ত উৎসাহ নিয়ে লেগে পড়ত সেই কাজে। তখন সে হয়ে উঠত একজন নিপুণ কর্মী। হিউ তাকে ভালভাবে জানত বলেই দলের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। দলের সবচেয়ে বড় পতাকাটা তাই সে তুলে দিয়েছিল বারনেবিরই হাতে।

সেণ্ট জর্জ ময়দানে জমায়েত জনতা মিছিল করে যখন ওয়েস্টমিনিস্টারে এসে পৌঁছল, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। তারা এসেই চীৎকার করে লাগল নানারকম ধ্বনি দিতে, তাদের মধ্যে একটি হল—'পার্লামেণ্টের লবী দখল কর।

ধ্বনি দিয়ে জনতা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে গেল লবী দখল করতে। পার্লামেণ্টে আগে থাকতে এত লোককে ঠেকাবার বন্দোবস্ত ছিল না বলে লোকগুলো সহজেই সামনের চত্বরটুকু অধিকার করে ফেলল। জয়ের আনন্দে উন্মত্ত হয়ে তারা উচ্ছৃঙ্খলতার চরম করে তুলল—পার্লামেণ্টের সদস্যদের আটক করে, তাঁদের গাড়ী ভেঙে ফেলে, গাড়োয়ান ও সহিসদের মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা উপভোগ করতে লাগল পৈশাচিক আনন্দ। শুধু তাই নয়, পার্লামেণ্টের সদস্যদের তারা মারধোরও করতে লাগল—কিল, চড়, লাথি, ঘুসী কিছুই বাকী রাখল-না। পার্লামেণ্টের মধ্যেও ঢুকে গিয়ে তারা সদস্যদের আক্রমণ করতে লাগল। তাদের জুলুমের ফলে অনেক সদস্যের জামাকাপড় ছিঁড়ে কাদা মাখামাখি হয়ে ধারণ করল অত্যন্ত শোচনীয় আকার।

লর্ড গর্ডন তখন সবেমাত্র কমন্স সভায় তাঁর আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধুগণ, আমাদের শক্ত হতে হবে। ওরা বলছে আজ আমাদের দরখাস্ত বিবেচনা করবে না, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ওরা এ ব্যাপারটা মুলতুবী রাখতে চায়; কিন্তু

আমরা চাই আজই আমাদের দরখাস্ত বিবেচনা করা হোক্। আমরা রাজাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি নিশ্চয়ই আজই আমাদের আবেদন বিবেচনা করার হুকুম দেবেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। আমাদের জয় হবেই।"

জনতা চীৎকার করে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। তারা উৎসাহিত হয়ে পার্লামেন্টের সভার ভিতরে প্রবেশ করতে গেল—কিন্তু পার্লামেন্টের দুজন সদস্য এসে তাঁদের বাধা দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম জেনারেল কন্ওয়ে, অপর জনের নাম কর্নেল গর্ডন, ইনি লর্ড গর্ডনের আত্মীয়। তাঁরা চীৎকার করে বললেন, "পার্লামেন্টে ঢোকবার রাস্তা অত্যন্ত সরু—অনেক লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেই রাস্তা পাহারা দিচ্ছে—পার্লামেন্টের প্রত্যেক সভ্য সশস্ত্র হয়ে আছেন। সুতরাং জোর করে পার্লামেন্টে ঢুকতে গেলে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে, প্রথমেই লর্ড গর্ডন আহত হবেন।" এই বলে তাঁরা লর্ড গর্ডনকে সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্ট সভার মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতে জনতা একটু মুষড়ে পড়ল; কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই হিউ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কি? হুম্কী দিয়ে আমাদের আটকে রাখবে? আমরা কোন বাধা মানব না। ফিরে আমরা যাব না। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব।"

কিন্তু ঠিক এই সময় এসে পড়ল একদল সেপাই। তখন অনেকেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল; কিন্তু একদল লোক পালাল

না। একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে এসে তাদের চলে যেতে বললেন; কিন্তু তবু তারা সে জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়ল না। এই দলের নেতৃত্ব করছিল হিউ। আর তার পাশে অচল অটলভাবে পতাকা উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়েছিল বারনেবি। তার মনে ইতিমধ্যে গভীর বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, লর্ড গর্ডনই সত্যিকার নেতা, তাঁর পতাকা রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

জনতা ছত্রভঙ্গ হল না দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সেপাইদের কর্তব্য-পালন করতে হুকুম দিলেন। তখন ঘোড়সওয়ার ফৌজ জনতাকে তাড়া করল। অবশ্য কেউ যাতে আহত না হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি ছিল। জনতার মধ্যে থেকে অনেকে তখন সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সেপাইদের কেউ কেউ তাতে আঘাত পেল। তারা তখন দু'একজন লোককে বন্দী করল। করে এগিয়ে গেল হিউ ও বারনেবির দিকে। তাদের মধ্যে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, এই দুজনই দলের সর্দার।

বারনেবি স্থিরভাবে পতাকা হাতে দাঁড়িয়েছিল। একজন ঘোড়সওয়ার বারনেবির দিকে ছুটে আসছে দেখে হিউ বারনেবির কানে কানে কিছু বলল। তখন বারনেবির পতাকা নড়ে উঠল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল সেই ঘোড়সওয়ার সেপাই পড়ে গেছে মাটিতে।

এইবার বারনেবি ও হিউ পালাতে লাগল। তাদের দেখাদেখি দলের আর সবাই পালাল। দলের কেউ কেউ সৈন্যদের হাতে ধরাও পড়ল; কিন্তু হিউ ও বারনেবি নিরাপদেই নিজেদের আড্ডায় গিয়ে পৌঁছোল।

আড্ডায় পৌঁছে তাদের দেখা হল ডেনিস ও ট্যাপারটিটের সঙ্গে। ডেনিস বললে, "ইস্ আজকে একটা মস্ত বড় সুযোগ ফস্কে গেল। আর একটু সাহস করে লড়াই চালালে আজই আমরা কেল্লা ফতে করতে পারতাম রে!"

কিন্তু আসল আঘাতটা পেতে তাদের তখনও বাকী ছিল। সেটা দিলেন মিঃ গ্যাসফোর্ড রাত আটটার সময়। তিনি তাদের যে খবরটি দিলেন, তা শুনে তাদের বুক একেবারে ভেঙে গেল। গ্যাসফোর্ড জানালেন, পার্লামেণ্টে তাঁদের হার হয়েছে। লর্ড গর্ডনের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৯২ জন, আর স্ব পক্ষে ভোট দিয়েছেন মাত্র ছজন।

খবরটা বলে গ্যাসফোর্ড মনের দুঃখে তাঁর টুপীর ফিতে কেটে ফেললেন। তিনি আর একটা খবর দিলেন পরদিন নাকি পাঁচশো পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে বারনেবির নামে বেরোবে হুলিয়া। তার অপরাধ সে নাকি একজন ঘোড়সওয়ার সৈনিককে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। হিউ জোর করে পার্লা-মেণ্টের দরজা ভাঙতে গিয়েছিল বলে তারও নামেও নাকি হুলিয়া বেরোবে।

এই সব খবর শুনে ডেনিস, হিউ ও বারনেবি প্রথমটা খুব দমে গেল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হিউ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, "চলে এস ডেনিস, বারনেবি।"

তারা তিনজন গিয়ে দাঁড়াল রাস্তায়। সেখানে তখন ভীড়ে ভীড়। নানাজনে নানারকম গুজব রটাচ্ছে, কেউ বলছে দাঙ্গা শেষ হয়েছে, কেউ বলছে অন্য জায়গায় দাঙ্গা চলছে,

কেউ বলছে লর্ড গর্ডনকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, কেউ বলছে রাজাকে খুন করবার চেষ্টা হয়েছিল—এই রকম কত গুজব। হিউ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে সঞ্চার করে দিল ভীষণ এক উত্তেজনা। ফলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল বিশাল এক জনতা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে যেখানে সেখানে ইচ্ছেমত লুঠপাট করে বেড়াচ্ছে, সামনে কোন ক্যাথলিক গির্জা দেখলে তক্ষনই তা ভেঙে একেবারে ধ্বংস করে ফেলছে, তারা সকলেই যেন গেছে একেবারে উন্মাদ হয়ে। মেয়েছেলেরা তাদের দেখে ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

গ্যাসফোর্ড আড়াল থেকে সমস্তই দেখছিলেন। এই দলের সর্দার যে ডেনিস আর হিউ, তাও তিনি লক্ষ্য করলেন। দলটি চলে গেলে গ্যাসফোর্ড আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক্, এতদিনে খানিকটা কাজের মত কাজ আরম্ভ হয়েছে।"

ষোল

গ্যাসফোর্ডের "কাজের মত কাজ" ভালভাবে আরম্ভ হল তার পরের দিন থেকে। মহানগরীর প্রকাশ্য রাজপথে দেখা দিল অরাজক বিশৃঙ্খলার নগ্ন বীভৎস রূপ। যে সব ঘটনা ঘটতে লাগল, তা দেখে মনে হল শহরের মানুষগুলি গেছে মরে, তাদের স্থান অধিকার করেছে কতকগুলি ক্লেদাক্ত হিংস্র সরীসৃপ। উন্মুক্ত রাস্তায় দিনের বেলায় চলতে লাগল

বেপরোয়া লুঠতরাজ। অশিক্ষিত জনতার মধ্যেও দুর্বৃত্তেরা সংক্রামিত করে দিয়েছিল তাদের হিংস্র পাশবিক প্রবৃত্তি—তাই তাদের মধ্যেও অনেকে নীতি, শৃঙ্খলা ও সংযম বিসর্জন দিয়ে এদের সঙ্গে মিলে মিশে করতে লাগল নৃশংসতার চূড়ান্ত। দয়া ধর্ম মানবতাবোধ বলে কিছুই যেন আর রইল না।

প্রথম রাত্রিতে সাফল্য লাভ করে দুর্বৃত্তদের স্পর্ধা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাই তারা প্রকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে সকলের সামনে চীৎকার করে জনসাধারণকে আহ্বান করতে লাগল তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। যাদের মধ্যে আদিম বর্বর প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে পৈশাচিক নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই সব পথভ্রষ্ট লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলে দলে হাত মেলাল তাদের সঙ্গে।

এমনিতেই উচ্ছৃঙ্খল বর্বর কাজে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে মনে একটা মাদকতা জাগে, আবার করতে লোভ লাগে, তারপর আবার এর মধ্যে আর একটা বড় প্রলোভন ছিল—সেটা এই—যে যে লুঠের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিল, সেই সেই পাচ্ছিল লুঠের ভাগ। লুঠের ভাগ পাবার লোভে অনেকে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দিল। লুঠ করার স্বাদ পেয়ে অনেক লোকে তাদের কাজকর্ম অবধি ছেড়ে দিল। মনিবের সামনেই তারা নিঃসঙ্কোচে লুঠতরাজ করে বেড়াতে লাগল।

উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ পৌঁছোলো চরম পর্যায়ে। অধিকাংশ লোকেরই মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, সরকার তাদের সঙ্গে

আপোষ করতে বাধ্য, সরকারকে তারা অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেছে। অনেকে আবার ভাবল, দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যা যখন এত বেশী, তখন সরকার এত লোককে শাস্তি দিতে কখনই সাহস করবেন না।

শহরের রোমান ক্যাথলিকদের বাড়ীঘর সমস্তই হল লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, ভস্মীভূত; উন্মত্ত আক্রমণকারীরা সামনে যাকে পেল, তারই প্রাণ বধ করতে লাগল। শুধু রোমান ক্যাথলিক নয়, যে সমস্ত প্রোটেস্টাণ্ট নাগরিক দাঙ্গার বিরোধিতা করলেন, দাঙ্গাকারীরা তাঁদের বাড়ীও নির্দয়ভাবে লুঠ করতে লাগল। তাদের ভয়ে ভীত হয়ে প্রোটেস্টাণ্ট নাগরিকেরা নিজেদের বাড়ীর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে রাখলেন—"আমরা পোপকে চাই না।" কেউ কেউ আবার লর্ড গর্ডনের স্বাক্ষরিত নির্দেশ-নামা সংগ্রহ করে এঁটে রাখলেন বাড়ীর দরজায়; তাতে লেখা ছিল, "এই বাড়ীর মালিক একজন নিষ্ঠাবান প্রোটেস্টাণ্ট এবং আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এঁর সম্পত্তির যেন কোন ক্ষতি না করা হয়।

সরকার এক ইস্তাহার জারী করে ঘোষণা করলেন—দাঙ্গাহাঙ্গামার সর্দারদের যারা ধরিয়ে দিতে পারবে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কারা যে দাঙ্গার নেতা, তা বহু লোকেই জানতে পেরেছিল, কিন্তু কেউই তাদের ধরিয়ে দিল না, কতক সাহসের অভাবে—কতক তাদের ওপর সহানুভূতিতে।

গ্যাসফোর্ড তাঁর দলের লোকেদের কীর্তিকলাপ দেখে

অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি একদিন বিকেল তিনটের সময় হিউ-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, "হিউ, অনেক কাজ তোমরা করেছ, কিন্তু একটা বড় কাজ এখনও বাকী আছে। সেই লোকটাকে শাস্তি দিতে হবে, মনে নেই? দেখো, তাকে যেন একফোঁটাও দয়া না দেখানো হয়।"

হিউ বুঝতে পারল গ্যাসফোর্ড হেয়ারডেলের কথা বলছেন। সে উত্তেজিতভাবে বলল, "তার কথা আবার মনে নেই? কর্তা, আপনি ভাববেন না, আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।"

এই বলে হিউ বারনেবিকে ডেকে বলল, "বারনেবি! এখন আমরা বেরোব। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজা পাহারা দেবে বুঝলে?"

তখন গ্যাসফোর্ড গেলেন লর্ড গর্ডনের বাড়ীতে। সেখানে একটা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, লোকেরা সব নানা দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় লুঠপাট করতে। একটা দল গেল চেলমিতে, একটা দল ওয়াকিং-এ, একটা দল পূর্ব স্মিথ-এ। এদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক-দের গির্জা ধ্বংস করা। প্রত্যেক দলই যাবার আগে লর্ড গর্ডনের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে গেল। দিনের আলোয় সকলের সামনে রাস্তার ওপর তারা চীৎকার করে নিজেদের জঘন্য সঙ্কল্প জানাতে জানাতে পথ চলতে লাগল—কেউই তাদের বাধা দিল না। গাড়ী-ঘোড়া তাদের পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

গ্যাসফোর্ড দেখলেন একটা চতুর্থ দল আর একদিকে

গেল। কোথায় তারা যাচ্ছে, তা তারা বলে গেল না। এই দলে ছিল ট্যাপারটিট, ডেনিস এবং হিউ। এই সময় সার জন চেস্টারও সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হিউ তাঁকে অভিবাদন করে চলে গেল, এও গ্যাসফোর্ড লক্ষ্য করলেন। তখন গ্যাসফোর্ড বুঝতে পারলেন, এই লোকগুলি চলেছে হেয়ারডেলের বাড়ীর দিকে। বহুদিনের আশা এবার পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে গ্যাসফোর্ড আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন।

হেয়ারডেলের বাড়ীতে যাবার ঠিক আগে হানাদাররা চড়াও হল মেপোল সরাইয়ে। সেখানে তখন জন উইলেট একাই ছিলেন। সেইদিনই সকালে তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে বসে এই বিষয় নিয়ে গল্প করেছেন। দাঙ্গাহাঙ্গার কথা কাণে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁর এসব কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। এতখানি কি কখনও সম্ভব হতে পারে? নিশ্চয় সবাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে। হয়েছে হয়তো সামান্য একটু গোলমাল, তাই নিয়ে এরা তিলকে তাল করছে।

বন্ধুরা চলে যাবার পর জন উইলেট ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সবেমাত্র জেগে উঠেছেন, এমন সময় মূর্তিমান যমদূতের মত এসে পড়ল হানাদারদের দল।

তাদের দেখে উইলেটের চাকর এবং ঝি চীৎকার করে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ওপরতলার একটা চোরাকুঠরীতে। উইলেটের মাথায় কিন্তু তখনও কিছু ঢোকেনি। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থ' হয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। উন্মত্ত জনতা এসে যখন তাঁর ঘাড়ের ওপর পড়ল, তখনও তিনি

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে হিউ এগিয়ে এসে বলল, "এই, ওকে কেউ কিছু বলো না।"

উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত জনতা তাঁর বাড়ীঘর, দরজাজানালা, আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ করল, সমস্ত মদের পিপে খুলে ইচ্ছেমত মদ খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে একশেষ করে তুলল। হিউ তাদের সর্দারী করছিল, কিন্তু সে তার পুরোনো মনিবের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দিল না। লুঠপাটের পর দেখা গেল, সমস্ত সরাইটা জুড়ে বিরাজ করছে এক বীভৎস নারকীয় দৃশ্য। জন উইলেট একটি কথাও বলতে পারলেন না, দুচোখ মেলে নিজের সম্পত্তির ধ্বংসকাণ্ড দেখলেন বসে বসে। নিজেদের কাজ শেষ করে চলে যাবার সময় হানাদারেরা তাঁকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেল। ডেনিসের ইচ্ছা ছিল উইলেটকে ফাঁসি দেবার, কিন্তু হিউ এসে বাধা দেওয়াতে তা আর হয়ে উঠল না।

মেপোলের পর হানাদারের দল আর দেরী না করে হানা দিল তাদের চরম লক্ষ্যস্থল—'ওয়ারেন'এ। 'ওয়ারেন'এ সে সময় হেয়ারডেল ছিলেন না, তাঁর ভাইঝি ছিলেন আর তাঁর কাছে সঙ্গিনী হিসেবে ছিল ডলি ভার্ডেন। সেখানে হেয়ারডেলের কয়েকজন চাকর মাত্র পাহারা দিচ্ছিল—তাদের কাছে অস্ত্র ছিল, কিন্তু এত লোকের সঙ্গে লড়াই করলে মৃত্যু অনিবার্য দেখে তারা কোনরকম চেষ্টাই করল না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তারাও হানাদারদের দলে মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করতে লাগল। ফলে সমস্ত বাড়ীটাই অত্যন্ত অনা-

য়াসে এসে গেল হানাদারদের মুঠোর মধ্যে। প্রথমে তারা ইমা হেয়ারডেল এবং ডলি ভার্ডেনকে করল বন্দী। তারপর সমস্ত দরজাজানালা ভেঙে ফেলে যেখানে যত আসবাবপত্র ছিল সব জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল। বাক্স সিন্দুক ভেঙে হীরা জহরৎ এবং অন্যান্য যা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সমস্তই লুঠ করল। তারপর গোটা বাড়ীটাতে লাগিয়ে দিল আগুন। আগুনের শিখা জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। সমস্ত বাড়ী-টাতেই যখন ভালভাবে আগুন ধরে গেল তখন হানাদারেরা চলে গেল সেখান থেকে। হেয়ারডেল সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না বলে দৈবক্রমে বেঁচে গেলেন, কিন্তু তাঁর ভাইঝি এবং ডলি ভার্ডেনকে দুর্বৃত্তেরা সঙ্গে করে নিয়ে গেল। লণ্ডন সহরে নিয়ে গিয়ে ডেনিসের বাড়ীর পাশের একটা বাড়ীতে তাঁদের তারা রেখে দিল লুকিয়ে।

সতেরো

এদিকে জন উইলেট ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বসেছিলেন চুপ করে। তাঁর মাথার মধ্যে যেন আর কিছুই ঢুকছিল না তাঁর এতদিনের, এত যত্নের, এত সাধের সম্পত্তি—এক নিমিষে সমস্ত ছারখার হয়ে গেল। জন উইলেটের মনে হল, এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল ছিল।

এমন সময় জন উইলেট আর একটা গলার আওয়াজ

শুনতে পেলেন। একটা লোক হঠাৎ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। তার গায়ে একটা পুরোনো ওভারকোট, মাথায় ঢাকা টুপী। তাকে দেখে জন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। একি, এও সম্ভব?

লোকটা জনের সামনে এসে বলল, "ওরা কোন দিকে গেছে?

যেদিকে হানাদাররা গিয়েছিল জন দিলেন তার উল্টো দিক দেখিয়ে। লোকটা কিন্তু তাঁর ধাপ্পায় ভুলল না। সে বলল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি ওই দিক থেকেই এসেছি। সত্যি করে বল, কোন্ দিকে লোকগুলো গেছে? না বললে তোমার গায়ের চামড়া থাকবে না।"

তখন মিঃ উইলেট ঠিক পথ দেখিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ চারদিক হয়ে উঠল আলোয় আলো। এ আলো আসছিল 'ওয়ারেণ' বাড়ীর আগুণ থেকে। সেখান থেকে ঘণ্টার শব্দও শোনা গেল। ঘণ্টার শব্দ শুনে লোকটা অত্যন্ত বিমনা হয়ে উঠল। পাগলের মত ঘরের মধ্যে খানিক-ক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সে একছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

জন উইলেট সেই অবস্থাতেই সেখানে পড়ে রইলেন। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে সেখানে এসে পড়লেন মিঃ হেয়ারডেল। রাস্তায় আসতে আসতে লোকের মুখে তিনি সমস্তই শুনেছিলেন। হঠাৎ আগুন দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বাড়ীই জ্বলছে। বাড়ীর লোকজনদের জন্যে, বিশেষতঃ ভাইঝির জন্যে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। মেপোল পৌঁছে হেয়ারডেল

দেখলেন জন পড়ে রয়েছেন হাত পা বাঁধা অবস্থায়। তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। ছাড়া পেয়ে জন বললেন, ওরা যদি আমার খুন করে রেখে যেত, তাহলে ওদের আমি ধন্যবাদ দিতাম।"

হেয়ারডেল বললেন, "ও কথা বোলো না জন, তোমার ক্ষতি অনেক হয়েছে, কিন্তু বেঁচে থাকলে আবার সব হবে। এখন বল, আমার ভাইঝির কোন খবর জান? আমার বাড়ীর কেউ বেঁচে আছে?"

"আমি তো কিছুই জানি না" বলে জন উইলেট বললেন, "ওহো! একটু আগে আমি একটা মরা লোককে দেখেছি।"

হেয়ারডেল বলে উঠলেন, "কি বললে? তুমি কাকে দেখেছ?

"বলছি তো, একটা মরা লোক।"

আর কালবিলম্ব না করে হেয়ারডেল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন তাঁর বাড়ীর দিকে। তখন তাঁর বাড়ী, বাগান সমস্তই একেবারে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু এ দৃশ্য দেখেও হেয়ারডেলের চোখ দিয়ে জল পড়ল না, তাঁর মন তখন কিসের যেন একটা সাড়া পেয়ে নতুন করে জেগে উঠেছে।

হেয়ারডেল বিধ্বস্ত বাড়ীর প্রত্যেকটি আনাচকানাচ খুঁজে দেখলেন। তারপর চীৎকার করে বললেন, "কেউ লুকিয়ে আছ কি? তাহলে সাড়া দাও?"

কেউ সাড়া দিল না। হেয়ারডেল তাঁর বাড়ীর প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোন উত্তর এল না।

হেয়ারডেল তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। চারদিকে ছাই জমে ছিল, তার মধ্যে দিয়ে খুব কষ্ট করে তাঁকে উঠতে হচ্ছিল। যেখানে বিপদ জ্ঞাপক ঘণ্টা থাকত, হেয়ারডেল সেইখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, আর একটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একটুও দেরী না করে হেয়ারডেল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন দুজনের মধ্যে বাধল তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। হেয়ারডেল জয়ী হয়ে অপর লোকটিকে মাটিতে ফেলে বললেন, "আর তোমার নিস্তার নেই! রাজ, তুমি দু দুটো খুন করেছিলে। তোমার গায়ে বিশজনের সমান জোর থাকলেও আজ তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবেনা। ভগবানের নামে আমি তোমায় আজ গ্রেপ্তার করলাম।"

তোমরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝতে পেরেছ। তবুও যাতে কিছু অস্পষ্ট না থাকে তার জন্যে সমস্ত খুলে বলছি। জিওফ্রে হেয়ারডেলের ভাই রুবেন হেয়ারডেলকে আসলে খুন করেছিল তাঁর গমস্তা রাজই। তারপর সে তাঁর মালীর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে তাকেও খুন করে তার মৃতদেহে নিজের জামাকাপড় পরিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। সেই মালীর গলিত বিকৃত শব যখন পুকুরের জলে ভেসে ওঠে, তখন পোষাক দেখে লোকে মনে করে রাজই খুন হয়েছে, আর মালীটা দুজনকে খুন করে হয়েছে ফেরার।

এই মহাপাপ করেই রাজ চলে যায় নিজের বাড়ীতে, গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে সমস্ত কথা বলে। তার স্ত্রী অর্থাৎ বারনেবির

মা তার কথা শুনে বলেন, তোমার কথা কাউকে বলব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বা আমার ছেলের আজ থেকে আর কোন সম্পর্ক রইল না।

রাজ তখনকার মত বিদেশে পালিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে খেতে না পেয়ে আবার ফিরে আসে ইংলণ্ডে। পেটের দায়ে সে ডাকাতি রাহাজানি করতে থাকে, কিন্তু তাতেও সবদিন রোজগার না হওয়ায় সে আবার তার স্ত্রীর হাতে গিয়ে হাত পাতে। কিভাবে সে মিসেস রাজকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত, তার পরিচয় আগেই আমরা পেয়েছি। একাজে তার একটি যোগ্য সহকারীও জুটেছিল—অন্ধ স্ট্যাগ। মিসেস রাজের মত দেবী পৃথিবীর যে কোন দেশেই দুর্লভ। তাঁর স্বামী যতই পাষণ্ড হোক্, সে না খেতে পেয়ে মরবে, এ তিনি দেখবেন কেমন করে?—তাছাড়া টাকা না দিলে তাঁর অমানুষ স্বামীর ছেলেকে পর্যন্ত খুন করতে আটকাবে না। এই সব কারণে তিনি দিনের পর দিন স্বামীকে টাকা জুগিয়ে সাহায্য করে গেছেন। কিন্তু বাইরের লোকেরা এত কথা জানতো না, তারা এই লোকটাকে মিসেস রাজের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে দেখে মনে মনে তাঁর সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণা করে বসেছিল।

কিন্তু এইরকম একটা নৃশংস খুনীর মন থেকেও তার অপরাধের বিভীষিকা ঘোচেনি। রুবেন হেয়ারডেলকে খুন করার দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মত তাকে দিনরাত জর্জরিত করত, তার মন এক অব্যক্ত অস্বস্তিতে ভরে উঠত। এক অদৃশ্য হাত

যেন তাকে টেনে নিয়ে যেত তার অপরাধের জায়গায়। অনেক সময় তাই সে ঘুরে বেড়াত ওয়ারেন বাড়ীর আশেপাশে অথবা রুবেন হেয়ারডেলের সমাধিক্ষেত্রে।

১৭৮০ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে রুবেনের সমাধিপ্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াবার সময় সে সলোমন ডেজির চোখে ধরা পড়ে যায়। সলোমন ডেজির মুখে তার কথা শুনে জন উইলেট বলেন হেয়ারডেলকে। হেয়ারডেল কথাটা শুনেই বুঝে নেন রাজই তাঁর ভাইএর হত্যাকারী, আর সে এখনো বেঁচে আছে। তাকে যে কোন উপায়ে ধরবার জন্যে হেয়ারডেল ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

হেয়ারডেলের ব্যস্ত হবার প্রধান কারণ ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু এ ছাড়া এর পিছনে অন্য কারণও ছিল। তাঁর ভাইয়ের অপমৃত্যুর পর তাঁর চিরশত্রু সার চেস্টার রটিয়ে দিয়েছিলেন যে হেয়ারডেলই ষড়যন্ত্র করে ভাইকে হত্যা করেছেন। এই মিথ্যা অপবাদের গ্লানি হেয়ারডেলকে দিনরাত অস্থির করে মারত। জন উইলেটের মুখ থেকে এই নতুন খবর শোনবার পর হেয়ায়ডেল ঠিক করলেন, এখন অবিলম্বে খুনী রাজকে গ্রেপ্তার করা দরকার।

হেয়ারডেল আশা করেছিলেন রাজ তার চেনা জায়গা-গুলিতে একবার না একবার আসবেই, তখন তাকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন। এই আশাতেই তিনি বারনেবিদের পুরোনো বাড়ীতে রাত কাটাতেন। অধীর আগ্রহে রোজ অপেক্ষা করতেন, কখন সে আসে।

হেয়ারডেলের মনোবাঞ্ছা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হল। তাঁর ভাইকে যে খুন করেছিল, শেষ অবধি তাকে তিনি গ্রেপ্তার করলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত পেলেন তাঁরই নিজের বাড়ীতে, যে বাড়ী পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

আঠারো

হিউ বেরোবার সময় বারনেবিকে আড্ডার পাহারায় রেখে গিয়েছিল। তার যাওয়ার পরে বারনেবি দরজার সামনে থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি। তার হাতে ছিল দলের বড় পতাকাটা।

একা একা পায়চারী করতে করতে বারনেবি ভাবছিল, "আচ্ছা, মা এখন কোথায়? তিনি যদি আমাকে এখন দেখতে পেতেন, কত ভাল হত। কত বড় কাজ কর্‌ছি আমি!"

গ্রিপকে বারনেবি সব সময় কাছে রাখত। গ্রিপকে হাতে নিয়ে আদর করে বারনেবি বলল, "গ্রিপ! বল—লর্ড গর্ডন দীর্ঘজীবী হোন!"

বারনেবির মন অন্যদিকে ছিল বলে সে দেখতে পায়নি দুজন লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন লর্ড জর্জ গর্ডন, আর একজন জন গ্রুবি।

লর্ড গর্ডন বারনেবিকে দেখে বললেন, "এই যে তুমি এখানে? খবর কি?"

বারনেবি মুরুব্বীর মত বলল, "খবর খুব ভাল। ওরা সব ওই দিকে গেছে। খুব বড় দল।"

লর্ড জর্জ শুনে খুশী হয়ে বললেন, "তাই নাকি? তা তুমি এখানে কি করছ?"

বারনেবি বলল, "আমি এ জায়গাটা পাহারা দিচ্ছি। আপনি বড় ভাল লোক। আপনার জন্তেই আমি এ জায়গাটা পাহারা দেব।"

গ্রিপকে দেখে লর্ড জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি?"

বারনেবি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, "আপনি তা জানেন না? ও একটা পাখী। আমার বন্ধু গ্রিপ্।"

লর্ড জর্জ তাঁর ঘোড়াকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তার গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "অবশ্য আপনি ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন। ওটা কি? ওটা একটা পাখী বটে, কিন্তু ও যেন আমার ভাই, সব সময়ে আমার কাছে থাকে, আমার সঙ্গে কথা বলে। ওর মেজাজ সব সময়েই খুশী থাকে। কি বল গ্রিপ্?"

লর্ড গর্ডন জন গ্রুবিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা জন, তোমার কি মনে হয়, এ ছোকরার মাথা খারাপ?"

জন গ্রুবি বলল, "নিশ্চয়ই!"

লর্ড জর্জ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "একথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?"

জন গ্রুবি বলল, "মনে হচ্ছে কেন তা আবার বুঝিয়ে বলতে হবে? ওর চোখদুটো দেখুন। ওর পোষাকের দিকে

দেখুন। ওর কথাবার্তা শুনছেন তো? এসব কি স্বাভাবিক লোকের মত? ও বদ্ধ পাগল।"

লর্ড জর্জ বললেন, "কি যাতা বক্‌ছ তুমি? কারু পোষাক আর কথাবার্তা আলাদা ধরণের হলেই তাকে পাগল বলতে হবে নাকি? গ্যাসফোর্ড ঠিকই বলেছে। এ ছোকরা খুবই চালাক আর কাজের লোক।"

গ্রুবি বলল, "মিঃ গ্যাসফোর্ডের কথাকে আমি কথা বলেই ধরি না।"

লর্ড জর্জ গ্রুবির কথা শুনে চটে লাল হয়ে বললেন, "তোমার তো বড় আস্পর্ধা দেখছি! আমার মুখের ওপরে তুমি কথা বলো? গ্যাসফোর্ড আমার অনুগত বন্ধু, আমার সামনেই তুমি তার নিন্দে কর? যাও, তুমি এই দণ্ডেই আমার কাছ থেকে বিদেয় হও। তোমাকে আর আমার দরকার নেই। আমার দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। তুমি দুষমনদের চর, ঘরের শত্রু বিভীষণ! দূর হও তুমি!"

জন গ্রুবি মাথা হেঁট করে সমস্ত অপমান সহ্য করল। তারপর বলল, "হুজুর, বিনা দোষে আপনি আমায় এত বড় আঘাতটা করলেন, আশা করি একদিন আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথা আছে। এ ছোকরা পাগল, এর কোন বুদ্ধি নেই। এ যদি এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে না যায় তাহলে বিপদে পড়বে। ওর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে।

এক্ষুনি সেপাইরা এসে ওকে ধরবে। আমায় একবার অনুমতি দিন, ওকে সাবধান করে দিই।"

লর্ড জর্জ বারনেবিকে বললেন, "কি হে, এর কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ? ও ভাবছে, তুমি বুঝি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে রয়েছ, এখানে থাকতে তুমি ভয় পাচ্ছ। এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?"

গ্রুবি এগিয়ে এসে বলল, ছোকরা, "এক্ষুনি সেপাইরা এখানে এসে পড়বে। তারা তোমায় ধরবে, ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দেবে। তুমি আর এখানে থেকো না, যত তাড়াতাড়ি পারো পালিয়ে যাও।"

বারনেবি ঝাণ্ডাটা উঁচু করে তুলে ধরে বলল, "গ্রিপ! এ লোকটা কাপুরুষ! আসুক তারা! গর্ডনের জয় হোক! আসুক তারা!"

গর্ডন বেজায় খুশী হয়ে বললেন, "বাঃ! বাঃ! এইতো চাই। আসুক তারা! আমাদের কে কি করবে! এমন ছোকরা নাকি আবার পাগল! তুমি ঠিক বলেছ ছোকরা। তোমার মত লোকের নেতা হয়েছি বলে আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

লর্ড গর্ডনের কাছে নিজের সুখ্যাতি শুনে বারনেবির বুক ফুলে উঠল। সে ঝাণ্ডাটা তুলে ধরল আরো উঁচু করে। তার পিঠটা একবার চাপড়ে লর্ড জর্জ ঘোড়ায় চড়ে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। গ্রুবি অন্য দিকে চলে গেল, যেতে যেতে বারনেবিকে ইসারা করে বলে গেল "এইবেলা পালাও।" বারনেবি কিন্তু তা গ্রাহ্য করল না।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বারনেবি সেই একভাবেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দু একজন লোক ব্যস্তসমস্তভাবে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, বারনেবিকে সেখানে দেখে প্রত্যেকেই তাকে পালাতে ইশারা করে গেল। সে কিন্তু একচুলও নড়ল না।

ফলে যা হবার তাই হল। একটু বাদেই সেখানে এসে পড়ল একদল সেপাই। তারা বারনেবিকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

নিয়ে গেল তাকে একেবারে সেপাইদের ছাউনীতে। সেখানে আরো অনেক সেপাই ছিল। তাদের মধ্যে একজনের একখানি হাত কাটা। তার সঙ্গে টম্ গ্রীন নামে আর একজন সেপাই বসে বসে গল্প করছিল। বারনেবি ধরা পড়েছে শুনে টম্ গ্রীন বলল, "এই লোকটা দাঙ্গার একটা মস্ত বড় চাঁই! আমার ইচ্ছে করছে ওকে এক গুলীতে এখুনি শেষ করে দিই। তাহলে সব আপদ চুকে যায়। ও বেঁচে থাকলে এখন আরো অনেক হাঙ্গামা হবে!"

এখন এদিকে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। লর্ড গর্ডনের দলের একটা প্রধান ধ্বনই ছিল "পোপকে চাই না।" দিনরাত এই কথা শুনে শুনে বারনেবির পাখী গ্রিপও বলতে শিখেছিল, "পোপকে চাই না।" বারনেবির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিপও সেপাইদের ছাউনীতে এসেছিল, তার মুখে "পোপকে চাই না" শুনে সেপাইদের লেগে গেল তাক্! একটা পাখীও গর্ডনের দলের ধ্বনি দিচ্ছে, এ খবরটা তক্ষুনি মুখে মুখে সারা ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়ল।

টম্ গ্রীন আর হাতকাটা সেপাইটি যেখানে বসে বসে গল্প করছিল, সেখানে একজন সার্জেণ্ট এসে বলল, "শুনেছেন এত বড় আশ্চর্য কথা কোথাও। একটা পাখী পর্যন্ত ওদের দলে যোগ দিয়েছে।"

টম্ গ্রীন অবাক হয়ে বলল, "পাখী ?"

সার্জেণ্ট বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ পাখী। বড় মজার পাখী। সেও বলছে—পোপকে চাই না"

হাতকাটা সেপাইটি বলল, "কই ? কোথায় সে পাখী ? নিয়ে এসে আমাকে দেখাও দিকি ?"

সার্জেণ্ট তখুনি ছুটে গেল বারনেবির ঘরে। বারনেবি পাখীটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল, এক ঝট্‌কা মেরে সে তার কাছ থেকে পাখীটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বেচারী বারনেবির হাত বাঁধা ছিল বলে সে কোন বাধাই দিতে পারল না। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওকে তোমরা নিয়ে যেও না। ও একটা পাখী, তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি। ও ছাড়া আমার যে আর কোন বন্ধু নেই। দাও, ওকে আমায় ফিরিয়ে দাও। আমায় দেখতে না পেলে ও কথা বলবে না, নাচবে না, গান করবে না। ও আমায় কত ভালবাসে, আমার কাছছাড়া হলে ও বেচারী মরেই যাবে।

সার্জেণ্ট ধমক দিয়ে বলল, "এই চুপ কর! ও ম'লেই আমি বাঁচব। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে পাখী আর তার মালিক দুজনকেই এই দণ্ডে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতুম।"

বারনেবি রেগে গিয়ে বলল, "আমার হাত যদি খোলা থাকত, তাহলে আমি দেখতুম কে আমার কাছ থেকে গ্রিপকে কেড়ে নেয়। আচ্ছা যাও, আর আমি কোন কথা বলব না। তোমরা ওকে মেরে ফেলো, একেবারে মেরে ফেল।" এই বলে বেচারী বারনেবি ভাঙা গলায় বলল, "ভাই গ্রিপ্, বিদায়।" তার দুচোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আর কোন কথাই সে বলল না। খানিক বাদে সেপাইরা এসে তাকে ডাকল। সে উঠে দাঁড়াতে তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল নিউগেট জেলখানাতে। সেখানে তারা তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে পুরে দিল একটা পাথরের ঘরের মধ্যে।

জেলখানার ঘরে শুয়ে বারনেবি খালি গ্রিপেরই কথা ভেবে কাঁদতে লাগল। কিন্তু গ্রিপকে ছেড়ে তাকে বেশীক্ষণ থাকতে হল না। একসময় কে একজন এসে গ্রিপকে জানালা গলিয়ে তার কাছে ফেলে দিয়ে গেল

উনিশ

আততায়ীকে গ্রেপ্তার করার পর হেয়ারডেল ভেবে দেখলেন এখন কর্তব্য হচ্ছে একে অবিলম্বে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সঁপে দেওয়া। কিন্তু এ কাজ তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ হল না। দাঙ্গাবাজদের ভয়ে সে সময়

কোনও ক্যাথলিককে কেউ কোনরকম সাহায্য করছিল না। হেয়ারডেল একাই অতিকষ্টে বন্দীকে লণ্ডনে নিয়ে এলেন। সেখানে এসে তাঁর চোখে পড়ল ক্যাথলিকদের শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার দৃশ্য।

কিন্তু হেয়ারডেলের নিরাশা চরমে এসে পৌঁছোলো যখন ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত তাঁর বন্দীর ভার নিতে নারাজ হলেন। তাঁদের ভয়, ক্যাথলিক হেয়ারডেলকে এইটুকু সাহায্য করলেও পাছে দাঙ্গাবাজরা তাঁদের বাড়ীর উপর চড়াও হয়! হেয়ারডেল প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অবধি দেখা করলেন, কিন্তু সেখানেও কোন ফল হল না। যে হাত দেশের ন্যায়দণ্ড ধরে আছে, সেই হাতও অবশ হয়ে পড়েছে দেখে হেয়ারডেল মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। যা হোক্, ভাগ্যক্রমে সার জন ফিল্ডিং নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বন্দীর ভার নিতে রাজী হলেন। তিনি একদল সশস্ত্র পুলিস দিয়ে বন্দীকে পাঠিয়ে দিলেন নিউগেট জেলে।

সেইদিন পুলিস বারনেবিকেও ধরে এনে রেখে দিয়েছে নিউগেট জেলখানাতেই। জেলের মধ্যে রাজের দেখা হল ছেলের সঙ্গে, বারনেবির দেখা হল তার বাবার সঙ্গে। বারনেবি তার বাবাকে এতদিন ডাকাত বলেই জানত, কিন্তু তার বাবা এখন নিজের পরিচয় ছেলের কাছে দিল। এই লোকটিই তার বাপ শুনে বারনেবি তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

এদিকে হিউ, ডেনিস আর ট্যাপারটিট 'ওয়ারেন' লুঠ করে

ফিরে এসে শুনল বারনেবি পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে নিউগেট জেলে আছে। খবরটা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল যে সেই রাত্রেই নিউগেট জেল ভেঙে বারনেবিকে মুক্ত করবে—সেই সঙ্গে দলের আর যারা বন্দী হয়েছে, তাদেরও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা অনেক লোক জড়ো করে সশস্ত্র হয়ে যাত্রা করলে নিউগেট জেলের দিকে। কিন্তু সরাসরি নিউগেটে না গিয়ে তারা প্রথমে গেল তালাচাবীর সুদক্ষ কারিগর ভার্ডেনের বাড়ী।

ভার্ডেনের দরজায় ধাক্কা মেরে সকলে ভার্ডেনকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ভার্ডেন মুখ বার করে বললেন, "এই বদ-মাসগুলো! এখানে কি চাস? আমার কাছে বন্দুক আছে, বেশী চালাকী করলে তোরা মারা পড়বি।"

হিউ বলল, "বুড়ো, বেশী কথা বল না, যন্ত্রপাতি যা আছে সব নিয়ে এক্ষুনি নেমে এস। তোমাকে আমাদের দরকার।"

ভার্ডেন তাদের হুমকীতে একটুও ভয় পেলেন না। বন্দুক বাগিয়ে ধরে তিনি বললেন, "আমি নামব না। শীগ্‌গির এখান থেকে দূর হয়ে যা। নইলে গুলী চালাব।"

ভার্ডেনের অবাধ্যতা দেখে দাঙ্গাবাজরা ক্ষেপে গেল। অনেকে বলল, "দাও বদমায়েস বুড়োর দরজায় আগুন লাগিয়ে।" কিন্তু তাঁর হাতে বন্দুক দেখে বাকী সবাই ইতস্ততঃ করতে লাগল।

তারা কিন্তু জানত না যে আর একজন তলে তলে বিশ্বাস-

খাতকতা করে তাদের পথ সাফ করে রেখেছে। সে হচ্ছে ভার্ডেনের ঝি মিগ্‌স্। দলের মধ্যে ট্যাপারটিটও আছে, মিগ্‌স্ তা দেখতে পেয়েছিল। আগেই বলেছি, ট্যাপারটিটকে মিগ্‌স বিয়ে করার স্বপ্ন দেখত। ভার্ডেনের কাছে হার মেনে ট্যাপারটিটের দলকে যাতে ফিরে যেতে না হয়, সে তার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এখন ভার্ডেনের বন্দুকের সামনে সবাই ইতস্ততঃ করছে দেখে মিগ্‌স্ চেঁচিয়ে ট্যাপারটিটকে বলল, "সিম তোমাদের কোন ভাবনা নেই। আমি বুড়োর বন্দুকে এক মগ মদ ঢেলে দিয়েছি। ওর বন্দুকে আর গুলী ছুটবে না। তোমরা একটুও ভয় পেও না। সোজা মই লাগিয়ে ওপরে উঠে এস।"

বেইমানী মিগ্‌সের এই কথা শুনে দাঙ্গাওয়ালারা আনন্দে হয়ে উঠল উন্মত্ত। তারা মই লাগিয়ে উপরে উঠে ভার্ডেনকে ধরে কষে বেঁধে ফেলল। তারপর ট্যাপারটিট বলল, "কর্তা! শোন! আমরা নিউগেটে যাচ্ছি। জেলের তালা খুলে বন্দীদের খালাস করব। নিউগেটের সদর দরজার তালা তুমিই তৈরী করেছিলে। এখন কি করে তালা খুলব, সেটা তোমাকে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে। তা হলেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব, কোন রকম জুলুম করব না।"

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ভার্ডেন একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, "তোমরা শয়তান, বদমাস। তোমাদের কোনরকম সাহায্য আমি করব না। তোমাদের কাছে এক ফোঁটা দয়াও আমি চাই না।"

ট্যাপারটিট বলল, "আচ্ছা সে দেখা যাবে"—বলে সবাইকে হুকুম দিল নিউগেট জেলের দিকে যেতে। ভার্ডেন-কেও তারা হাত পা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গেল।

নিউগেটের ফটকে পৌঁছে তারা ভার্ডেনকে আবার তালা খুলে দিতে বলল। ভার্ডেন কিন্তু কোনমতেই রাজী হলেন না। তাঁকে মৃত্যুভয় দেখানো হলো, তবু তিনি একটুও টললেন না। তখন ডেনিস তাঁকে ধরে নির্মমভাবে মারতে লাগল। তারা বোধ হয় ভার্ডেনকে মেরে শেষ করেই ফেলত, কিন্তু এমন সময় দুজন লোক এসে বলল, "ওকে আমাদের হাতে দাও। আমরা দুজনে দুমিনিটেই ওকে শেষ করে দেব। তোমরা এখন বন্ধুদের মুক্ত করার দিকে মন দাও।" এই বলে তারা ভার্ডেনকে ধরে টানতে টানতে ভীড় থেকে বার করে নিয়ে গেল। এই দুজন লোকের মধ্যে একজনের একটি হাত নেই।

তখন এরা নিউগেটের পাঁচিল ভেঙে ফেলল। তারপর সমস্ত বন্দীদের দিল মুক্ত করে। কাজ শেষ করে তারা নিউগেট জেলে আগুন লাগিয়ে দিল।

এখন ডেনিস লোকটি ইতিমধ্যে একটা কাজ করেছিল। চারজন ফাঁসীর আসামী একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে ছিল, সে ইচ্ছে করেই তাদের মুক্তি দেয়নি। সে আগে ছিল জল্লাদ। আদর্শের অনুরোধে দাঙ্গাহাঙ্গামার দলে যোগ দিলেও সে আইনের প্রতি ভক্তি হারায়নি। যাদের ফাঁসীর হুকুম হয়েছে, তারা যে খালাস পেয়ে যাবে, ডেনিসের এটা ভাল লাগল না। তার

ইচ্ছে ছিল, এরা জেলের মধ্যেই পড়ে থাকে। কিন্তু হিউ এসে জোর করে সেই চারজন বন্দীকে মুক্ত করে দিল; সে গ্রাহ্য করল না।

এত পুরোনো একটা দুর্ভেদ্য জেলখানা একেবারে ধ্বংস করে আইন শৃঙ্খলাকে দুপায়ে দলে রক্তপাগল জনতা হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল।

কুড়ি

মিঃ হেয়ারডেল এ'কদিন ধরে রাত্রিতে একেবারেই ঘুমোতে পাননি। কেউ রাজী হয়নি তাঁকে আশ্রয় দিতে। অবশেষে একজন ক্যাথলিক মদের ব্যবসায়ীর বাড়ীতে তিনি ঠাঁই পেয়েছিলেন।

কিন্তু এখানে এসে তাঁর উদ্বেগ একটুও কমেনি। তাঁর ভাইঝির তিনি কোন খোঁজই পাচ্ছিলেন না। মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেও কোন ফল হল না। তারপর, এখানেও তাঁর জীবন একদম নিরাপদ নয়। কারণ এটিও রোমান ক্যাথলিকদের বাড়ী, যে কোন মুহূর্তে দুষমনের দল এর উপর চড়াও হতে পারে।

এর পর যখন হেয়ারডেল শুনলেন দাঙ্গাওয়ালারা নিউগেট জেল ভেঙে ফেলে কয়েদীদের মুক্ত করে দিয়েছে, তখন তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন। এতদিনের পর তিনি তাঁর

ভায়ের হত্যাকারীকে ধরলেন, কিন্তু সেও আইনকে কলা দেখিয়ে পালাল. এতে হেয়ারডেল একেবারেই মুষড়ে পড়লেন।

নিউগেট জেল ভাঙার পরের দিন লণ্ডনের রাস্তায় দেখা দিল এক অদ্ভুত দৃশ্য।

আগের দিন সারারাত্রি শহরের কোন লোক ঘুমোয়নি। সকাল হতে না হতে তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ধ্বংসস্তূপগুলো দেখবার জন্যে। চারদিকে নানারকম গুজব রটতে লাগল— দাঙ্গাকারীরা নিউগেটের মত অন্য সব জেলও আক্রমণ করে ভেঙে ফেলবে—ব্যাঙ্ক, টাকশাল এবং পাগলা গারদ আক্রমণ করবে—এই সব কথা ছড়াতে লাগল লোকের মুখে মুখে।

কর্তৃপক্ষ হুকুম জারী করলেন, সন্ধ্যের পর বাড়ীর বাইরে কেউ বেরুবে না। সন্ধ্যে হওয়ার একটু আগে থাকতেই রাস্তায় রাস্তায় সেপাইরা টহল দিতে লাগল। কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন সেপাইদের দেখে দাঙ্গাওয়ালারা রাস্তায় বেরোতে সাহস করবে না।

কিন্তু তাঁদের এ ধারণা যে ভুল তা শীঘ্রই বোঝা গেল। সন্ধ্যের পরই বিদ্রোহীরা বেরিয়ে প্রথম নিভিয়ে দিল রাস্তার সমস্ত আলো। তারপর সেই অন্ধকারে তারা আগের দিনের মত লুঠপাট সুরু করে দিল। দিকে দিকে সুরু হল আগুনের মহোৎসব। সেপাইরা বাধা দিতে গেল, কিন্তু বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অগণ্য। সেপাইদের সঙ্গে তারা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর যুদ্ধ করতে লাগল।

আজকে দাঙ্গাবাজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই মদের

ব্যবসায়ীর বাড়ী, যেখানে হেয়ারডেল আশ্রয় নিয়েছিলেন। দলের পর দল এসে সেই বাড়ীতে হানা দিল। হিউ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের নেতৃত্ব করছিল। তার চারদিক দিয়ে গুলিবৃষ্টি হচ্ছিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে দলের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছিল।

সেপাইদের বাধা জয় করে হিউ ও তার দলবল সেই বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিল। হেয়ারডেল ও বাড়ীর মালিক বাড়ীর ছাদে উঠে সমস্ত ব্যাপারই দেখছিলেন। হিউ আগুনের উজ্জ্বল আলোয় হেয়ারডেলকে দেখতে পেয়ে বলল সে তাকে খুন করবে।

হেয়ারডেল বাড়ীর মালিককে বললেন, "আমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করে মরব। আপনি পালান।"

বাড়ীর মালিক বললেন, "সে হবে না। আমরা দুজনেই পালাব। আমার বাড়ীতে একটা লুকোনো রাস্তা আছে। আসুন সেই পথ দিয়ে আমরা পালাই।" এই বলে তিনি হেয়ারডেলকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন সেই গুপ্ত পথের দিকে।

হেয়ারডেল চলে যাচ্ছেন দেখে হিউ একটা কুড়ুল নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় কি যে হল, কে যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল আর অমনি সে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল।

হেয়ারডেল ও মদ্যব্যবসায়ী ততক্ষণে গুপ্তপথের সামনে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা গুপ্তপথের মধ্যে পড়তে

যাবেন, এমন সময় দুজন লোক হঠাৎ এসে পড়ল তাদের সামনে। তাঁরা তাড়াতাড়ি লুকোতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই দুজনের মধ্যে একজন বলে উঠল, "এই যে ওঁরা।"

আশ্চর্য হয়ে হেয়ারডেল দেখলেন—তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ড চেস্টার এবং জোসেফ উইলেট। জোসেফের বাঁ হাতটি কাটা।

জোসেফ বলল, "মিঃ হেয়ারডেল, আর কোন ভয় নেই। আমরা ছদ্মবেশে ওদের মধ্যে ছিলুম। এডওয়ার্ড আপনার শত্রু হিউকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। অন্য লোকদের কাছে আপনার কোন ভয় নেই। কিন্তু চলুন আর সময় নষ্ট না করে গুপ্ত পথ দিয়ে পালানো যাক।"

হেয়ারডেল তাদের দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন, কিন্তু তখন তাঁর কথা বলবার সময় ছিল না, শক্তিও ছিল না। সকলে মিলে তাড়াতাড়ি গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়লেন পেছনের রাস্তায়। বাইরে সেপাইরা অপেক্ষা করছিল। জোসেফ তাদের কানে কানে কি বলল, অমনি তারা পথ ছেড়ে দিল।

একুশ

কিন্তু এই ধরণের অরাজকতা বেশীদিন চলল না। দাঙ্গার প্রধান প্রধান সর্দারেরা পরদিন রাত্রে একই সঙ্গে ধরা পড়ে গেল। ডেনিসই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ধরিয়ে দিল। হিউ যেদিন তার বারণ না শুনে জোর করে চারজন ফাঁসীর আসামীকে খালাস করে দিয়েছিল, সেইদিন থেকেই ডেনিস হারিয়ে ফেলেছিল এই দলের প্রতি তার সব সহানুভূতি। সেইজন্যে লুকিয়ে পুলিসকে খবর দিয়ে সে দিল তাদের ধরিয়ে। হিউ, বারনেবি রাজ এবং বারনেবির বাবা এই তিনজন পুলিসের হাতে বন্দী হল; অন্ধ স্ট্যাগও সেখানে ছিল, সে পালাতে গিয়ে পুলিসের হাতে মারা পড়ল।

ডেনিসের ধারণা ছিল, তার কোন শাস্তি হবে না। কারণ, এক ভার্ডেনকে মারা ছাড়া আর কোন অপরাধ করতে তাকে কেউ দেখেনি। তার আর সব দোষ সরকার নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন—এতগুলো সাংঘাতিক অপরাধীকে সে ধরিয়ে দিয়েছে, তার এইটুকু বক্‌শিস্‌ কি সরকার দেবেন না? আর তাছাড়া তার মত পাকা জল্লাদ না থাকলে সরকার এতগুলো লোককে ফাঁসী দেবেন কি করে? ভার্ডেনকে মারার অপরাধ সম্বন্ধেও ডেনিসের মনে চিন্তা ছিল না, কারণ তার ধারণা ছিল ভার্ডেন এখন পরলোকে, তার সামনেই তো দুজন লোক সেদিন

ভার্ডেনকে শেষ করে দিতে নিয়ে গেল। কিন্তু ডেনিস জানত না যে, যে দুজন লোক সেদিন ভার্ডেনকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা আর কেউ নয়, এডওয়ার্ড চেস্টার এবং জোসেফ উইলেট। তাদের সেবাযত্নে ভার্ডেন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সুতরাং ডেনিসের জারিজুরি বেশীক্ষণ খাটল না। স্বয়ং ভার্ডেন এসে তাঁর নামে নালিশ করলেন। আরও বহু অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেল তার বিরুদ্ধে। ফলে ডেনিসেরও হাতে হাতকড়ি পড়ল, তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল জেলে, যেখানে তার দলের অন্য সব লোকেরা আগে থাকতেই এসে হাজির হয়েছিল। ডেনিস তখনও ভাবতে লাগল যে সে যখন ত্রিশ বছর সরকারকে সেবা করেছে তখন সরকার তাকে নিশ্চয়ই খুব কড়া শাস্তি দেবেন না, অন্ততঃ যে লোক এত লোককে ফাঁসী দিয়ে এসেছে তাকে নিশ্চয়ই ফাঁসীকাঠে ঝোলাবেন না।

এই সব বন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নালিশ ছিল বারনেবি রাজের নামে। পার্লামেণ্ট আক্রমণের সময় সে বড় পতাকা হাতে নিয়ে সকলের সামনে দাঁড়িয়েছিল, তার পতাকা নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ঘোড়সওয়ার সেপাই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, বিপ্লবীদের আড্ডার দরজায় দাঁড়িয়ে সেই পাহারা দিচ্ছিল, প্রধানতঃ তাকে মুক্ত করার জন্যেই দাঙ্গা-কারীরা ভেঙেছিল নিউগেট জেল এবং অনেকগুলি দাঙ্গার জায়গাতেই সে হাজির ছিল—এ সম্বন্ধে বহু লোকেই সাক্ষী

দিল। এই অভিযোগগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত মারাত্মক এবং এর যে কোন একটি প্রমাণিত হলে ফাঁসীই হবে একমাত্র শাস্তি।

অথচ বেচারা বারনেবি এর কোন কিছুই জেনে শুনে করেনি, এ সবের গুরুত্ব বোঝবার মত বুদ্ধিই তার নেই। লর্ড গর্ডনের নামে এত লোকের জয়ধ্বনি, এত লোকের, এত উৎসাহ হৈ চৈ তার মনে লাগিয়ে দিয়েছিল রঙীন নেশা, তার ধারণা জন্মেছিল যে লর্ড গর্ডন একজন মহান নেতা, তাঁর পতাকা একভাবে ধরে থাকাই বীরের কাজ। তার উপর ছিল তার পুরোণো বন্ধু হিউএর প্রভাব। হিউ সাহসী, তার নির্ভীক কথাবার্তা বারনেবির খুব ভাল লাগত, সে তারই নকল করত, আর তার পাখীটিকেও সে এই ধরণের কথা শিখিয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া বারনেবি আর কিছুই করেনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনোখুনির মধ্যে সে কোনদিনই ছিল না। এ সমস্ত দেখলেই তার গা শিউরে উঠত, মনে হতো এগুলো তো ভাল কাজ নয়, লর্ড গর্ডন ভালো লোক হয়ে এদের এমন কাজ করতে দিচ্ছেন কেন? তার সঙ্গে অন্য যে সব লোক বন্দী হয়েছিল তারা সব সময় অস্থির হয়ে থাকত শাস্তির ভাবনায়। কিন্তু বারনেবির মন প্রশান্ত, সে কোন পাপ করেনি, কাজেই কোনই ভাবনা ছিল না তার মনে।

মায়ের জন্যে বারনেবির বড় মন কেমন করত। জেলের মধ্যে সে তার বাপকে পেয়েছিল, কিন্তু তার বাপের ভয় ভয় ভাব তার মোটেই ভাল লাগত না। বাবা এত অশান্ত

কেন, তা বারনেবি মোটেই বুঝতে পারত না। সে অধীর-ভাবে অপেক্ষা করত তার মায়ের জন্যে।

একদিন তার মা জেলের মধ্যে এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। ছেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে তাকে আদর করে, সান্ত্বনা দিয়ে তিনি ধরা গলায় বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই বাবা। তোমার সব কথা জানতে পারলে ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।"

বারনেবি বলল, "মা, ওরা কি আমায় মেরে ফেলবে? তাহলে ওরা গ্রিপকেও মেরে ফেলুক। তুমি, আমি আর গ্রিপ যদি এক সঙ্গে মরতে পারি, তাহলে আর কোন দুঃখ নেই। নাহলে আমি মারা গেলে গ্রিপের কি হবে মা?"

বারনেবির মার গলা কান্নায় বুজে এলেও অতি কষ্টে তিনি ছেলেকে ভোলালেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন, "স্বামী, অনেক পাপ তুমি করেছ। এইবার ভগবানের কাছে তুমি তার জন্যে অনুতাপ কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর। তা যদি কর, আমি তোমায় আবার স্বামীর মতই ভক্তি করব। এতদিন ধরে আমার নিরীহ ছেলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বয়স হলেও তার বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি, সে শুধু তোমার পাপে। আজ তোমার পাপেই বিনাদোষে তার জীবন যেতে বসেছে। এইবার তুমি অনুতাপ কর, তাহলে ভগবান তোমায় শাস্তি দেবেন, আমার ছেলেও রক্ষা পাবে।"

তাঁর স্বামীর একথা শুনে মুহূর্তের জন্য বুঝি একটু ভাবান্তর দেখা দিল। তারপর তার মুখ হয়ে উঠল আগেরই মত ভয়ঙ্কর।

দুহাতে স্ত্রীকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "দূর হও। তুমি নিপাত যাও, তোমার ছেলে নিপাত যাক্, সকলেই উচ্ছন্নে যাক্।"

নিরাশ হয়ে মিসেস রাজ ফিরে এলেন।

বিচার সুরু হল। বারনেবির বাবা, ডেনিস এবং হিউ নিজেদের কোন সাফাই দিতে পারলে না, তাদের বিরুদ্ধে অজস্র সাক্ষী আর প্রমাণ ছিল। সুতরাং নিয়মমাফিক বিচারের পর তাদের ফাঁসীর হুকুম হল।

বারনেবি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তার যে জন্ম থেকেই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ যে সে করেনি, তার উকীল তা আদালতে প্রমাণের অনেক চেষ্টা করলেন। ভার্ডেন এই ব্যাপারে পরিশ্রম করেছিলেন সব চেয়ে বেশী। কিন্তু বোকা বারনেবি হিউএর কাছে থেকে থেকে ঠিক হিউএর মত কথা বলতে শিখেছিল। আদালতে সে ঠিক সেই ভাবেই কথা বলল। তার কথা শুনে জজ ও জুরীদের বিশ্বাস হল না যে সে পাগল। তাঁদের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও ঘুচে গেল পাড়াগাঁর একজন হাকিমের সাক্ষীতে। ইনি আবার লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ভাই। ইনি একবার বারনেবির কাছ থেকে গ্রিপকে কিনতে চেয়েছিলেন কিন্তু বারনেবি তাতে রাজী হয়নি। এই কারণে বারনেবির ওপর এঁর রাগ ছিল। আদালতে হলফ নিয়ে হাকিম সাহেব সাক্ষী দিলেন যে, বারনেবি পাগল নয় এবং সে লণ্ডনে আসবার আগে থাকতেই গাঁয়ের পথে পথে তার মার সঙ্গে বিদ্রোহের কথা বলে বেড়াত, তিনি নিজের কানে তা শুনেছেন।

কথাটা বেমালুম মিথ্যে। কিন্তু এরকম একজন সম্ভ্রান্ত লোক মিথ্যে কথা বলছেন, জজ এবং জুরীরা তা কল্পনাও করতে পারলেন না। তাঁরা রায় দিলেন বারনেবি পাগল নয়, সে এই সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে সজ্ঞানে নেতৃত্ব করেছে। ফলে বারনেবিরও ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল।

বারনেবির প্রাণ যাবে—একথা শুনে বেশী লোক দুঃখিত হল না। আশ্চর্য জনতার মন। এই সেদিন তাকে মুক্ত করবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক গিয়েছিল নিউগেট জেল ভেঙে ফেলতে। আর আজ তার ফাঁসীর হুকুম শুনেও কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলল না।

কেবল ভার্ডেন পাগলের মত ছুটোছুটি করছিলেন—বারনেবির প্রাণভিক্ষার দরখাস্ত নিয়ে একবার এর কাছে যাচ্ছিলেন, একবার ওর কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফল আর কিছুতেই হল না। স্থির হয়ে গেল তার ফাঁসীর দিন।

সে দিনও ক্রমশঃ এল ঘনিয়ে। বারনেবির মা ছেলের কাছে রোজই একবার করে আসতেন। ফাঁসীর আগের দিনও তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলে তাকে আদর করে গেলেন। বারনেবির মনে আসল ব্যাপার সম্বন্ধে এখনও স্পষ্ট কোন হয়নি। সে শুধু জানত, কাল সে এই নোংরা জেলখানা ছেড়ে এক সুন্দর জায়গায় যাবে, আর সে সময় তাকে সাহস দেখাতে হবে। মাকে সে বলল, "মা, আমাকে সবাই বোকা বলে ভাবে। কিন্তু কাল আমি দেখিয়ে দেব।"

অবশেষে এল সেই সর্বনেশে সকাল। সকলেই জানত, আজ

তিনজনের ফাঁসী হবে। ডেনিস আর হিউএর ফাঁসী হবে নিউগেট জেলে—আর বারনেবি রাজের ফাঁসী হবে ব্লুমস্‌বেরি স্কোয়ারে। দলে দলে লোক জড়ো হল ফাঁসী দেখবার জন্যে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষের মাথা—আশপাশের সমস্ত বাড়ীর ছাদ এবং জানালাগুলি মানুষে বোঝাই। লোকের কোলাহল ক্রমে এতই বেড়ে গেল, যে গির্জার ঘড়িতে এগারটা বাজার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাওয়া গেল না।

বেলা বারোটার সময় ফাঁসীর আসামীদের নিয়ে আসা হল বাইরে। ডেনিসের ভয়ই সব চেয়ে বেশী, সে হাত যোড় করে বলছিল, "আমায় ফাঁসী দিও না। আমি জল্লাদ, তিরিশ বছর সরকারের কাজ করেছি, সরকার একথা জানলে আমায় ফাঁসীর হুকুম দিতেন না।"

জেলখানার অধ্যক্ষ তাকে জানিয়ে দিলেন যে তার পেশা জেনেই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

ডেনিস হাতযোড় করে বলল, "সেইজন্যেই তাঁরা আমায় বেশী শাস্তি দিয়ে ফেলেছেন। আর যাই হোক্ আমাকে দিয়ে এত লোককে ফাঁসী দেওয়াবার পর আমাকে ঐ শাস্তি দেওয়াটা আর তাঁদের পক্ষে উচিত হয়নি। কেউ একথা তাঁদের জানিয়ে আসুক না, তাহলে তাঁরা আমার সাজা মকুব করতে পারেন।"

হিউএর প্রাণে কিন্তু এতটুকু ভয়ডর নেই। সে শুধু হা-হা করে হাসছিল আর পাদ্রীদের সঙ্গে ইয়ারকী মারছিল। পাদ্রীরা তাকে শেষ সময়ে নিজের কাজের জন্যে অনুতাপ

করতে বললেন। হিউ তাঁদের হাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "যাও যাও। আমাকে ফূর্তি করতে দাও। সান্ত্বনা দাও ওই বুড়ো ডেনিসকে।"

বারনেবি দাঁড়িয়েছিল নির্ভীকভাবে। তখনও তার টুপীতে ময়ূরের ভাঙা পালক লাগান ছিল। সে যেন কোন মহান্ কাজের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে, তার ভাবটা এমনি। কিন্তু তার এইরকম চালচলনই অন্য লোকের চোখে তাকে দোষী করে তুলেছিল। সকলে ভাবছিল বারনেবি জেনেশুনেই সমস্ত অপরাধ করেছে।

প্রথমে ফাঁসী হল ডেনিসের। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে কাকুতি-মিনতি করতে ছাড়েনি। তারপর এল হিউএর পালা। ফাঁসীর মঞ্চে উঠবার আগে তাকে সবাই জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি কিছু বলবার আছে?"

হিউ গোড়ায় বলল, "না, আমার কিছু বলবার নেই আমি তৈরী।" তারপর বারনেবির দিকে নজর পড়ায় তাকে কাছে ডেকে হিউ বলল, "হ্যাঁ, আমার কিছু বলবার আছে। আমার যদি দশটা প্রাণ থাকত, আমি দশবার মরে এই ছোকরার প্রাণ বাঁচাতাম। ওর কোন দোষ নেই, আমি জোর করে ওকে ওর মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম। আমার দোষেই আজ ও প্রাণ দিচ্ছে। আপনারা কেউ শুনছেন? এর প্রাণটা অন্ততঃ বাঁচানো উচিত ছিল।"

বোকা বারনেবি অমনি বলল, "ও কথা বলছ কেন হিউ? তোমার তো কোন দোষ নেই। তুমি তো বরাবর আমার

সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছ। তারাগুলো কেন এত উজ্জ্বল, এবার আমরা তা জানতে পারব হিউ।

বারনেবির মাথায় হাত রেখে হিউ তাকে ভালবাসা জানাল। তারপর ফাঁসীকাঠের দিকে এগোতে এগোতে সে বলল, "হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমার একটা কুকুর আছে। আমার মৃত্যুতে কোন মানুষ কাঁদবে না, খালি সেই কুকুরটা কাঁদবে। আপনারা ভাবছেন এ সময়ে আমি মানুষের কথা না ভেবে একটা কুকুরের কথা ভাবছি কেন? তার কারণ মানুষের চেয়ে কুকুর অনেক ভাল।"

এই বলে হিউ হাসতে হাসতে ফাঁসীকাঠে গিয়ে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

বারনেবিও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নিজেই এগিয়ে গেল কয়েক পা। কিন্তু তাঁর ফাঁসী এখানে নয়—ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে। তাই বারনেবিকে সবাই ধরে রাখল। তারপর গাড়ীতে করে তাকে নিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীরা রওনা হলেন ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারের দিকে। নিউগেটের সামনে যে সমস্ত লোক হয়েছিল, তারা বারনেবির ফাঁসী দেখবার জন্যে দলে দলে চলল ব্লুমস্‌বেরীর দিকে।

বাইশ

এডওয়ার্ড চেস্টার আর জোসেফ উইলেট মিঃ হেয়ারডেলকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন মিঃ ভার্ডেনের বাড়ীতে। সেখানে প্রথম রাত্রিটা তাঁর নির্বিঘ্নেই কাটল। পরের দিন দাঙ্গার সর্দাররা গ্রেপ্তার হল, গোলমালও শান্ত হল। তখন এডওয়ার্ড এবং জোসেফ খোঁজ নিয়ে নিয়ে ডেনিসের পাশের বাড়ী থেকে ইমা আর ডলিকে উদ্ধার করলেন।

এতদিন পরে আবার দেখা হওয়াতে সকলের যে কি আনন্দ হল তা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? ইমা আর ডলির আনন্দ আরও বেশী, কারণ তাঁরা শুধু মা বাপ বা জ্যাঠা-মশাইকে ফিরে পাননি, ক'বছর আগে যারা চলে গিয়েছিল এই সঙ্গে পেয়েছেন তাদেরও।

সেইদিন রাত্রেই সকলে ব্ল্যাকলায়নে একটি জমকালো রকমের নৈশভোজে এক সঙ্গে মিললেন। মিঃ ভার্ডেন, মিসেস ভার্ডেন, মিঃ হেয়ারডেল, এডওয়ার্ড চেস্টার, ইমা, ডলি, জন উইলেট, জোসেফ উইলেট সবাই খেতে বসলেন এক সঙ্গে। জোসেফ খাওয়ার সময় বলল তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। আমেরিকায় সাভানা যুদ্ধে লড়তে গিয়েই সে জখম হয়, তাইতেই কাটা যায় তার বাঁ হাতটি।

জন উইলেট ছেলের বাঁ হাতটি পরীক্ষা করে দেখলেন।

তিনি কিন্তু বেশী কথা বলছিলেন না, পাছে তাঁর কোন কথায় মন খারাপ করে ছেলে আবার যুদ্ধে চলে যায়।

এডওয়ার্ড চেস্টার এতদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে চাকরী করছিলেন। পাঁচ বছরেই তিনি চাকরীতে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। অল্প কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তিনি দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি আর জোসেফ দেশে ফিরে আসেন এক সঙ্গে। এসেই তাঁরা দেখেন, দেশে চলছে বিশৃঙ্খলা আর অনাচারের রাজত্ব। তখন তাঁরা নিরীহ লোকদের জীবন রক্ষার ব্রত নিয়ে ছদ্মবেশে মিশে যান দাঙ্গার দলে। তাঁদেরই বুদ্ধিতে ভার্ডেন ও হেয়ারডেলের প্রাণ বেঁচে যায়।

হাত কাটা যাবার ফলে জোসেফ উইলেট ফৌজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমে গেলে সে বলল, "বাবা! আমি মিঃ এডওয়ার্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে যাব। গিয়ে সেখানে চাকরী নেব।" কিন্তু তার বাবা এবং ডলি ভার্ডেন তাকে যেতে দিলেন না। জোসেফকে বিয়ে করতে ডলির এখন আর কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং তাদের বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

তেইশ

এডওয়ার্ড চেস্টার আর মিঃ হেয়ারডেল উপস্থিতের মত মিঃ ভার্ডেনের বাড়ীতেই বাস করতে লাগলেন। বারনেবির মাকেও ভার্ডেন সেখানে এনে রেখেছিলেন।

এদিকে বারনেবির বিচার চলছিল। বিচারের সময় হেয়ারডেল আর ভার্ডেন প্রায় সব সময়েই ঘুরছিলেন বাইরে বাইরে। বারনেবিকে খালাস করার জন্যে যত রকম চেষ্টা করা সম্ভব কিছুই তাঁরা বাকী রাখলেন না।

বারনেবির ফাঁসীর হুকুম হবার পরেও তাঁরা হাল ছাড়লেন না। প্রাণভিক্ষার দরখাস্ত নিয়ে কত জায়গাতেই না তাঁরা গেলেন, তার হিসেব নেই। যেদিন বারনেবির ফাঁসী হবার কথা, তার আগের দিন সারারাত তুজনের কেউ বাড়ী ফিরলেন না।

পরের দিন তুপুরে একা ফিরে এলেন হেয়ারডেল। এসে এডওয়ার্ডকে ডেকে বললেন, "বাবা এডওয়ার্ড, তোমার ওপর আমি এতদিন মহা অবিচার করে এসেছি। তোমার মত সৎ এবং নিঃস্বার্থপর ছেলে দেখা যায় না। আমি তোমার হাতে আমার ভাইঝিকে তুলে দিতে চাই। তোমাদের এক করে দিয়েই আমি চিরদিনের মত ইংলণ্ড ছেড়ে যাব।"

যে হেয়ারডেল একদিন তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে

দিয়েছিলেন, তারই মুখে এই কথা শুনে এডওয়ার্ড মাথা নীচু করে রইলেন। আনন্দে তাঁর আর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। হেয়ারডেল তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে এসে দু'জনকে একসঙ্গে আশীর্বাদ করলেন।

এমন সময় দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। এডওয়ার্ড এবং হেয়ারডেল বাইরে বেরিয়ে দেখলেন এক বিরাট জনতা আসছে মহা হৈ হৈ করতে করতে।

হেয়ারডেল তাড়াতাড়ি বললেন, "ইস্, আমি জানতুম এই রকম একটা কাণ্ড হবে। এক্ষুণি এসব বন্ধ করা দরকার।"

কিন্তু তিনি তাদের কিছু বলবার আগেই মিসেস ভার্ডেন ওপর থেকে নেমে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "তিনি সব শুনেছেন। আমি একটু একটু করে তাঁর কাছে সব ভেঙেছি।" বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ভীড় ততক্ষণে দরজার সামনে এসে পড়েছে। মিঃ ভার্ডেনকেও তার মধ্যে দেখা গেল; কিন্তু আশ্চর্য, তিনি হেঁটে আসছেন না, আসছেন লোকের কাঁধে চড়ে। লোকেরা পাগলের মত চীৎকার করছে, মিঃ ভার্ডেনও তাদের সঙ্গে চেঁচাচ্ছেন, তাঁর গলা একেবারে ভেঙে গেছে। তিনি আর একজনকে কষে জড়িয়ে ধরে আছেন - সেও আসছে লোকের কাঁধে। সে স্বয়ং বারনেবি রাজ, সশরীরে জীবিত।

আগের দিন হেয়ারডেল আর ভার্ডেন সারারাত ঘুরে ঘুরে হাকিম, জুরী, মন্ত্রী—সকলের সঙ্গে দেখা করে বারনেবির আসল

ব্যাপার বুঝিয়ে বলেছেন। বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন লোকের সাহায্যে তাঁরা রাজা এবং যুবরাজের কাছেও নিজেদের আবেদন পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের অসম্ভব তদ্বিরেতে শেষ পর্যন্ত কর্তারা আবার নতুন করে খোঁজ নেবার হুকুম দেন। তখন জন্ম থেকেই বারনেবিকে দেখে আসছে, এমন বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, সত্যিই সে বুদ্ধিহীন। নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে কর্তৃপক্ষ বারনেবিকে মুক্তি দেবার হুকুম দেন। ততক্ষণে বারনেবিকে নিয়ে সরকারী গাড়ী ফাঁসীর জায়গায় পৌঁছেছে। খালাসের হুকুম পেয়ে সরকারী কর্মচারীরা বারনেবিকে দু' একটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্যে আবার জেলে নিয়ে যান। বারনেবিকে বাড়ীতে নিয়ে আসবার ভার ভার্ডেনের উপর দিয়ে হেয়ারডেল বাড়ীতে ফিরে আসেন।

ভার্ডেন লোকদের কাঁধ থেকে নেমে বললেন, "ওঃ! লোকগুলো আমার জান শেষ করে দিয়েছে মশাই। এখন দেখছি বন্ধুদের অত্যাচার শত্রুর অত্যাচারের চেয়ে বেশী সাংঘাতিক।"

বারনেবিকে ফিরে পেয়ে সকলেই আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। সবায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে গিয়ে বসল তার মায়ের পাশে। তারপর মাটির ওপর শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

চব্বিশ

এর পরে একমাস কেটে গেছে। এডওয়ার্ড ইমাকে বিয়ে করে সস্ত্রীক ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চলে গেছেন। জোসেফ উইলেট এবং ডলি ভার্টনেরও বিয়ে হয়ে গেছে।

হেয়ারডেল এই একমাসেই যথেষ্ট বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আর কিছুই ভাল লাগছিল না। তাঁর একমাত্র আপনার জন ভাইঝিটি চিরদিনের মত পরের ঘরে চলে গেল, এখন তিনি একেবারেই একা।

হেয়ারডেল ঠিক করে ফেলেছিলেন বিদেশে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। যাবার আগের দিন তিনি ভাবলেন, পুরোনো বাড়ীটা একবার দেখে যাবেন। লণ্ডন থেকে একখানি গাড়ী ভাড়া করে তিনি তাই চললেন 'ওয়ারেন'এর দিকে।

'ওয়ারেন'এ যখন তিনি পৌঁছোলেন, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার রক্তরাগে সমস্ত আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই বলে দৃশ্যটি দেখাচ্ছে অত্যন্ত মনোরম। হেয়ারডেল তাঁর বিধ্বস্ত বাড়ীর সামনে এসে ভাঙা দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে।

এই তাঁর বাড়ী! যেখানে তিনি কত আনন্দে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন, সেই বাড়ীর কতকগুলো পোড়া ইট আর ভাঙা কড়িবরগা ভিন্ন আজ আর কিছুই নেই।

অনেকক্ষণ সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে থাকবার পর হেয়ারডেল আরম্ভ করলেন বাড়ীর চারদিকে ঘুরতে। একপাক ঘোরা তাঁর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় একটা জিনিস নজরে পড়াতে তিনি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

তিনি দেখলেন একজন ভদ্রলোক একটি গাছে হেলান দিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দু'চোখে যেন খুশী উথলে পড়ছে। এই লোকটি আর কেউ নয়, তাঁর চিরকালের শত্রু সার জন চেস্টার।

হেয়ারডেলকে দেখতে পেয়ে সার জন নাম ধরে ডাকলেন। হেয়ারডেল চলেই যাচ্ছিলেন, ডাক শুনে পেছন ফিরে বললেন, "আমায় ডাকছেন কেন?"

চেস্টার অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "ডাকলাম, কারণ আজ আমাদের দেখা হওয়াটা আশ্চর্য যোগাযোগ। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়িনি। আজ একটু বেড়াতে সাধ গেল। তাই এই দিকে এলাম। এই সুন্দর দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি।" এই বলে চেস্টার হেয়ারডেলের বাড়ীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

হেয়ারডেল রাগে আগুন হয়ে বললেন, "নিজের কীর্তি দেখে সুন্দর তো লাগবেই।"

চেস্টার বললেন, "আমার কীর্তি? মিঃ হেয়ারডেল, আপনার বোধ হয় মাথার ঠিক নেই।"

হেয়ারডেল বললেন, "মাথা আমার ঠিকই আছে। আপনিই আমার সর্বনাশ করবার জন্যে গ্যাসফোর্ড আর

ছিটকে ফেলিয়ে দিয়েছিলেন; শুধু আজ নয়, চিরদিন আপনি শনির মত আমার পেছনে লেগে আছেন। আমার ভায়ের মৃত্যুর পর আপনিই রটিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি ভাইকে খুন করেছি। কিন্তু আর আমি আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না। ঘেয়ো কুকুরকে যেমন লোকে দূর করে দেয়, তেমনি আজ আমি আপনার সংস্রব ত্যাগ করলুম।"

বলে হেয়ারডেল দু'হাত দিয়ে সার জনকে ঠেলে দিলেন। তাঁর ধাক্কায় সার জন একটু টলে গেলেন; কিন্তু টালটা সামলে নিয়েই তিনি খাপ থেকে বার করলেন তলোয়ার। হেয়ারডেলকে লক্ষ্য করে তিনি তলোয়ার চালালেন। হেয়ারডেল সে আঘাত এড়িয়ে গেলেন, নইলে সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু হত। তিনি একপাশে সরে গিয়ে বললেন, "আজ নয়। ভগবানের দোহাই, আজ নয়।"

সার জন বললেন, "না—আজই।" এখন তাঁর সৌজন্যের মুখোস খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আসল রূপটা। কথার মধ্যে যতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঢেলে দেওয়া সম্ভব তা ঢেলে দিয়ে তিনি বললেন, "আজ আর তোমাকে রেহাই দিচ্ছি না, বেইমান ভণ্ড, শয়তান। আমাকে কথা দিয়েও তুমি সে কথার খেলাপ করেছ। আমার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের ভাইঝির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ। তোমার জন্যে আমার বংশে কালী পড়েছে। আজ আর তোমার রক্ষে নেই।"

এই বলে চেস্টার মরিয়ার মতো তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন হেয়ারডেলের দিকে। হেয়ারডেল তখনও ইতস্তত:

করছিলেন। তিনি মানুষ, অতি বড় শত্রুকেও প্রাণে মারতে তাঁর মনে সঙ্কোচ না হয়ে পারে না। একে একবার অবশ্য তাঁর দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল চেস্টারের সব শয়তানী চিরদিনের মত শেষ করে দেন; কিন্তু প্রাণপণে তিনি সে ইচ্ছে দমন করলেন। মিনতি করে চেস্টারকে তিনি বললেন, "যা করেছি কর্তব্যের খাতিরে। আজ আর আমাকে জোর করে এই যুদ্ধে নামাবেন না।"

সার চেস্টার বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেন, "শয়তানী তোমার এখনও গেল না? কর্তব্যের খাতিরে! ছোটলোক, ভণ্ড, বদমাস!"

হেয়ারডেল গালাগাল শুনে বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "সাবধান! তোমায় এই শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। আমার তলোয়ারের কাছে তুমি আর এগিও না। আমার অনেক ক্ষতি তুমি করেছ; কিন্তু আজ কেন তুমি এলে? কেন আজ আমাদের দেখা হল? কাল আমি অনেক দূরে চলে যেতাম, আর কোনদিন তোমার মুখ আমায় দেখ্‌তে হত না।"

সার জন বললেন, "এখনও তোমায় ভয়? হেয়ারডেল, আমি চিরদিন তোমায় ঘৃণা করে এসেছি, কিন্তু বরাবর বলে এসেছি, তোমার মধ্যে পশুশক্তি আছে। কিন্তু আজ দেখছি, আমার ধারণা ভুল। তুমি কাপুরুষ।"

এই বলে সার জন আবার হেয়ারডেলকে তেড়ে গেলেন। তখন আর কোন উপায় না দেখে হেয়ারডেলও বার করলেন

তাঁর তলোয়ার। দু'জনের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ বাধল; কিন্তু দু'জনেই পাকা যোদ্ধা, কাজেই বহুক্ষণ লড়াই করেও কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। অবশেষে সার জন হেয়ারডেলের হাতের ওপরে তলোয়ারের কোপ বসাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। হেয়ারডেলের সামান্য একটু আঘাত লাগতেই তিনি তাঁর তলোয়ার তুলে সোজা বিঁধিয়ে দিলেন সার জনের বুকে। সার জন মাটিতে পড়ে গেলেন।

এ কাজ করেই হেয়ারডেলের মন অনুতাপে ভরে গেল। তিনি সার জনকে ধরতে গেলেন, কিন্তু সার জন অবশ হাত দিয়ে তাঁর হাত ঠেলে দিলেন। বিজয়ী শত্রুর দিকে একবার তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু তখুনি তাঁর মনে হল, মৃত্যুর সময় তাঁর মুখ বিশ্রী দেখাবে, অমনি চেষ্টা করলেন হাসবার জন্যে। নোংরামি ছিল তাঁর দু'চোখের বিষ, তাই বুকের ওপরে কোটটা টেনে দিয়ে রক্তের দাগটা ঢেকে দিতে গেলেন; কিন্তু হাত আর উঠল না।

পঁচিশ

হেয়ারডেল সেই রাতেই বিদেশ চলে যান। তাঁর জীবনের বাকী ক'বছর কেটেছিল দারুণ অশান্তি আর অনুতাপে। ক'বছর বাদে বিদেশের এক মঠে তাঁর মৃত্যু হয়।

এডওয়ার্ড চেস্টার আর জোসেফ উইলেট সমস্ত জীবন বেশ সুখেই কাটিয়েছিলেন। জন উইলেট বুড়ো বয়সে অনেক সম্পত্তি রেখে মারা যান। জোসেফ তার মালিক হয়।

বারনেবির আগেকার তুলনায় অনেকটা বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছিল। গ্রিপকে নিয়ে তার সারা জীবনটা কেটে গেল বেশ আনন্দেই।

সমাপ্ত